উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ আশ্বিন ১৪৩০ শনিবার ৫.০০ টাকা 23 September 2023 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

# সেপ্টেম্বর মাসের প্রতিযোগিতার ফল

## বিষয় : আমার সেরা ছবি

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

### শুরু

প্রথম : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

### বিদায়

দ্বিতীয় : সৌমিক সাহা
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন ডি৭৫০

### সযত্নে

তৃতীয় : অরিন্দম চন্দ
(নৌকাঘাট মোড়, শিলিগুড়ি) নিকন জেড৫

### দুটিতে

চতুর্থ : অন্তরা ঘোষ
(গোফানগর, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস ২০০ডি

### ফেরা

পঞ্চম : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক৪

### সান্ত্বনা

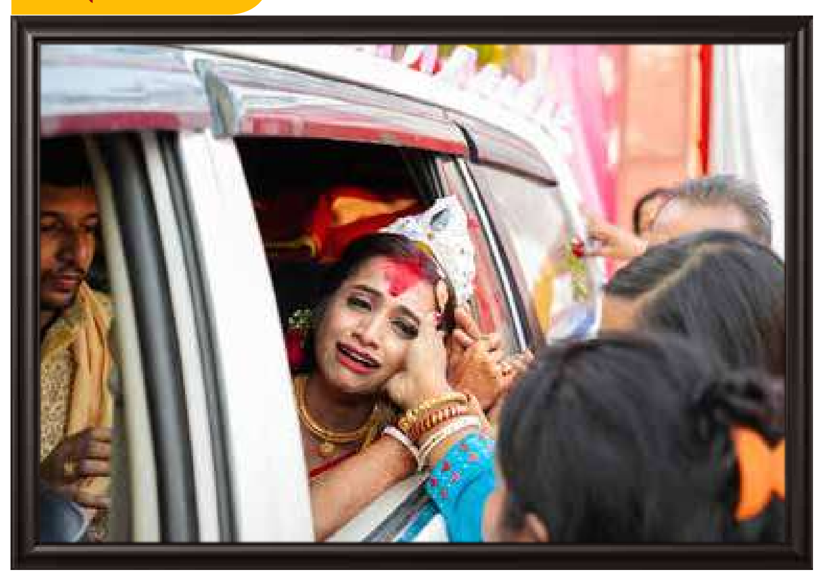

ষষ্ঠ : কৌশিক দাম
(গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

### ভক্তি

সপ্তম : পার্থপ্রতিম দাস
(বরপেটা, অসম) ক্যানন ইওএস ১২০০ডি

### জুটিতে

অষ্টম : প্রবাহ চৌধুরী
(রমেন্দ্রপল্লি, রায়গঞ্জ) নিকন ডি৫০০

### ত্রয়ী

নবম : প্রয়াগ ভৌমিক
(উদয়নবিতান, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার) নিকন ডি৩৫০০

### রাজকীয়

দশম : শান্তনু দেব
(শিবযজ্ঞ রেসিডেন্সি, কোচবিহার) নিকন ডি৫৬০০

### সাঁঝবেলায়

একাদশ : সৌরভ রক্ষিত
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৫৬০০

### শিকার

দ্বাদশ : সৌভিক বসু
(বিএস রোড, কোচবিহার) ক্যানন ইওএস ৭ডি মার্ক২

**আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন**

সঞ্জয়কুমার দাস, মোস্তাক মণ্ডল, অমিত মজুমদার, আনসাদ চৌধুরী, সৌমিক চক্রবর্তী, অনুপূর্বা ঘোষ, শ্রেয়সী কর্মকার, অভিরূপ ভট্টাচার্য, দোয়েল নন্দী, প্রীতম বর্মন, দীপঞ্জয় ঘোষ, নীতা বর্মন, অরিজিৎ সরকার, সৃজন দাস, জুনেইদ আহমেদ, সম্রাট নন্দী, সুদীপ সিংহ, অনিন্দ্য দাশগুপ্ত, গোপাল রায়, বিকাশ সিংহ, সৌম্যদীপ পাল, অর্ঘ্যদীপ চক্রবর্তী, তাপস ভৌমিক, দিবাকর দাশগুপ্ত, স্নেহাঞ্জলি দাস, পরিমল পাল, পঙ্কজ দেবসিংহ, রূপাঞ্জন বণিক, দীপ্তাংশু পোদ্দার, উৎপল বসু, উমাকান্ত গোস্বামী, অভীক রায়, সঞ্জনা পাল, দেবলীনা নন্দী, শ্রেয়ান্ত সরকার, দেবাদৃতা সাহা, রৌনক শূর রায়, অলোক চক্রবর্তী, বিপ্লব হালদার, সহিষ্ণু সাহা, শুভায়ন মজুমদার, সুদীপ বসু, গৌরব বিশ্বাস, পলাশ মণ্ডল, পূর্বাশা সরকার, লব দাস, বিপাসনা শাস্ত্রী, অভিজিৎ সরকার, সপ্তর্ষি মেহতা, উজ্জ্বলকুমার নাগ, অভিষেক ঠাকুর, প্রসেনজিৎ অধিকারী, ধনঞ্জয় সরকার, শুভঙ্কর ভদ্র, অমিতাভ বাগচী, কৌশল ঘোষ, ত্রিদিব ভৌমিক, সৌম্য চক্রবর্তী, আরাধ্য বর্মন, পুনম পাল, প্রিয়াংশু দেবনাথ, সায়ক চক্রবর্তী, বরুণ সরকার, শুভঙ্কর অধিকারী, অতনু বণিক, প্রত্যয় রায়, শঙ্খনীল বকসি, সোমনাথ দেব, বীণা দে, স্বপনকুমার বসু, শুভঙ্কর দাস, রিক সাহা, চন্দ্রাণী সরকার, স্নেহাশিস সাহা, রাতুল অধিকারী, ভূষণ সরকার, মোনালিসা দত্ত, অসিত দাস, ইন্দ্রজিৎ সরকার, রিকু সেন, অতনু চক্রবর্তী, শুভশ্রী সরকার, শচীন দাস, নির্মাল্য দাস ও নবনীতা মণ্ডল।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ আশ্বিন ১৪৩০ শনিবার ৫.০০ টাকা 23 September 2023 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

বিধ্বংসী সামি, ৫ উইকেটে জিতল ভারত

চোদ্দোর পাতায়

# বরফ-হ্রদে বিপদঘণ্টা

## উত্তরাখণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে লোনাক লেকে নজর

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** গত কয়েক বছর ধরে উত্তরাখণ্ডে যেভাবে একের পর এক ধ্বংসলীলা চলেছে, সিকিমেও তেমনটাই হবে না তো? সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গকে ভুগতে হবে না তো? এমন প্রশ্ন বারবারই উঠছে। আশঙ্কার বিষয় বলতে, উপগ্রহ চিত্রেও এমনই ভয়ংকর ভবিষ্যতেরই আশঙ্কা। তবে সময় থাকতে সিকিম সরকার সতর্ক। বিপর্যয় ঠেকাতে সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর বিপজ্জনক সাউথ লোনাক লেকে বিশেষ নজর দিয়েছে। লেকটির ওপর নজর রাখতে ইতিমধ্যে সেখানে সেন্সর ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে আর্লি অ্যালার্মিং সিস্টেম কার্যকরের ক্ষেত্রে সিকিম সরকারের পরিকল্পনাও সারা।

সিকিম ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর প্রভাকর রাইয়ের বক্তব্য, 'গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্টের পরিণতি সবসময়ই ভয়ংকর। একবার হলে জনবসতির ভেসে যাওয়া এবং প্রাণহানি অনিবার্য। আশঙ্কার বিষয় বলতে সাউথ লোনাক লেকও গ্লেসিয়াল। ফলে যে কোনও সময় ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। তাই আর্লি অ্যালার্মিং সিস্টেম কার্যকরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্বে লেকটিতে কিছু ক্যামেরা বসানো হয়েছে।' আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বললেন, 'এই ধরনের লেকের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া থাংগু এবং মুগুথাংয়ের উপরে থাকায় সাউথ লোনাক লেকটির অবস্থান ভূকম্পপ্রবণ এলাকায় রয়েছে। ফলে কম্পনের ফলেও লেকটিতে বিপর্যয় ঘটতে পারে। অতি বর্ষণও বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

এরপর দশের পাতায়

### যেখানে জলের ভয়

- উত্তরাখণ্ডের ক্ষেত্রে হিমালয় পর্বত থেকে বরফের চাঁই এসে ঋষিগঙ্গা নদীতে পড়েছিল। তাতে সৃষ্ট হড়পায় ১০০-১৫০ জন মারা যান
- সিকিমের সাউথ লোনাক লেক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,২০০ মিটার উঁচুতে রয়েছে। ভৌগোলিকগত অবস্থানের জন্য ৭৯.২৪ মিটার গভীরতার লেকটিতে বছরের অধিকাংশ সময় বরফই। কোনও কারণে বরফের চাঁই ভাঙলে একই রকমের দুর্ঘটনার আশঙ্কা

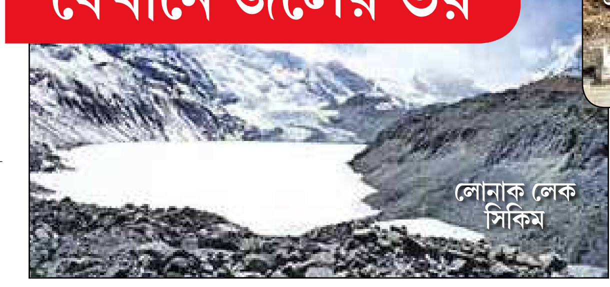

লোনাক লেক সিকিম

ঋষিগঙ্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, উত্তরাখণ্ড

- উত্তরাখণ্ডের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ঋষিগঙ্গা নদীর পাশাপাশি সংযুক্ত বেশ কয়েকটি নদীতেও হড়পা হওয়ায় অনেকে বিপদে পড়েছিলেন
- সিকিমের সাউথ লোনাক লেকে কোনও কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে তিস্তায় জলস্ফীতিতে কালিঝোরার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি সেবকের করোনেশন সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে
- উত্তরাখণ্ডে যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটে সেখানে সংলগ্ন ঋষিগঙ্গা হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্রোজেক্টটি ওই দুর্ঘটনায় ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- সিকিমের সাউথ লোনাক লেকে কোনও কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে ডিকচু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি রংপো, চুংথাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে

# যানজট এড়াতে পাহাড় ছাড়ার পরামর্শ

## কাল দার্জিলিংয়ে বিজিপিএমের জনসভা

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** ভোগান্তির সম্ভাবনা থাকায় আগেভাগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

রবিবার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) জনসভাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে তীব্র যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর এর জেরে পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হতে পারে বলে প্রশাসন আশঙ্কা করছে। খোদ বিজিপিএম পর্যটক ও সাধারণ মানুষের কাছে ওই দিন বুঝেশুনে বাইরে বের হওয়ার আবেদন করেছে। পর্যটকদের রবিবার ফেরার বিমান, ট্রেন থাকলে শনিবার বিকেলের মধ্যেই তাঁরা যাতে পাহাড় থেকে নেমে যান সেজন্য তাঁদের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিজিপিএমের এই জনসভায় যাতে সমাগম কম হয় সেজন্য বিরোধীরা চা বাগানে ঘুরে ঘুরে প্রচার চালাচ্ছে। তাদের তোলা ইস্যু অনীত থাপা ছিনিয়ে নিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে বলে বিরোধীরা বার্তা দিচ্ছে। বিজিপিএমের মুখপাত্র এসপি শর্মা অবশ্য বলেন, 'বিরোধীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে রবিবারের জনসভায় না আসার জন্য বলছে। কিন্তু তাতে কোনও কাজই হবে না। পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আমাদের সভায় যোগ দেবেন।'

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তমতো জিটিএ পাহাড়ে পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানে মিরিকের পাঁচটি পরিবারের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই পাট্টা নিয়ে পাহাড়জুড়ে তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়। বিরোধীরা চা বাগান শ্রমিকদের ঘরে ঘরে এই পরিমাণ জমির পাট্টা না নেওয়ার জন্য প্রচার করে। পাঁচ ডেসিমাল জমি দিয়ে দখলে থাকা বাকি জমি নিয়ে নেওয়া হবে বলে শ্রমিকদের বোঝানো হয়। আর এটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়ে পাহাড়ের চা শ্রমিকরাও বিরোধিতায় শামিল হন। এই পরিস্থিতিতে শাসকপক্ষ কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায়। বাধ্য হয়েই রাজ্য সরকার পাহাড়ে পাট্টা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম স্থগিত করে দিয়েছে।

অনীতরাও এখন বিরোধীদের সুরে বলতে শুরু করেছেন, পাঁচ ডেসিমাল জমি নয়, আমার জমি আমার অধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ, শাসকপক্ষ এবার শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টার দাবি তুলছে। এই দাবিকে সামনে রেখেই বিজিপিএম রবিবার দার্জিলিংয়ের চকবাজারের মোটরস্ট্যান্ডে জনসভা করছে। এই জনসভায় জিটিএ এলাকার ৪৫টি সমষ্টি থেকেই প্রচুর মানুষ, বিশেষ করে চা বাগান শ্রমিকদের নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই জনসভা উপলক্ষ্যে প্রচুর মানুষ রবিবার সাতসকাল থেকেই দার্জিলিংয়ে আসা শুরু করবেন। যার জেরে পাহাড়জুড়ে দীর্ঘ যানজটের সম্ভাবনা রয়েছে। এর জেরে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকরা সমস্যায় পড়তে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে বিজয়কুমার রাই শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'রবিবার জনসভার জেরে পাহাড়ে তীব্র যানজট হতে পারে। তাই পর্যটকরা যাতে আগাম ব্যবস্থা নেন, সেজন্য তাঁদের কাছে সেই আবেদন করা হচ্ছে। রবিবার যে সমস্ত পর্যটক পাহাড় থেকে ফিরবেন তাঁরা যাতে শনিবারই শিলিগুড়িতে নেমে যান, সেই আবেদন করা হয়েছে।'

বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান বলেছেন, 'বিজিপিএম জোর করে বিভিন্ন চা বাগান থেকে লোক নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছে। ওরা এখন বলছে, আমার জমি আমার অধিকার দিতে হবে। অথচ কয়েকদিন আগেই এই বিজিপিএমই পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। পাহাড়ের মানুষ সবকিছুই দেখছে। তারাই বিষয়টির বিচার করবে।'

তবে, মরশুমের শুরুতেই এভাবে একটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশের জন্য পাহাড় ছাড়ার ফতোয়া পর্যটকরা যে ভালোভাবে নিচ্ছেন না তা বলাই বাহুল্য।

### সাদা চোখে সাদা কথায়

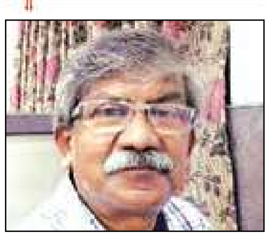

## করেনটা কী নেতারা, বিরোধীরাই বা চুপ কেন

গৌতম সরকার

আঁতকে ওঠার মতো খবর নিঃসন্দেহে। উত্তরবঙ্গের একমাত্র রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মী-আধিকারিকের সংখ্যা নাকি মাত্র ৩। অথচ সরকারি অনুমোদিত পদ ১১। কোচবিহারের ওই বিশালাকায় গ্রন্থাগারের জন্য ১১ জন কর্মী থাকলেও কম হত। গ্রন্থাগারটির সঙ্গে জড়িয়ে কোচবিহারের রাজ ইতিহাস। রাজ আমলের তো বটেই, তার আগেরও প্রায় ১৬ হাজার দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও বই আছে গ্রন্থাগারটিতে। মোট বই লক্ষাধিক। তিনজন কর্মী গ্রাহক সামলাবেন না এই বিপুল সংখ্যক বই সংরক্ষণ করবেন?

শিক্ষায়, বৌদ্ধিক বিকাশে বইয়ের অপরিসীম গুরুত্ব কে না জানে। নবীন প্রজন্মকে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে গ্রন্থাগারের আবশ্যিকতা কারও অজানা নয়। ঐতিহ্যের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারটির হাল দেখে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। অথচ কিছুদিন আগে ঘটা করে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হলেও এই সমস্যা নিয়ে কারও মুখে রা ছিল না। কোচবিহারে শাসকদলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় শিক্ষক। কোচবিহারের পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রক্ষায় যত্নশীল।

বইয়ের গুরুত্ব, গ্রন্থাগারের প্রয়োজন তাঁদের ভালোই বোঝার কথা। কিন্তু তাঁরা না গ্রন্থাগারটির এই দশায় রা কাড়েন, না প্রতিকারে উদ্যোগী হন। বাম আমলের কৃষিমন্ত্রী, প্রয়াত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ খুব বইপ্রেমী ছিলেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়ার অভ্যাস ফেরাতে মরিয়া হয়েছিলেন একসময়। তাঁর ছেলে উদয়ন গুহ এখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। কোচবিহারে ১০২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে ২২টি বন্ধ হয়ে থাকলেও তাঁর কোনও পদক্ষেপের কথা শুনিনি।

এরপর দশের পাতায়

শুক্রবার ছিল বিশ্ব গন্ডার দিবস। ডুয়ার্সের জাতীয় উদ্যানে স্বমেজাজে একশৃঙ্গ। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

# মাদক মামলায় জামিন পেলেন মোবারক

রাহুল মজুমদার

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** শিলিগুড়িতে মাদক সমেত গ্রেপ্তার শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের কর্মী মোবারক আলির জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। নিউ জলপাইগুড়ি থানা এবং মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকায় হওয়া দুটি মামলাতেই এদিন অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি। গত তিনদিন ধরে এই মামলাগুলি আদালতের তালিকায় ছিল। শুক্রবার দুটি মামলারই শুনানি হয়। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের জামিনের বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশ কমিশনারের সবুজ সংকেত মিললেই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করা হবে বলে চিন্তাভাবনা রয়েছে। তবে এখনই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাইছেন না পুলিশকর্তারা।

জগদীশ এবং মোবারকের বিরুদ্ধে আরও তথ্য জোগাড়ে কলকাতায় গিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, মোবারকের ফোনের কথোপকথন বের করতে দিনদুয়েক আগেই কলকাতা গিয়েছেন এনজেপি থানার তদন্তকারী আধিকারিক। সেখান থেকে কল রেকর্ডিং এবং সিডিআর নিয়ে আসার কথা রয়েছে তদন্তকারীদের। এই তথ্য হাতে পেলেই তা আদালতে পেশ করা হবে। এই তথ্য দিয়েই দুজনের জামিনের বিরোধিতা করা হবে বলে খবর।

মাদক মামলায় ধৃত মালদার বাসিন্দা জগদীশ মণ্ডলের জামিনের জন্যে ভুয়ো নথি তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে সেই নথি বের করা হয়েছিল। কিন্তু রেডিওলজি বিভাগ এবং কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে পুলিশ সেই তথ্য চাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি জানিয়ে দেয়, তারা এরকম তথ্য দেয়নি। এরপরেই অভিযুক্তের জামিন বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এরই মাঝে তদন্তকারীরা জানতে পারেন মাদক কাণ্ডে ধৃত জেল কর্মী মোবারক আলির সঙ্গে যোগ রয়েছে জগদীশের। অভিযোগ, ওই জগদীশের সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে দিয়েছিল মোবারক আলি। এরপর সেই কাগজ আদালতে পেশ করে জামিন হয়েছিল জগদীশের। তাই মোবারক আলির বিরুদ্ধেও তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। মোবারকের সঙ্গে যে জগদীশ সহ বাকিদের যোগাযোগ ছিল তা প্রমাণ করতে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা থেকে ফোন কলের কথোপকথন আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি কোন তারিখে কতবার কখন মোবারকের সঙ্গে বাকিদের কথা হয়েছে সেই ফোন কলের সিডিআরও বের করা হচ্ছে। সেই সূত্র ধরে জগদীশের সঙ্গে মোবারকের যোগ প্রমাণ করা যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। জামিন খারিজের আবেদন জানাতে এবার আটঘাট বেঁধে তৈরি হচ্ছেন তাঁরা।

### তথ্য সংগ্রহে পুলিশ

- দুটি মাদক মামলার শুনানি হয় শুক্রবার
- দুটিতেই জামিন পেয়েছেন শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের কর্মী মোবারক আলি
- জামিনের বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার কথা ভাবছে শিলিগুড়ি পুলিশ
- পুলিশ কমিশনারের সবুজ সংকেত মিললেই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল

# অপসারিত অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** নিয়োগের তিন মাসের মধ্যেই রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল জয়জিৎ চৌধুরীকে। ১২ জুন রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জয়জিৎকে ওই পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা জানানো হয়। রাজ্যের তরফে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের মামলাগুলির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সেই চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়েছে আইনজীবী মহলে। নিয়োগের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই কেন জয়জিৎকে সরিয়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বার অ্যাসোসিয়েশনে। তবে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে অপসারণের কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

কেন হঠাৎ করে সরিয়ে দেওয়া হল? জয়জিতের বক্তব্য, 'নির্দেশের কথা শুনেছি। এখনও কাগজপত্র হাতে পাইনি। কেন, কী কারণে সিদ্ধান্ত সেসব বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।' বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে সরকারি নির্দেশিকার প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক, সার্কিট বেঞ্চের অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী সুবীরকুমার সাহা, এপিপি অদিতিশংকর চক্রবর্তীকে। তবে কেউই বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাইছেন না। সুবীরবাবুর কথায়, 'নির্দেশের বিষয়ে শুনেছি। তবে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলার নেই।'

সার্কিট বেঞ্চের এক আইনজীবী বলেন, 'নির্দেশের বিষয়ে মোটামুটি সবাই জানেন। তবে বিভিন্ন কারণে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না। আইনজীবীদের হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশের কপি ঘুরছে। তবে সরানোর কারণ নিয়ে প্রত্যেকেই ধোঁয়াশায় রয়েছেন।'

এরপর দশের পাতায়

# স্কুল বানিয়ে দিন, মোদির কাছে আবদার খুদের

**শ্রীনগর, ২২ সেপ্টেম্বর :** 'মোদিজি, একটা স্কুল বানিয়ে দিন'। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি এমনই আর্জি জানাল এক খুদে পড়ুয়া।

ঘটনাটি কাশ্মীরের। সেখানকার এক গ্রামীণ স্কুল সম্পর্কে একগুচ্ছ অভিযোগ এনেছে এই খুদে পড়ুয়া। তাও আবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেই নিজের অভিযোগের ঝাঁপি উজাড় করেছে সে। একটি ভিডিওর মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছে সে। যদিও তার বলার ধরন মোটেও অভিযোগের সুরে নয়। বরং প্রধানমন্ত্রীর কাছে খানিক আবদারই করেছে সে। প্রথমেই তার বক্তব্য, স্কুলে বসার জন্য একটাও বেঞ্চ নেই। ক্লাস করতে হয় মেঝেতে বসেই। নোংরা মেঝেতে বসতে গিয়ে জামাকাপড়ও ময়লা হয়, যার জন্য বাড়িতে গিয়ে যথেষ্ট বকুনি শুনতে হয় তাকে। বিগত পাঁচ বছর ধরে নাকি এমনই হাল ওই স্কুলের। একইসঙ্গে স্কুলের বাথরুমের অবস্থাও খুবই শোচনীয়। প্রায় ব্যবহার করা যায় না বললেই চলে। ক্যামেরা ঘুরিয়ে সেইসব ছবি দেখিয়েছে খুদেটি।

ভিডিওর একেবারে শেষে দাবি জানিয়েছে ওই খুদে। একটা ভালো স্কুল বানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছে সে।

তবে খুদের এই আর্জিতে প্রধানমন্ত্রী সাড়া দিয়েছেন কি না তা জানা যায়নি।

# পুলিশকর্মীর সংগ্রহে ৬৫ দেশের নোট ও মুদ্রা

**অনীক চৌধুরী**

*বিভিন্ন দেশের নোট এবং মুদ্রার সম্ভার নিয়ে পুলিশকর্মী দেবজিৎ সেন।*

**জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** স্বাধীনতার আগের ভারতীয় ব্রিটিশ মুদ্রা হোক কিংবা মোগল আমলের মুদ্রা, সবই আছে তাঁর কাছে। বিশ্বের প্রায় ৬৫ দেশের নোট এবং মুদ্রার সম্ভার দেখে যে কারও চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। নিজের শখ পূরণের জন্য প্রাচীন এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করে চলেছেন সেনপাড়ার পুলিশকর্মী দেবজিৎ সেন। কাজের ফাঁকে বিভিন্ন এগজিবিশন এবং জায়গা ঘুরে এই সকল দুর্লভ মুদ্রা সংগ্রহ করেন তিনি।

২০০৪ থেকেই এই মুদ্রা জমানোর কাজ করছেন দেবজিৎ। কিন্তু হঠাৎ এই নেশা কেন? প্রশ্নের উত্তরে দেবজিৎ বললেন, 'পুলিশে কনস্টেবল পদে যোগ দেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ বাড়ে। সেই সময় থেকেই একটা দুটো করে প্রাচীন মুদ্রা আর বিদেশি নোটের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। আমি কলকাতার আরবিআইয়ের পুরোনো কয়েন এগজিবিশন থেকে মুদ্রা কিনে নিয়ে আসি। অনেকের বাড়িতেও পুরোনো কয়েন থাকে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও মুদ্রা সংগ্রহ করি। কিন্তু এখন এসব পুরোনো কয়েনের অনেক ডুপ্লিকেট বেরিয়েছে। যেগুলো মানুষ ঠকানোর জন্য আদি ভারতীয় মুদ্রা হিসেবে বিক্রি করা হয়। সেজন্য পুরোনো মুদ্রা নিয়ে আমাকে পড়াশোনাও করতে হয় প্রচুর। যাতে সংগ্রহের সময় ঠকে না যাই।' এইসব করতে করতেই এখন তাঁর সংগ্রহে জাম্বিয়া থেকে তুর্কি, পাকিস্তান থেকে ঔরঙ্গজেব কিংবা মারাঠা মুদ্রার সম্ভার।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেবজিতের সংগ্রহে রয়েছে ৬৫টিরও বেশি দেশ এবং অ্যান্টিক মুদ্রা, নোট। তাঁর জমানো মুদ্রা ভাণ্ডার দেখতে বাড়িতে মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকে। তিনি যেমন নিজে এই মুদ্রা কালেকশন করেন, ঠিক তেমনি অনেকেই নিজের ইচ্ছায় তাঁকে এগুলো দিয়ে যান। দক্ষিণ কোরিয়া, আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, আমেরিকা, পাকিস্তান, জিম্বাবোয়ে সহ্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ও নোটের পাশাপশি দেবজিতের ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তী দুষ্প্রাপ্য নোট-মুদ্রার সংগ্রহ তাক লাগিয়ে দেয় সকলকেই।

এখন দেবজিৎ সেনের লক্ষ্য পৃথিবীর সব দেশের নোট সংগ্রহ করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করা। বিদেশে যাওয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে, তাই বিদেশের এগজিবিশন দেখা হয়নি বলে আক্ষেপ তাঁর। এবার দেবজিতের লক্ষ্য ছুটিতে দেশ ঘুরে বিভিন্ন আমলের মুদ্রা সংগ্রহ করে নতুন ভাণ্ডার তৈরি করা, যাতে আগামী প্রজন্ম পুরোনো ইতিহাস দেখতে পায়।

# গান শুনিয়ে কাটানো যায় অঙ্ক-ভীতি

**আঙ্কারা, ২২ সেপ্টেম্বর :** অনেকের মনে অঙ্ক শুনলেই থরহরি কম্প জাগে। সম্প্রতি সেই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নেয় এক মার্কিন সংস্থা। ইতিমধ্যেই তারা আবিষ্কার করে ফেলেছে অঙ্কভীতি কাটানোর এক অদ্ভুত উপায়। স্রেফ গান শুনলেই মিটতে পারে অঙ্কের প্রতি যাবতীয় ভয়।

সম্প্রতি অঙ্কের প্রতি পড়ুয়াদের আগ্রহ নিয়ে একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে এক মার্কিন সংস্থা। সেখানে দেখা যায়, ১৩ বছরের কমবেশি বয়সের পড়ুয়ারা সকলেই প্রায় অঙ্ক করতে বেশ ভয় পায়। এই পরিসংখ্যান দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে যান অঙ্কের মাস্টাররা। আশঙ্কিত হন অভিভাবকরাও। এই সমস্যা মেটাতে অদ্ভুত এক পরীক্ষা শুরু করে তুরস্কের এক বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষকদের দাবি ছিল অঙ্ক-ভীতি কাটাতে পারে গান। তাই বিশ্বের প্রায় ৭৮ হাজার পড়ুয়ার উপর চালানো হয় পরীক্ষায়। গান শুনলে সত্যিই অঙ্ক-ভীতি দূর হয় কি না, তা বোঝার চেষ্টা করেন তাঁরা।

দেখা যায়, গবেষকদের দাবিই একেবারে সঠিক। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া পড়ুয়াদের নিয়মিত গান শোনানো হয় কয়েকদিন ধরে। আর এতেই দেখা যায়, তারা সহজে অঙ্ক করতে পারছে। কঠিন সব যোগ-বিয়োগেও বিশেষ ভুল হচ্ছে না।


**ভর্তি চলিতেছে**

২০২৩-২০২৫ শিক্ষা বর্ষে কোচবিহার জেলায় স্বনামধন্য B.Ed কলেজে কয়েকটি আসনে ভর্তি চলিতেছে। 9851401724 /7384532442 (B/S)

**চিকিৎসা**

**DR. ARIJIT BISHNU, DM**

Onco-Haematologist will be available at Opd. in Anandaloke Multispciality Hospital, Siliguri on 24.09.2023, Sunday From 10.30 AM., (M): 9800600400. (C/107457)

**অ্যাফিডেভিট**

I, Indrajit Das, S/o. Abinash Das resident of Vill.- Kayakhata, P.O. Salsalabari, P.S.- Samuktala. Dist. Alipurduar (Previously Jalpaiguri) declare that my present District is Alipurduar. Affidavit by Notary Public, APD. Dated- 15-6-20. (U/D)

আমি Indrajit Das, S/o. Abinash Das Vill.- Kayakhata, P.O. Salsalabari, P.S.- Samuktala, Dist. Alipurduar, আমার S.C. Certificate No.- WB 2001 SC 200100020-এ ঠিকানা ভুল থাকায় E.M. APD-II Block-এ অ্যাফিডেভিট বলে P.O. Salabari থেকে P.O. Salsalabari করা হইল। (U/D)

My name is recorded as Bijay Kr. Nag in school documents of my daughter, Meghna Nag. By affidavit at APD E.M. court on 22.09.2023, I have declared that Bijay Kr. Nag & Bijay Kumar Nag is one and same identical person. (C/106366)

**কর্মখালি**

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- M : 96476-10774. (C/107455)

Require Site Engineer at Gangtok. WA : + 918670956001. (C/107453)

**রাজ জ্যোতিষীর সন্ধান শিলিগুড়িতেই**

যে কোনও কঠিন সমস্যার সমাধানের সঠিক উপায় বলে দেন

ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী

অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয়

নিজস্ব চেম্বার

গ্রিন ভ্যালি, সেভক রোড, শিলিগুড়ি

9002004418 / 9434043593



**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**ABRIDGED TENDER NOTICE**
Tender Reference No. WBPHED/EE/MD/NIeT_23 of 2023-2024 Vide Memo no. 3596/MD, Dt. 20.09.2023 Tender ID : 2023_PHED_573597_1 to 2023_PHED_573597_2
Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) : 07.10.2023 upto 3:00 P.M. Tender invited by the undersigned for different works under Malda Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte.
ICA-T19709(4)/2023

**অবস্থার ভিত্তিতে ইলেকট্রিক লিফটিং ব্যারিয়ার-এর প্রতিস্থাপন**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
SE, NBHC P.W.(Roads) Directorate invites online e-tender for the work of:- Kadma Panighata Road from 0.00 Km, to 5.20 Km, Surfacing Work under Darjeeling Highway Division in the district of Darjeeling. Project ID:- PD 2324052945000. Rs. 1,51,98,169.90 e-NIT No. 48 of 2023-24. Tender Id:- 2023_SH_570745_1, Bid submission start date (online) 18.09.23 from 15.00 hrs. Bid submission closing date (online) 13.10.23 upto 15.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S.E. NBHC PWRD, GOVT OF WB. ICA-T19781(4)/2023

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
S.E, NBCC-II, P.W.Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of :- 1. Widening and Strengthening work of existing 4 lane Sevoke Road with paved shoulder from Ch. 0.00 km to 4.00 Km. including allied works under North Bengal Construction Division PWD in the district of Darjeeling. Estimated Amount: Rs. 12,94,29,577.00, Tender ID: 2023_PWD_572468_1. Tender Ref. No: WBPWD/SE/NBCC-II/e-NIT-16/2023-24. Bid submission start date (online): 26/09/2023 from 11.00 A.M. Bid submission closing date (online): 17/10/2023 up to 05.00 P.M. Technical Bid opening date (online): 30/10/2023 at 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri. ICA-T19736(4)/2023

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
No. 15 of 2023-2024 of EE/BD/PHED, vide Memo bearing No. 1494/BD Dated 20/09/2023
E-Tender is hereby invited on behalf of the Governor of West Bengal, vide e-Tender No. WBPHED/EE/BD/NIeT_15 of 2023-2024 (Tender ID:- 2023_PHED_573022_1 to 5) i.c.w. 05 nos. different type of works under Balurghat Division, PHE Dte. For details please see website: https://wbtenders.gov.in & https://wbphed.gov.in Online Bid Submission Start and end date 21/09/2023 at 10.00 A.M. and 29/09/2023 upto 03.00 P.M. respectively. Sd/- Executive Engineer, Balurghat Division, P.H.E. Dte.
ICA-T19763(1)/2023

**আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজগুলি**

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

**NOTICE INVITING E-TENDER**
E-Tender is invited for selection of agency for distribution of free spectacles to beneficiaries under SES and Presbyopia under NPCB&VI of Darjeeling District vides NIT No. 03/NPCB&VI of 2023-24 dated 11/09/2023. For more details visit to www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in or office of the undersigned.
Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

**Recruitment Notice**
Memo No. 5682 Dated: 21/09/23
Online Applicants are invited from intending candidates on contractual & temporary basis for the post of Yoga Instructor (Male) & Yoga Instructor (Female) for AYUSH Health & Wellness Centres (HWC) under District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit www.coochbehar.nic.in & www.wbhealth.gov.in.
Sd/-
CMOH and Secretary
District Health and Family
Welfare Samiti
Cooch Behar

**"এ" শ্রেণির কর্মীবৃন্দ এলপি টোকে পরিবর্তে এলএইচএসএন/ছাইবইউসি-এর ব্যবস্থা**

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
EE, CED, P.W.Dte. invite online e-tender for the work of, "(i) Proposed construction of (G+3) 100 Bedded COVID Word (RCC Structure) at Alipurduar District Hospital, Alipurduar – SITC of UPS 30KVA. (ii) Proposed construction of (G+3) 50 Bedded COVID Word (RCC Structure) at Cooch Behar GMCH/MJN Hospital – SITC of UPS (20KVA). (iii) Proposed construction of (G+3) 50 Bedded COVID Word (RCC Structure) at Falakata SSH – SITC of UPS (20KVA). (iv) Proposed construction of (G+3) 50 Bedded COVID Word (RCC Structure) at Birpara SGH – SITC of UPS (20KVA)." Bid submission Start Date (online): 19.09.2023, Bid submission Closing Date (online): 03.10.2023 up to 01.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- E.E., CED, P.W.D., GOVT. OF W.B. ICA-T19809(2)/2023

**Abridged E-Tender Notice**
Tender for eNIT No.- 651/PS, dt. - 18/09/2023 of Executive Officer, Balurghat Panchayat Samity is invited by the undersigned. Last date of submission is 29/09/2023. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
E. O
Blg. P.S

**2 BHK FLAT IN GARIA KOLKATA FOR SALE**
A 2BHK, 800 sq. ft. Flat with balcony in a quiet G+3 residential building with lift for outright sale. A 5-minute walk from Geetanjali Metro Station. Interested buyers may contact 8617251354 between 9 am and 5 pm.

**Notice inviting e-Tender**
e-Tenders are invited vide N.I.T. No. HCP2/MALDA/NIT-08e/23-24, HCP2/MALDA/NIT-09e/23-24, HCP2/MALDA/NIT-10e/23-24, Dtd.- 20/09/2023 by the B.D.O. HCPur-II Block, Malda. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
B.D.O
H.C.PUR-II Dev. Block

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
On behalf of the Governor of West Bengal, e-Tender is invited by District Election Officer, Jalpaiguri (e-Tender Id: 2023_ZPHD_575302_1) for Preparation and Digital Printing of Photo Electoral Roll (a) for single side page and (b) for both side single page in connection with Special Summary Revision of Electoral Roll w.r.t. 01.01.2024.
Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 06.10.2023 at 5.00 P.M.
For Details, Please visit the website: www.wbtenders.gov.in or the Office of the undersigned.

**ঢাল স্থিতিশীলতা বিশ্লেষণ পরিচালনা ইত্যাদি কাজগুলি**

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

**মেরামতী, প্রস্তুতকরণ এবং যোগানের কাজ**

As per order of the Hon'ble High Court, Circuit Bench at Jalpaiguri dated 05-09-2023, in connection with the WPA No. 1524 of 2023, relating to the property situated at Panitanki More, Sevoke road, in ward no.-10, the undersigned will cause a hearing on 09-10-2023 at 1.00 p.m. upon all the concerned parties (the petitioner and all other existing owners and occupiers of the premises)
All concerned parties are requested to appear for the hearing before the undersigned as stated above with all relevant documents.
Sd/-
Commissioner
Siliguri Municipal Corporation

**আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে এফওবি, লিফ্ট ও র‍্যাম্প নির্মাণ**

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে


# বাংলাদেশে ওডিশি নৃত্য আলিপুরদুয়ারের রাজার

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর :** বাংলাদেশের পঞ্চগড় শিশু কিশোর বিদ্রোহী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ওডিশি নৃত্য পরিবেশনে করে আপ্লুত রাজা দত্ত। বাংলাদেশের পঞ্চগড়ে ওডিশি নৃত্য পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ পান আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার বাসিন্দা রাজা দত্ত। দুইদিনের সেই অনুষ্ঠানে ওডিশি নৃত্য পরিবেশন করেন তিনি। পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পঞ্চগড় শিশু কিশোর বিদ্রোহী থিয়েটার এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ভারত থেকে ৪৫ জন নাট্য ও নৃত্যশিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁদের মধ্য রাজা দত্ত সহ ছয় নৃত্যশিল্পী ছিলেন। রাজা বলেন, 'বাংলাদেশের আতিথেয়তায় আপ্লুত। এত সম্মান ও ভালোবাসা খুব কম পেয়েছি। অসম, শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার থেকে তিনজন নৃত্যশিল্পী একসঙ্গে যাই।'

> বাংলাদেশের আতিথেয়তায় আপ্লুত। এত সম্মান ও ভালোবাসা খুব কম পেয়েছি। অসম, শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার থেকে তিনজন নৃত্যশিল্পী একসঙ্গে যাই।
> – রাজা দত্ত।

রাজা দত্তের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, সেখানে মূলত নাটক পরিবেশন করা হলেও নৃত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অসমের এক নৃত্যশিল্পীই রাজা দত্তের নাম অনুমোদন করেন। রাজার নাচের ভিডিও দেখে অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ খুশি হয়। তারপর তাঁকে নৃত্য পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে সার্কিট হাউসে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজা বলেন, 'ওডিশি নৃত্য পরিবেশনের পর একটি কর্মশালা করি। সেখানে ৩০ জনের উপরে নতুন শিল্পী অংশগ্রহণ করে। তিনজন পড়ুয়াকে অনলাইনে নৃত্যের তালিম দেব। এই প্রথম বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ পেলাম।'

# বঙ্গগৌরব সম্মান রাতুলের

**ভাস্কর শর্মা**

**আলিপুরদুয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর :** করোনা অতিমারির সময় বহু রোগীকে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে সাহায্য করেছেন। এমনকি বিনামূল্যে দিয়েছেন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাও। পাশাপাশি একদিনে ৬০০ জন মানুষের রক্তদানের আয়োজন করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। আবার বিপথগামী যুবক-যুবতীদের সঠিক পথ দেখিয়ে হয়ে উঠেছেন আইকন। আলিপুরদুয়ার শহরের অতিপরিচিত এই সমাজকর্মী হলেন রাতুল বিশ্বাস। আলিপুরদুয়ার মানবিক মুখের সম্পাদক তথা সমাজকর্মী রাতুল বিশ্বাস এবার বঙ্গগৌরব সম্মান পাচ্ছেন। রবিবার কলকাতায় তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবে ওয়ার্ল্ড স্টার বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ। রাতুলবাবুর এমন পুরস্কারের খবর আসতেই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ারে।

পেশায় হাইস্কুলের শিক্ষক রাতুল বিশ্বাস একজন সমাজকর্মী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলো, নারী-শিশু পাচার রোধে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। গরিব মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের সুনজরে আসেন তিনি। তাই এবার ওয়ার্ল্ড স্টার বুক অফ রেকর্ডস-এর পক্ষ থেকে তাঁর হাতে বঙ্গগৌরব সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে। রাতুলবাবুকে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। রবিবার কলকাতার এক বেসরকারি হোটেলে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁর হাতে বঙ্গগৌরব সম্মান তুলে দেওয়া হবে।

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৫৯৫০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৫৯৮০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৫৬৮৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৭৩৪০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৭৩৫০০ |

পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর


এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ



**হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া স্পেশাল ট্রেন**

| ০৩০৩১ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি | | | | স্টেশন | ০৩০৩২ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | পৌঁছাবে | ছাড়বে | | | পৌঁছাবে | ছাড়বে | তারিখ |
| ২৭.০৯.২৩ | – | ২৩.৪০ | ↓ | হাওড়া | ২৩.৩০ | – | ↑ | ২৮.০৯.২৩ |
| | ০০.৩৩ | ০০.৩৫ | | ব্যান্ডেল | ২২.২২ | ২২.২৪ | | |
| ২৮.০৯.২৩ | ০৬.২৫ | ০৬.৩০ | | মালদা টাউন | ১৬.৪০ | ১৬.৪৫ | | |
| | ১০.৪৫ | – | | নিউ জলপাইগুড়ি | – | ১২.১৫ | | |

চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পিএম · চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে · @EasternRailway · @easternrailwayheadquarter

**অভয়পুর স্টেশনে পরীক্ষামূলক স্টপেজ**

যাত্রীদের সুবিধার্থে নিম্নলিখিত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি নিম্নলিখিতভাবে পরীক্ষামূলকভাবে অভয়পুর স্টেশনে থামবে:

| ট্রেন নং এবং নাম | অভয়পুরে সময়সূচী পৌঁ. | ছা. | যে তারিখ থেকে অভয়পুরে থামবে |
|---|---|---|---|
| ১৩৪১৫ মালদা টাউন–পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৯.২০২৩ থেকে কার্যকর) | রাত্রি ০১.২৬ | রাত্রি ০১.২৮ | ২৫.০৯.২৩ |
| ১৩৪১৬ পাটনা–মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৯.২০২৩ থেকে কার্যকর) | রাত্রি ০১.২১ | রাত্রি ০১.২৩ | ২৬.০৯.২৩ |
| ১৩৪২০ মুজফ্ফরপুর–ভাগলপুর জনসেবা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৯.২০২৩ থেকে কার্যকর) | রাত্রি ০৩.৪৫ | রাত্রি ০৩.৪৭ | ২৫.০৯.২৩ |

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে · @EasternRailway · @easternrailwayheadquarter

**E-TENDER NOTICE**
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/CHeNIT-50/2023-24 Memo No. 2205/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_573142_1)
2) WBMAD/JM/CHeNIT-51/2023-24 Memo No. 2206/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_573170_1)
3) WBMAD/JM/CHeNIT-52/2023-24 Memo No. 2207/JM Dated: 16/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_573196_1)
4) WBMAD/JM/CHeNIT-53/2023-24 Memo No. 2208/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_573280_1)
5) WBMAD/JM/CHeNIT-54/2023-24 Memo No. 2209/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_573331_1)
6) WBMAD/JM/CHeNIT-55/2023-24 Memo No. 2210/JM Dated: 16/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_573355_1)
7) WBMAD/JM/CHeNIT-56/2023-24 Memo No. 2211/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_573382_1)
8) WBMAD/JM/CHeNIT-57/2023-24 Memo No. 2212/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_573429_1)
9) WBMAD/JM/CHeNIT-58/2023-24 Memo No. 2213/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_574106_1)
10) WBMAD/JM/CHeNIT-59/2023-24 Memo No. 2214/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_574133_1)
11) WBMAD/JM/CHeNIT-60/2023-24 Memo No. 2215/JM Dated: 20/09/2023 (Tender Id: 2023_MAD_574159_1)
Last date of bidding (On line) dated: 06/10/2023 at 6.55 P.M. Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.gov.in & the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

**আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেলের ব্রাঞ্চ বাট ওয়েটিং**

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)


সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# পাচার রোধে পুজোর আগে বাড়তি নজর

অভিজিৎ ঘোষ

**আলিপুরদুয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর :** বছরের বিভিন্ন সময় চলা কাঠ পাচার যেন উৎসবের আগে আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কাঠ মাফিয়াদের দাপটে ক্রমশ হালকা হচ্ছে ঘন অরণ্য। দুর্গাপুজোর আগে সেই প্রবণতা ঠেকাতে বদ্ধপরিকর বন দপ্তর। যে কোনও মূল্যে গাছ চুরি রুখতে এবার জঙ্গলে টহলদারি বাড়ানো হল। বক্সা টাইগার রিজার্ভ, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অধীনে থাকা উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গলগুলিতে বনকর্মীরা নজর রাখছেন। বন রক্ষায় দিনকয়েকের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বনকর্মীদের ছুটিও বাতিল করা হতে পারে বলে খবর। জঙ্গলের ভিতরে সাইকেল ও বাইকে টহলের সঙ্গে কুনকি দিয়েও চলছে টহল।

এই ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নভজিৎ দে বলেন, 'পুজোর আগে প্রতিবারই টহলদারি বাড়ানো হয়। এবারও একইভাবে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। দিনরাত জঙ্গলে বনকর্মীরা নজরদারি চালাবেন।'

জঙ্গল থেকে গাছ কেটে চুরির পথে ধরা পড়ার ঘটনা হয়েছে বহুবার। পুজোর আগে জঙ্গলের মূল্যবান গাছ চুরি বেড়ে যায় অনেকটাই। মাফিয়ারাও কাজ হাসিলের জন্য এই সময়টার দিকে নজর রাখে। এবছর সেই ঘটনা রুখতে কড়া হাতে নেমেছে বন দপ্তর। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জঙ্গলে এখন থেকে কড়া টহলদারি শুরু করেছেন বনকর্মীরা। জেলায় কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি চলছে। কিন্তু বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বন পাহারা দিচ্ছেন কর্মীরা।

জল থইথই জঙ্গলে কাজে অবিচল কর্মীরা। আলিপুরদুয়ারের বক্সা বনে।

- পুজোর আগে প্রতিবছরই কাঠ পাচার বাড়ে
- এবার সেই প্রবণতা রুখতে আগেভাগে নজর
- বক্সা, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অধীনস্থ জঙ্গলে টহল
- পুজোর সময়ে বনকর্মীদের টহলদারি চলবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে

একই রকম টহল চলছে বক্সা টাইগার রিজার্ভেও। বিটিআরের এক বনকর্তার বক্তব্য, যে কোনও উৎসব মানেই বড় খরচ। সেই খরচ টানতে যুবদের একাংশ এই কাজে ঝুঁকছে। সেটা রোখার জন্যই টহল বাড়ানো হয়েছে।' বন দপ্তর বলছে, কয়েকদিনের মধ্যেই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বনকর্মীদের ছুটি বাতিল করা হবে। পুজোর দিনগুলিতে যাতে কোনওভাবে মাফিয়ারা অরণ্যে আঘাত হানতে না পারেন সেজন্য কোনও বনকর্মী ছুটি নিতে পারবেন না। বনকর্তারা বলছেন, 'জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ কাঠ পাচারে যুক্ত। তবে বাইরের কোনও রাজ্য বা জেলায় থাকেন এমন অনেকেই পুজোর সময়টা গ্রামে ফিরে আসেন। তাঁরা কাঠ পাচারে জড়িয়ে পড়লে বিপদ বাড়বে।' তবে দুর্গাপুজোর সময়ের চেয়ে হোলির সময় কাঠ পাচারের ঘটনা ঘটে আরও বেশি। সেই সময় একদিকে গাছ কাটা ঠেকানো সহ বন্যপ্রাণীদের উপরও নজর চালাতে হয়। আপাতত পুজোর আগে বন রক্ষায় সতর্ক বনকর্মীরা।

# কিষান মান্ডি চালুর উদ্যোগ

**নাগারাকাটা, ২২ সেপ্টেম্বর :** বন্ধ থাকা কিষান মান্ডি খুলতে পদক্ষেপ করছে কৃষি দপ্তর। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু কিষান মান্ডি প্রথম থেকেই বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলা মিলিয়ে চালু না হওয়া কিষান মান্ডির সংখ্যা ১০ থেকে ১২টির মতো। এরমধ্যে কোচবিহারে ৪টি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ২টি রয়েছে। সেগুলি নিয়ে এলাকার কৃষক, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট নানা মহলের সঙ্গে বৈঠক করবেন কৃষিজ বিপণন দপ্তরের কর্তারা। এমনই নির্দেশ দিয়েছেন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

বেচারাম বলেন, 'নানা কারণে কিষান মান্ডিগুলি চালু করা যায়নি। তবে মান্ডিগুলিতে চাষিদের থেকে ধান, পাট কেনাবেচার কাজ চলছে। আমাদের লক্ষ্য মান্ডিগুলিকে পরিপূর্ণভাবে চালু করা। সেখানে কোথায় কোথায় সমস্যা রয়েছে তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছিলেন কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক জায়গায় গিয়েছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। তাঁর মধ্যে ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা, নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা ২ নম্বর, সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর, মেটেলি ব্লকের ইনডং-মেটেলি, ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট সহ পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পে জেলার বিভিন্ন স্থান মিলিয়ে ২৩ কিমি দৈর্ঘ্যের ১২টি রাস্তার কাজের সূচনা করেন তিনি। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলা নিয়ে দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠক করেন। কৃষিজ বিপণন দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চাষিদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক বেশি সংখ্যক ফার্মার্স প্রোডিউসার্স অর্গানাইজেশন গড়ে তোলা হবে।

## ধৈর্যের পরীক্ষা...

বেলা বয়ে যায় মাছের অপেক্ষায়। তুড়ুয়ায় শুক্রবার। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল।

# পুরস্কৃত ১০ মাহুত ও বনকর্মী

**মাদারিহাট, ২২ সেপ্টেম্বর :** শুক্রবার বিশ্ব গন্ডার দিবস পালিত হল জলদাপাড়ায়। এদিন মাদারিহাট প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে ৮টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই ১০ জন বনকর্মী ও মাহুতকে পুরস্কৃত করা হয়।

পুরস্কার পেয়ে খুশি বনকর্মীরা। তাঁদের মধ্যে আকবর তামাংয়ের কথায়, 'আমরা সবসময় চেষ্টা করি বন ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করার।' আকবর তিন-চারদিন বয়সের একটি হরিণ শাবককে নিজের সন্তানের মতো কোলেপিঠে বড় করে নজির তৈরি করেছেন। যদিও প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা ও অন্য বনকর্মীদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য ছিল। পুরস্কার পেয়ে স্বভাবতই খুশি বনকর্মী রাজারাম প্রসাদ, টারজান হাতির মাহুত ফারজুত ওরাওঁ, শম্ভু হাতির মাহুত দুর্গা ওরাওঁরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনাধিকারিক সন্দীপকুমার বেরোয়াল, আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নভজিৎ দে, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা প্রমুখ। এদিন দীপনারায়ণ জানান, গন্ডার সংরক্ষণ নিয়ে বনবস্তি ও স্কুলগুলিতে সচেতনতা প্রচার করা দরকার। গন্ডারের নতুন আবাসস্থল করে জলদাপাড়ার উপর থেকে চাপ কমানো প্রয়োজন। পাশাপাশি জলদাপাড়ায় গন্ডারের বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সব স্তরের বনকর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

বিশ্ব গন্ডার দিবসের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সঙ্গে বনকর্তারা। শুক্রবার জলদাপাড়ায়।

অন্যদিকে, বনাধিকারিক ছাত্রছাত্রীদের গন্ডার সংরক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান।


## অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ

Apollo SPECIALITY HOSPITALS VANAGARAM

অর্থোপেডিক ক্লিনিক

**ডাঃ এন জাম্বু**

এমবিবিএস, এমএস (অর্থো), এফআরসিএস( গ্লাসগো)
এফএসিএস (অর্থো), এমবিএ (হসপিটাল এমডিএমটি)
সিনিয়র কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক সার্জেন,
অ্যাপোলো স্পেশালিটি হসপিটালস, ভানাগরম,

সম্পূর্ণ/আংশিক নিতম্ব, কাঁধ ও কনুই প্রতিস্থাপন, জমাট বাঁধা বাতের কাঁধের চিকিৎসা, হাড়ের গ্রাফ্ট ব্যবস্থাপনা ও অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসা পেডিয়াট্রিক বিকৃতি সংশোধনের জন্য পরামর্শ

| তারিখ | স্থান |
|---|---|
| শনিবার<br>৩০শে সেপ্টেম্বর<br>২০২৩ | অ্যাপোলো হসপিটালস্<br>ইনফরমশন সেন্টার (চেন্নাই)<br>এম/এস অর্ঘ্য মেডিকেল হল, শিল্পসমিতিপাড়া,<br>ওয়ার্ড নং ২৪, পো:অ: ও জেলা জলপাইগুড়ি,<br>পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১০১ |

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুগ্রহণ করে কল করুন ঃ
94344 10836 / 73307 67605


# বোনাসের দাবি নিয়ে গেট মিটিংয়ে দুই ফুল

**নাগরাকাটা, ২২ সেপ্টেম্বর :** ভেস্তে গিয়েছে বৃহস্পতিবারের চা বাগানের বোনাস বৈঠক। মালিকপক্ষের ৮.৫০ শতাংশ হারের প্রস্তাবে রুষ্ট দুই প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন শুক্রবার থেকে গেট মিটিং শুরু করেছে বাগানে বাগানে। চলবে শনিবারও। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন আবার একধাপ এগিয়ে সাফ জানিয়েছে, ২০ শতাংশ বোনাসের আশ্বাস না মেলা পর্যন্ত ধাপে ধাপে এমন গেট মিটিং চলবে।

এপ্রসঙ্গে মালিকদের যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশনস অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গের আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'আলোচনা চলছে। পরবর্তী বৈঠকের দিনক্ষণের কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে সমস্ত সংগঠনকে বলা হয়েছিল, গেট মিটিং জাতীয় কোনও আন্দোলনের পথে না হাঁটতে। তবুও এমনটা বাঞ্ছনীয় নয়।' ডিবিআইটিএ'র সম্পাদক সঞ্জয় বাগচী গেট মিটিংকে অনভিপ্রেত বলে মনে করছেন। বৃহস্পতিবার কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে এবছরের দ্বিতীয় বোনাস বৈঠকে সমাধানসূত্র বের না হওয়ার পরপরই তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে দু'দিনের গেট মিটিংয়ের ডাক দেওয়া হয়। রাতের মধ্যে সেই নির্দেশ বাগানগুলোতে পৌঁছে যায়। সেই মোতাবেক এদিন ডুয়ার্স-তরাইয়ের কিছু বাগানে গেট মিটিং হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেন, 'যেখানে শ্রমিকদের মিলিত দাবি ২০ শতাংশ, সেখানে মালিকদের প্রস্তাব মাত্র সাড়ে ৮ শতাংশ। এই বিস্তর ফারাক কেউই মেনে নিতে পারছেন না। দ্রুত কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকে বসবে।'

এদিকে, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কর্মসূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ওই রাতে বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গেট মিটিংয়ের সার্কুলার জারি করে। কয়েকটি বাগানে এদিন ওই কর্মসূচিতে শামিল হতে দেখা গিয়েছে তাদের। বিটিডব্লিউইউ-এর উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলার বক্তব্য, 'মালিকরা কী বলছেন, তা নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই। দাবি একটাই, ২০ শতাংশের বোনাস। এর কমে যদি রফা হয়, তবে সেই চুক্তিতে আমরা নেই। স্বাক্ষরও করব না।' এদিন বৃষ্টির কারণে সব বাগানে না হলেও শনিবার সর্বত্র মিটিং হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম অবশ্য এখনই এই জাতীয় আন্দোলনের পথে হাঁটছে না। ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা মণিকুমার দার্নাল বলছেন, 'কথা হয়েছিল সবক'টি শ্রমিক সংগঠন একসঙ্গে নিজেদের দাবি আদায়ে সরব হবে। দুই সংগঠনের আলাদা আলাদা গেট মিটিংয়ে কার কী লাভ হচ্ছে, জানা নেই। তবে আখেরে ক্ষতি হল শ্রমিক একতার।' প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে নাগরাকাটার হিলা, গাঠিয়া, জিতি, ধরণীপুর, গ্রাসমোড়, নয়া সাইলি, লুকসান, মেটেলির নাগেশ্বরী, কিলকোট, বানারহাটের ডায়নার মতো ডুয়ার্সের একাধিক বাগানে সকালে কোথাও ১ ঘণ্টা, আবার কোথাও ২ ঘণ্টা ধরে গেট মিটিং চলে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের গেট মিটিং। নাগরাকাটার একটি বাগানে শুক্রবার।

> মালিকরা কী বলছেন, তা নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই। দাবি একটাই, ২০ শতাংশের বোনাস। এর কমে যদি রফা হয়, তবে চুক্তিতে আমরা নেই। স্বাক্ষরও করব না।
>
> -জন বারলা
> *কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী*

# ময়নাগুড়ি থেকে ধাপড়াহাট রুটে সরকারি বাস দাবি

**মেখলিগঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বর :** ময়নাগুড়ি-ধাপড়াহাট রুটে সরকারি বাসের দাবি জোরালো হচ্ছে। বর্তমানে কোচবিহার ডিপোর একটি বাস একবার চললেও বাসের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছে সংস্থাটি।

ময়নাগুড়ি থেকে ধাপড়াহাট ৪৫ কিমি এই রুটে এক সময় সারাদিন ধরে একাধিক সরকারি বাস চলত। সকাল ৬টায় মেখলিগঞ্জ থেকে ময়নাগুড়ি যাওয়ার সরকারি বাস ছিল।

এরপর সকাল সাড়ে ৬টায় একটি সরকারি বাস মেখলিগঞ্জ থেকে ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি যেত। এরপর সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় ধাপড়া থেকে ময়নাগুড়ি এবং ময়নাগুড়ি থেকে ধাপড়ার সরকারি বাস চলত।

মেখলিগঞ্জ থেকে ধাপড়া এই এলাকার ব্যবসায়ীদের দোকানের সামগ্রীর একটা বড় অংশই ময়নাগুড়ি থেকে আনা হয়। সেকারণে সকালে ময়নাগুড়ি গিয়ে দোকানের জিনিসপত্র কিনে ফিরে আসতে পারতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই রুটে সরকারি বাসের সংখ্যা কমতে থাকে এবং কমতে কমতে একসময় শূন্যে এসে দাঁড়ায়।

এই পথে যাতায়াতকারী চয়ন সাহা ও উজ্জ্বল বর্মনরা বলেন, 'সরকারি বাসের তুলনায় বেসরকারি বাসের ভাড়া কিছুটা বেশি। এই রুটে সরকারি বাস না থাকায় যাতায়াতে খরচ বাড়ছে।'

এই রুটে আরও বাসের দাবির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। দেখার বিষয় দাবি কবে পূরণ হয়।


## GOVERNMENT OF WEST BENGAL

**FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT**
**DIRECTORATE OF DDP&S**

**Indicative advertisement for FPS(Ration) Dealership**

Applications are invited from eligible applicants for filling up the following vacancies of **Fair Price Shop Dealers** on the terms and conditions mentioned in the respective notifications duly published in the Official Website (https://food.wb.gov.in) of the Food & Supplies Department, West Bengal :

| Sl. No. | Notification No. and Date | District | Sub-Division | Block/ Municipality/ Municipal Corporation | GP/ Ward No. | Location of vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 761/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | CHAMPASARI | MOUZA :KARAIBARI |
| 2. | 732/SCFS/SLG/2023 DATE: 21.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | PATHARGHATA | MOUZA : BANIAKHARI |
| 3. | 762/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | PATHARGHATA | MOUZA : BARA GHARIA |
| 4. | 764/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | MATIGARA-II | MOUZA : MATIGARAHAT |
| 5. | 765/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | MATIGARA-II | MOUZA : MATHAPARI |
| 6. | 768/SCFS/SLG/2023 DATE:29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | MATIGARA-II | MOUZA :TOMBA (TOMBA SPORTING CLUB) |
| 7. | 769/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | MATIGARA-II | MOUZA :TOMBA (KHOLAI BHAKTARI S.S.K) |
| 8. | 770/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | MATIGARA-II | MOUZA :PATIRAM |
| 9. | 771/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | ATHARAKHAI | MOUZA :BARA MOHANSINGH (KADAMTALA, DURGA MANDIR) |
| 10. | 772/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | ATHARAKHAI | MOUZA : TARI |
| 11. | 773/SCFS/SLG/2023DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | ATHARAKHAI | MOUZA :BARA MOHANSINGH (RABINDRA SARANI PRIMARY SCHOOL) |
| 12. | 774/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | MATIGARA-I | MOUZA : PELKU |
| 13. | 775/SCFS/SLG/2023 DATE: 29.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | MATIGARA-I | MOUZA : KAWAKHARI |
| 14. | 822/SCFS/SLG/2023 DATE: 07.09.23 | Darjeeling | Siliguri | Matigara | PATHARGHATA | MOUZA:JUGIBHITA |
| 15. | 725/SCFS/SLG/2023 DATE: 18.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Phansidewa | BIDHANNAGAR-I | MOUZA : BUDHARUGAON |
| 16. | 723/SCFS/SLG/2023 DATE: 18.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Phansidewa | HETMURI | MOUZA : HALAL |
| 17. | 724/SCFS/SLG/2023 DATE: 18.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Phansidewa | CHATHAT-BANSGAON | MOUZA :MADHYA BANSGAON |
| 18. | 720/SCFS/SLG/2023 DATE: 18.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Phansidewa | BIDHANNAGAR-I | MOUZA : PURVA MADATI |
| 19. | 721/SCFS/SLG/2023 DATE: 18.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Phansidewa | BIDHANNAGAR-I | MOUZA : LAHUGAON |
| 20. | 796/SCFS/SLG/2023 DATE: 04.09.23 | Darjeeling | Siliguri | Naxalbari | GOSSAIPUR | MOUZA : LALMAN (CT) |
| 21. | 799/SCFS/SLG/2023 DATE: 04.09.23 | Darjeeling | Siliguri | Naxalbari | UPPER BAGDOGRA | MOUZA : UTTAR BAGDOGRA (CT) |
| 22. | 801/SCFS/SLG/2023 DATE: 04.09.23 | Darjeeling | Siliguri | Naxalbari | MANIRAM | MOUZA : BARA MANIRAM |
| 23. | 739/SCFS/SLG/2023 DATE: 25.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Siliguri (M.Corp) | Ward No.-46 | MOUZA :MANDALAGURI (GREEN PARK, NEAR TEA AUCTION OFFICE) |
| 24. | 740/SCFS/SLG/2023 DATE: 25.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Siliguri (M.Corp) | Ward No.-46 | MOUZA :MANDALAGURI (UTPALNAGAR, NEAR CHILDREN'S PARK) |
| 25. | 741/SCFS/SLG/2023 DATE: 25.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Siliguri (M.Corp) | Ward No.-04 | MOUZA :SILIGURI MADHYA PASCHIM (JYOTINAGAR, NEAR JYOTINAGAR BRIDGE) |
| 26. | 742/SCFS/SLG/2023 DATE: 25.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Siliguri (M.Corp) | Ward No.-04 | MOUZA :SILIGURI MADHYA PASCHIM (ADARSHA NAGAR COLONY, NEAR ADARSHA NAGAR SPORTING CLUB) |
| 27. | 743/SCFS/SLG/2023 DATE: 25.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Siliguri (M.Corp) | Ward No.-02 | MOUZA :SILIGURI UTTAR PASCHIM |
| 28. | 744/SCFS/SLG/2023 DATE: 25.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Siliguri (M.Corp) | Ward No.-09 | MOUZA :SILIGURI MADHYA PASCHIM (KHALPARA, NEAR AROGYA NIKETAN NURSING HOME) |
| 29. | 745/SCFS/SLG/2023 DATE: 25.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Siliguri (M.Corp) | Ward No.-23 | MOUZA : SILIGURI DAKSHIN |
| 30. | 746/SCFS/SLG/2023 DATE: 25.08.23 | Darjeeling | Siliguri | Siliguri (M.Corp) | Ward No.-05 | MOUZA :SILIGURI MADHYA PASCHIM (GANGANAGAR, NEAR SOMNATH SHIVMANDIR) |

Applications in prescribed proforma (Form C) along with other requisite documents and receipt of deposition of application fee of Rs. 1,000/- should be submitted to the office of the concerned Sub-Divisional Controller(F&S) or by online through the official website (https://food.wb.gov.in) **within 21 days from today.**

For details please visit official website of the Department (https://food.wb.gov.in) or contact the office of the concerned Sub-Divisional Controller (F&S).

Sd/-
Director of DDP&S
Food & Supplies,
Government of West Bengal

ICA-N511(4)/2023

## ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর একজন বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর এক বাসিন্দা আদিত্য মন্ডল - কে 10.08.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92C 26420 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি বহুসংখ্যক কোটিপতি বানিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এতো সহজ উপায়ে এবং এতো অল্প খরচে কোটিপতি হওয়ার জন্য ডিয়ার লটারির কোনও বিকল্প নেই। এই বিশাল পুরস্কার এর অর্থ আমার এবং আমার পরিবারের সমস্ত আর্থিক সমস্যা সমাধান করবে। আমি সবাইকে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় বলে প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি পরিষ্কার।"

## শাল কাঠ বাজেয়াপ্ত

শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দানাগছ বুড়ি বালাসন সেতুর কাছে বেশ কয়েকজন নদীতে ভেসে আসা কাঠ চুরি করছিল বলে অভিযোগ। ৭০ সিএফটি কাঠ বাজেয়াপ্ত হয়।

# সংসার টানতে টোটো চালাচ্ছেন উপপ্রধান

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** জনপ্রতিনিধি দূরে থাক, তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাধারণ নেতা-নেত্রীও এখন দামি গাড়িতে ঘোরেন। হাতে থাকে দামি মোবাইল ফোন। অনেকে আবার ব্যক্তিগত আপ্তসহায়কও পোষেন। কিন্তু বিকল্প হয়তো দু'-একজন থাকেন, যাঁরা নিজের সততা, নৈতিকতাকে কোনও সময়ই বিকিয়ে দেন না। শাসকদলের তেমনই একজন নেতা হলেন তাপস মণ্ডল। খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদে রয়েছেন তাপস। কিন্তু তাঁর সংসার চলে টোটো চালিয়েই। পঞ্চায়েতে কোনও বৈঠক সহ অন্যান্য কাজকর্ম থাকলে টোটো নিয়েই অফিসে যান তিনি। কাজ সেরে আবার যাত্রী নিয়ে বিভিন্ন রুটে ছোটেন। তাপস বলছেন, 'উপপ্রধান হয়েছি মানুষের কাজ করার জন্য। অসৎভাবে আয়ের কথা কোনওদিন ভাবিনি। কষ্ট করে টোটো চালিয়ে এবং বাতাসি বাজারে ওজন পরিমাপের ডিজিটাল কাঁটা ভাড়া খাটিয়ে যা পাই তাতেই টেনেটুনে সংসারের খরচ, দুই ছেলের পড়াশোনা চালাই।'

*টোটো চালিয়েই অফিসে যান উপপ্রধান। -সংবাদচিত্র*

শিলিগুড়ি শহর শুধু নয়, মহকুমার গ্রামীণ এলাকাতেও তৃণমূলের এমন বহু নেতা-নেত্রী রয়েছেন যাঁরা দামি গাড়িতে ঘোরাফেরা করেন। দলের প্রভাব খাটিয়ে প্রোমোটিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারবারে দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন। হাতে দামি মোবাইল, হামেশাই শপিং মলে কেনাকাটা, দামি রেস্টুরেন্টে গিয়েও তাঁরা নিত্যদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেন। কিন্তু আয়ের উৎস কী? এসব না বললেই ভালো।

আর দলের পদাধিকারী, জনপ্রতিনিধি হলে তো কথাই নেই। দামি গাড়ি, দামি মোবাইলের সঙ্গে দামি জামাকাপড়, এমনকি একজন আপ্তসহায়কও অনেকেই রাখছেন।

এখানে একেবারেই ব্যতিক্রমী রানিগঞ্জ-পানিশালির উপপ্রধান তাপস। বাতাসির পূর্ব বদরাজোত সংসদের তাপস আগে ভ্যানরিকশা চালাতেন। বাজারে টোটো আসায় তিনি একটি টোটো কিনেছেন। সেই টোটো চালিয়েই গত সাড়ে চার বছর ধরে সংসার চালাচ্ছেন। এই টোটোর রোজগার থেকেই চারটি ডিজিটাল কাঁটাও কিনেছেন। বাতাসি বাজারে কৃষকরা শাক, সবজি বিক্রি করতে নিয়ে আসেন। তাঁরা সেই পণ্য তাপসের কাঁটায় ওজন করে কেউ পাঁচ টাকা, কেউ ১০ টাকা দেন। তাতে দিনে ১০০-১২০ টাকা রোজগার হয়।

সকাল সকাল এই কাজ সেরেই বাতাসির বাড়ি থেকে টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাপস। বাতাসি বাসস্ট্যান্ড থেকে দুধগেট, পানিট্যাঙ্কি, নেপাল বর্ডার সহ বিভিন্ন রুটে যাত্রী নিয়ে ছোটেন তিনি। এরই মাঝে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফোন এলে আবার সেখানে যান।

স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে নিয়ে চারজনের সংসার। এক ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে এবং ছোট ছেলে নার্সারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। উপপ্রধান হিসাবে মাসে চার হাজার টাকা করে ভাতা মেলে। কিন্তু সেটা অনিয়মিত। দুই-তিন মাস পর হয়তো একসঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা আসছে। আর এই টাকায় তো সংসার চলে না। তাই টোটো চালাতেই হয়, বক্তব্য তাপসের। কিন্তু উপপ্রধান হয়ে টোটো চালাচ্ছেন, আপনার দলের অনেক সাধারণ নেতা-নেত্রীই তো দামি গাড়িতে ঘোরেন। তাপসের জবাব, 'আমি খেটেখাওয়া ছেলে। এক বছর ধরে না হয় উপপ্রধান হয়েছি। আগে তো এই কাজই করতাম। পরিশ্রম করে দিনে ৪০০-৫০০ টাকা রোজগার হয়। এটা দিয়েই সংসারের খরচ চালাই। অসৎ পথে রোজগার করলে সংসারের সুখ পাওয়া যায় না। তাই আমি সৎ পথে থেকেই চলতে চাই।'

তিনি এও বলছেন, 'আমি তৃণমূল পার্টিকে অনেকদিন ধরেই ভালোবাসি। মাঝেমধ্যে পার্টির কাজ, শ্রমিক সংগঠনের কাজও করতাম। গত মহকুমা পরিষদ ভোটে আমাকে দলের লোকজন প্রার্থী করল। জয়ী হওয়ার পর আমাকে উপপ্রধান করা হল। এখন প্রধান অফিসে না থাকলে আমাকে কাজ দেখতে বলেন। এছাড়া তো তেমন কোনও কাজ নেই।'

# পুজোয় অতিথির রসনা তৃপ্তিতে বোরোলির পদ

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** পুজোর সময় যাঁরা উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসবেন, তাঁদের মধ্যে তিস্তা নদীর বোরোলি মাছকে জনপ্রিয় করে তুলতে উদ্যোগী হল পর্যটন দপ্তর। পুজোর কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে ঘুরতে এলে পর্যটন দপ্তরের বাংলো ও রিসর্ট এবং তার সঙ্গে থাকা রেস্তোরাঁয় মিলবে বোরোলির রকমারি পদ। কলাপাতায় বিভিন্ন থালি। থালির বাইরেও ভোরের আলো, জলদাপাড়া, মূর্তি, টিলাবাড়ির পর্যটন আবাস কিংবা জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তা পর্যটক আবাসে মিলবে নদীর বিভিন্ন মাছের পদ। থাকবে বাংলাদেশের ইলিশের বিভিন্ন পদ।

বোরোলি ছাড়াও রেস্তোরাঁগুলিতে স্থানীয় খাবারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মোমো, থুকপার মতো পাহাড়ে জনপ্রিয় খাবারোর পাশাপাশি কন্টিনেন্টাল ডিশও মিলবে। অষ্টমীর দিন পোলাওয়ের ব্যবস্থা করা হবে। রিসর্ট বা বাংলোয় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের পাশাপাশি যাঁরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় খেতে আসবেন, তাঁরাও বোরোলি ও অন্য বিভিন্ন পদ চেখে দেখতে পারবেন।

দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ জানান, রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের পর্যটকরা উত্তরবঙ্গে বেড়াতে এলেই বোরোলি মাছ খেতে চান। তাই পুজোর সময়ে বোরোলির ঝাল, আলু ও বেগুন দিয়ে বোরোলির মতো বিভিন্ন পদ এবার পুজোয় রান্না করা হবে। তাঁর কথায়, 'সমতলে দপ্তরের সমস্ত আবাস ও রেস্তোরাঁয় পুজোর সময় বোরোলি মিলবে। পর্যটকরা যেভাবে খেতে চাইবেন, সেভাবেই বোরোলি রান্না করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে রেস্তোরাঁগুলিতে।'

তিস্তা পর্যটক আবাস ছাড়া পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অন্য কোনও আবাসে বার নেই। এবার পুজোর সময় বারে সুরার সঙ্গেও বোরোলি মাছ ভাজাও মিলবে বলে জানান ম্যানেজার প্রয়াস ঘালে। কয়েকটি রিসর্টের আবাসিকদের জন্য মণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে এলেই পর্যটকরা তিস্তার বোরোলির খোঁজ করেন। রাজ্যের বাইরে থেকেও যাঁরা আসেন, তাঁদের কাছেও এই মাছের আকর্ষণ রয়েছে। তাই এবার বোরোলির বিভিন্ন পদেই তাঁদের রসনাতৃপ্তি করতে চাইছে পর্যটন দপ্তর। ষষ্ঠীর দিন থেকেই চালু হয়ে যাবে এই স্পেশাল মেনু।

জলপাইগুড়ির রাজবাড়িপাড়ার তিস্তা পর্যটক আবাস থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের টুরিস্ট লজ, মাল টুরিস্ট লজ, মূর্তি ও টিলাবাড়ির রিসর্টগুলিতে আগামী নভেম্বর পর্যন্ত কার্যত কোনও রুম ফাঁকা নেই। তাই পর্যটকদের মধ্যে বোরোলি মাছ আরও জনপ্রিয় হবে বলে আশাবাদী পর্যটন দপ্তর।

যুগ্ম অধিকর্তার কথায়, 'আমরা তিস্তা তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের আগেই থেকে বোরোলি মাছের জন্য জানিয়ে রেখেছি। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের রিসর্টেও চাহিদামতো মাছের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীর অন্য মাছেরও ঝাল ও চচ্চড়ি থাকবে। আবাসগুলির কাছেপিঠের দুর্গাপুজো কমিটিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, যাতে পুজোর ক'টা দিন পর্যটকরা সেখানে অঞ্জলি দিতে পারেন।'

খাবারের পাশাপাশি পর্যটকদের ঘুরে বেড়ানোর জন্যও আয়োজন করা হচ্ছে। ডুয়ার্সের জঙ্গল সাফারি, আদিবাসী গ্রাম ঘুরে দেখার পাশাপাশি থাকবে গজলডোবায় নৌকাবিহার। কাছাকাছি অন্য পর্যটনকেন্দ্রে ঘোরার জন্যও আলাদা প্যাকেজ থাকবে। পর্যটকরা চাইলে লোকশিল্পীদের নাচ, গানের ব্যবস্থাও করা হবে বলে যুগ্ম অধিকর্তা জানিয়েছেন।

**স্বাদে আহ্লাদে**

- পুজোয় পর্যটন দপ্তরের মাদারিহাট, মাল, মূর্তি, টিলাবাড়ি ট্যুরিস্ট লজ ও রিসর্টগুলি ভর্তি
- পুজোর ক'দিন রেস্তোরাঁয় বোরোলি ছাড়াও মিলবে মোমো-থুপ্পা
- অষ্টমীর দিন পোলাওয়ের ব্যবস্থা করা হবে
- রিসর্ট-বাংলোয় যাঁরা থাকবেন তাঁরা ছাড়াও বাইরের লোক এই খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন

## অন্য সংস্করণের খবর

### কোচবিহার

## পুলিশের ভয়ে গ্রামছাড়া পুরুষরা

**পুণ্ডিবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** গোরু পাচারকারী সন্দেহে আটককে ছাড়াতে গিয়ে দু'দিন আগে পুলিশকে হেনস্তা হতে হয়েছিল গ্রামবাসীর হাতে। সেই গ্রামই এখন পুলিশের ভয়ে কার্যত পুরুষশূন্য। পুলিশ কখন বাড়িতে ঢুকে পড়ে সেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে গ্রামের আট থেকে আশি সকলেই। কাজকর্ম, রান্নাবান্না সব লাটে উঠেছে। ঘটনাটি কোচবিহার-২ ব্লকের দক্ষিণ মরানদীর কুঠি এলাকার।

মঙ্গলবার গভীর রাতে গোরু চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে সেই যুবককে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। রাতভর পুলিশকে আটকে রাখা হয়। বুধবার সকালে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেদিনই গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। এরপর ওই রাতে পুলিশ ফের এলাকায় গিয়ে অনেকের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। কিন্তু সেদিন কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। বৃহস্পতিবার রাতে ফের এলাকায় গিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামবাসীর অভিযোগ, ওইদিন ঘটনাস্থলে ছিলেন না, এমনদেরও জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। বাড়িতে ঢুকে অত্যাচার করা হচ্ছেও বলে অনেকের অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী বর্মনের গলায় আতঙ্ক। তিনি বলছেন, 'বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হঠাৎ একদল পুলিশ বাড়ির গেটে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। গেট খুলতেই দেখি, বাইরে ভর্তি পুলিশ। এরপর ঘরে ঢুকে আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তখন পুলিশের হাতেপায়ে ধরে বলি, ছেলে জটিল রোগের কারণে সম্প্রতি চেন্নাই থেকে অস্ত্রোপচার করে বাড়িতে ফিরেছে। সামনেই আরেকটি অস্ত্রোপচার রয়েছে। তাছাড়া আমাদের বাড়ির কেউই সেদিন ঘটনাস্থলে যাননি। পরে পুলিশ জোর করে স্বামীকে তুলে নিয়ে যায়।'

### আলিপুরদুয়ার

## লিজ রেট চড়া, জমি ফাঁকা শিল্পতালুকে

**বীরপাড়া, ২২ সেপ্টেম্বর :** ছয় বছরে নিটফল শূন্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার এথেলবাড়িতে গড়া শিল্পতালুকে এই কয়েক বছরে একটিও কারখানা গড়ে ওঠেনি। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ডব্লিউবিএসআইডিসিএল) সূত্রের খবর, ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এথেলবাড়ির শিল্পতালুকে ৪১টি প্লটে ১ হাজার ১১১ কাঠা জমি খালি পড়ে রয়েছে। শিল্পতালুকে খালি পড়ে থাকা জমির নিরিখে এটি গোটা রাজ্যে তৃতীয়, উত্তরবঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয়। মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর শিল্পতালুকের ২২১টি প্লটে ২ হাজার ৯৯১ কাঠা জমি খালি পড়ে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের শিল্পতালুকগুলির মধ্যে রায়গঞ্জের টেক্সটাইল পার্কে ৭৩টি প্লটে ১ হাজার ১৩৮ কাঠা জমি খালি পড়ে রয়েছে। গোটা বিষয়টি সামগ্রিকভাবে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে উদ্বেগে ফেলার মতোই।

কী কারণে এথেলবাড়িতে এহেন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে? উদ্যোগপতিদের দাবি, এথেলবাড়ির শিল্পতালুকে কারখানা গড়তে বরাদ্দ জমির লিজ রেট অত্যন্ত চড়া। তাই এখানে জমি বাবদ বিরাট অঙ্কের বিনিয়োগে অনেকেই সাহস পাচ্ছেন না। রায়গঞ্জ টেক্সটাইল পার্কে কাঠাপ্রতি জমির লিজ রেট ৫ লক্ষ টাকা। এথেলবাড়ি ও রেজিনগরে কাঠাপ্রতি জমির ৯৯ বছরের লিজ রেট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তবে রেজিনগরে ৩০ কাঠা পর্যন্ত জমির লিজ রেটে ৩০ শতাংশ এবং ৩০ কাঠার বেশি জমিতে ৫০ শতাংশ ছাড়ের সুযোগ দিলেও ডব্লিউবিএসআইডিসিএল এথেলবাড়িতে কোনও ছাড়ের সুযোগ দেয়নি।

*জীবনসঙ্গী চলার সঙ্গী... শুক্রবার বিকেলে ইসলামপুর সংলগ্ন চরকাকাঠিতে রাজু দাসের তোলা ছবি।*

# একমাত্র কর্মী ছুটিতে, হাসপাতালে বন্ধ ইসিজি

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বন্ধ রয়েছে ইসিজি পরিষেবা। চিকিৎসকরা ইসিজি লিখে দিলেও রোগীরা হাসপাতাল থেকে পরিষেবা পাচ্ছেন না। ইসিজি করাতে রোগীদের দৌড়াতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। গত পাঁচদিন ধরে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ইসিজি বিভাগ খোলা থাকলেও কর্মীর অভাবে মেশিন চলছে না। চিকিৎসক ও কর্মীর সংকটে জেরবার নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। যেসব চিকিৎসক রয়েছেন, তাঁরাও জুনিয়ার ডাক্তারদের উপর সব ছেড়ে দিয়ে ফাঁকিবাজি দিয়ে চলেছেন বলে অভিযোগ। এর ফল ভুগতে হচ্ছে হাসপাতালে আসা রোগীদের। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল থেকে চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়ারা নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রশিক্ষণের জন্য আসেন। এইসব হবু ডাক্তার দিয়েই চলছে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বহির্বিভাগ। শুক্রবার এমনই ছবি ধরা পড়ল নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বহির্বিভাগে।

কেটুগাবুরজোতের বাসিন্দা বারসাই নাগেশিয়া বুক ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, চারজন মেডিকেল পড়ুয়া ভেতরে বসে রয়েছেন। তাঁরাই রোগী দেখে ওষুধ লিখে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের নির্দেশ দেওয়ার মতো সিনিয়ার ডাক্তার নেই। এভাবে হবু ডাক্তারদের লিখে দেওয়া ওষুধ আমি এর আগেও বেশ কয়েকবার নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বুকের ব্যথা কমেনি। অন্যদিকে খালপাড়ার বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষ শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে আসেন। তিনি বলেন, 'হাসপাতালে একজনও অভিজ্ঞ ডাক্তার নেই। মেডিকেল কলেজের পড়ুয়ারাই সব রোগী দেখছেন। আমাকে ইসিজি লিখে দেন হবু চিকিৎসকরা। কিন্তু ইসিজি বিভাগে গিয়ে দেখি ঘর খোলা থাকলেও কর্মী নেই।' শেষে সঞ্জয়বাবু ইসিজি করাতে বাগডোগরায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে যান। কিছুদিন আগে দাঁতের চিকিৎসক নিয়েও হাসপাতালে একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে দাঁতের চিকিৎসকের ফাঁকিবাজির খবর প্রকাশিত হতেই নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তাঁকে শোকজ করেন।

*বন্ধ ইসিজি বিভাগের সামনে রোগীরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শুক্রবার।*

হাসপাতালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চিকিৎসক পদে দশজন থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে রয়েছেন পাঁচজন। নার্স থাকার কথা ১৬ জন, রয়েছেন ১২ জন। সাফাইকর্মী এবং চতুর্থ শ্রেণিতে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। চুক্তির ভিত্তিতে কয়েকজনকে নিয়োগ করে কাজ চলছে। এক্সরে বিভাগে দুজন রয়েছেন। ইসিজি বিভাগে একজন। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ বলেন, 'চিকিৎসক ও কর্মীর অভাবে এইসব সমস্যা হচ্ছে। ইসিজি বিভাগের কর্মী ছুটিতে রয়েছেন। অন্যদিকে চিকিৎসক না থাকায় জুনিয়ার ডাক্তাররা রোগী দেখছেন তবে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সঙ্গে থাকেন। কোনও কর্তব্যরত চিকিৎসক বহির্বিভাগে অনুপস্থিত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

## যাত্রীর হেনস্তা আটকাতে গিয়ে মার খেলেন গাড়িচালক

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** যাত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার এক গাড়িচালক। ঘটনাটি ঘটেছে এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়।

আক্রান্ত চালক বুদ্ধ দে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দুজনের নাম দিয়ে কয়েকজনের বিরুদ্ধে বুধবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের মধ্যে প্রেম রামকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এই ঘটনার পর ভয় পাচ্ছেন অন্য চালকরা। এনজেপি সংলগ্ন এলাকায় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বুদ্ধ জানান, মঙ্গলবার শেষরাতে সুকনায় এক যাত্রীকে নামিয়ে তিনি এনজেপিতে পৌঁছান। সেখানে তিনি দেখেন, এক যাত্রীর সঙ্গে কয়েকজন অভব্য আচরণ করছে। বুদ্ধ বাধা দিলে তাঁর ওপর রড, বাঁশ নিয়ে চড়াও হন যুবকরা এবং মারধরের পর টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলেও বুদ্ধর চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েকজন মিলে হামলা চালালেও দুজনকে চিনতে পেরেছেন বলে জানান বুদ্ধ।

জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি অ্যান্ড প্রাইভেট কার ড্রাইভার ইউনিয়নের এনজেপি ইউনিটের সভাপতি উদয় সাহা বলেন, 'ওই দিনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই বহিরাগত।'

## প্রতিবাদ

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** মণিপুরে মহিলাদের উপরে বর্বরোচিত অত্যাচার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে শুক্রবার শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। এই কর্মসূচিতে নাটকের মাধ্যমে মণিপুরের অত্যাচারের ঘটনা তুলে ধরা হয়।

# চোপড়ায় শেষ কর্মশালা

**চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর :** মাশরুম থেকে বড়ি, পাঁপড়, আচার, সস, মিষ্টি, দই ইত্যাদি তৈরির কর্মশালা শেষ হল চোপড়ায় উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে। চারদিনের এই কর্মশালায় দিনহাটা দুই ব্লকের শ্রদ্ধা ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত ২৫ জন মহিলা ও পুরুষ অংশ নিয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এসটিআই হাব প্রোজেক্টে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

এই বিষয়ে শুক্রবার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ডঃ অঞ্জলি শর্মা বলেন, 'মাশরুম থেকে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বানিয়ে বাজারজাত করার জন্য মহিলাদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বাড়ির কাজের পাশাপাশি সেই কাজ করলে স্বনির্ভর হতে পারবেন তাঁরা। এতে আয়ের সুযোগও মিলবে।'

# বৃদ্ধা খুনে বৌমা ধৃত

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** কালিম্পংয়ে এক বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগে তাঁরই পুত্রবধূকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মৃতের নাম উমা দেবী (৬১)।

তবে এবিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, কালিম্পংয়ের সাধুডারায় বৃহস্পতিবার রাতে নিজের ঘর থেকেই ওই মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সেই সময় বাড়িতে শুধুমাত্র ছোট ছেলের বৌ ববিতা কুমারী ছিলেন। তাকেই পুলিশ প্রথমে আটক করে, পরে গ্রেপ্তার করা হয়। এই খুনের পিছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে তা তদন্ত করছে কালিম্পং থানা।

এই 'খুন'এর পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে? আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে কালিম্পং থানার পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

# শুরু হল শ্মশান সংস্কার

**বাগডোগরা, ২২ সেপ্টেম্বর :** দুর্নীতির অভিযোগে কাজ বন্ধ ছিল প্রায় এক দশক। পুরোনো চুল্লিরও বেহাল দশা। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট মোড়ের শ্মশানের এমন হাল নিয়ে এলাকার মানুষের ক্ষোভের শেষ ছিল না। শুক্রবার শিলান্যাসের মাধ্যমে চুল্লি সংস্কারের কাজের সূচনা হওয়া তাঁদের কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে। ব্যয় হবে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে। প্রথম পর্যায়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বীথি দাস তালুকদার এবং উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, বাগডোগরা ছাড়াও গোঁসাইপুর এলাকার শব দাহ করা হয় এখানে। তাই শ্মশানঘাটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটিই চুল্লি থাকায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় দেহ দাহ করতে। এজন্য বর্তমান চুল্লির সংস্কারের পাশাপাশি আরও একটি চুল্লি বসানো হবে। একাধিক দেহ এলে সেই চুল্লিটি ব্যবহার করা যাবে। শ্মশানের পাশে হুলিয়া নদীর পাড়ে ৪০ মিটার গার্ডওয়াল দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্মশানযাত্রীদের বসার জন্য টিনের শেড, রাস্তা ও শ্মশান চত্বরে পেভার্স ব্লক লাগানো হবে।

উপপ্রধান আরও বলেন, 'জনগণের গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া করের টাকাতেই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল। তহবিলের অর্থে এই কাজ হবে স্বচ্ছভাবে।

# ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**নকশালবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** ১৩ বছরের এক নাবালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বৃহস্পতিবার রাতে। নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসা মহাসিংজোতের বাসিন্দা আদিত্য বর্মনের দেহ উদ্ধার হয় তার বাড়ি থেকেই। নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা।

পুলিশ রাতে দেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। শুক্রবার ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আদিত্য বাগডোগরার একটি বেসরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ঘটনার দিন বাড়িতে তার বাবা-মা কেউই ছিলেন না। মা আরতি রায় বর্মন বাজার করতে বাইরে গিয়েছিলেন। আর বাবা লক্ষ্মী বর্মন বাগডোগরায় গ্যারাজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাজার থেকে ফিরে বাড়ির দরজা খুলতেই আরতি ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। আদিত্যর বাবা জানান, ছেলে প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর টিউশন যেত। কিন্তু কয়েকদিন ধরে ঘরে একা থাকত। খাওয়াদাওয়াও ঠিক করে করত না। তাঁর কথায়, 'স্কুল কিংবা টিউশনিতে কোনও কিছু হয়েছিল কি না, আমরা জানি না। এখনই আমরা আইনি পদক্ষেপ করব না। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।' এদিকে নকশালবাড়ি থানার তরফে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

# সিভিল সার্ভিসের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ওয়ার্কশপ

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** পড়ুয়াদের মধ্যে সিভিল সার্ভিসের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে শুক্রবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় বিশেষ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার ৩৮টি কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নেন। স্টাডি সেন্টারের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় চাইছেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার জন্য স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে আকর্ষণ বাড়াতে। পরীক্ষায় প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ব্যবস্থা করে দিতে।' পড়ুয়াদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করতে হলে কঠিন অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। তার সঙ্গে মেধাবী ও নিজের প্রতি সৎ হতে হবে। এই তিনটে বিষয় থাকলেই সিভিল সার্ভিসে সাফল্য পাওয়া সম্ভব।'

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব মণীশ জৈনের বক্তব্য, 'চন্দ্রযান-৩ এ শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেরই আটজন পড়ুয়া ছিল। এর থেকে বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গে কত প্রতিভা রয়েছে।' পড়ুয়াদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তোমাদের যা বয়স রয়েছে, তাতে তোমরা এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর দেশের জন্য কাজ করতে পারবে।' এদিনের ওয়ার্কশপে এসজেডিএ সিইও অভিজিৎ সিভালে, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ডঃ প্রীতি গোয়েল, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) অভিষেক গুপ্ত সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, সেব্যাপারে পড়ুয়াদের সামনে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

একসময় রাজ্য থেকে বহু পড়ুয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে আইএস ও আইপিএস হতেন। অন্য রাজ্যগুলিকে রীতিমতো টেক্কা দিত এই রাজ্য। কিন্তু এই রাজ্য থেকে আইএস ও আইপিএসের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার চালু করা হয়। সেন্টারের তরফে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্কশপ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ছ'টি জায়গায় এই ওয়ার্কশপ হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে ওয়ার্কশপ এই প্রথম।

সুরজিৎ পুরকায়স্থ বলছিলেন, 'সিভিল সার্ভিসকেও যে কেরিয়ার করা যেতে পারে, সেটাই পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরাটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই এব্যাপারে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থায় স্টাডি সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে হস্টেলের ব্যবস্থাও রয়েছে।'

*সিভিল সার্ভিস নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান দীনবন্ধু মঞ্চে। -সূত্রধর*

উত্তরবঙ্গের চা বাগান এলাকায় বহু কৃতী পড়ুয়া রয়েছে। তাদের কাছে কীভাবে এই সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে? সুরজিতের বক্তব্য, 'এর জন্যই আমরা এই ওয়ার্কশপগুলি করছি। এক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের সহযোগিতা নিচ্ছি। প্রতিটি জেলাতেই আমাদের ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার ও স্টাডি সেন্টার রয়েছে। পড়ুয়ারা সুযোগসুবিধা নিতে পারে। চাইলে হস্টেলেও থাকতে পারে।'

গতবছর রাজ্যে নয়জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে সাতজনই স্টাডি সেন্টারের পড়ুয়া। এদিনের ওয়ার্কশপে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার গুরুত্বের পাশাপাশি প্রশ্নের ধরন সম্পর্কেও পড়ুয়াদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

## পরিবার নিয়ে বিক্ষোভে রেলের ঠিকাকর্মীরা

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** বিক্ষোভে স্ত্রী-সন্তানদের শামিল করে বকেয়া বেতনের কিছুটা আদায় করতে সমর্থ হলেন রেলকর্মীদের রান্নার কাজে যুক্ত ঠিকাকর্মীরা। শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের মহানন্দা রানিং রুমের সামনে ৩৫ জন ঠিকাকর্মী তাঁদের পরিবার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। একটি ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের বিক্ষোভ হলেও ঘটনায় সাড়া পড়ে যায় রেলে। ঘটনাস্থলে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ার। তাঁর নির্দেশে ডেকে পাঠানো হয় ঠিকাদারি সংস্থাটির কর্ণধার সঞ্জয় গোস্বামীকে। দ্রুত বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। বিকেলের মধ্যেই বকেয়া বেতনের কিছুটা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারীদের তরফে তাপস তরফদার বলেন, 'এদিন কিছুটা বেতন দেওয়া হয়েছে। বাকি বেতন কয়েকদিনের মধ্যে দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে ফের আমরা কাজে যোগ দেব কি না বা আমাদের নেওয়া হবে কি না, তা নির্ভর করছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের বৈঠকের ওপর। কিছুদিনের মধ্যে বৈঠকটি হবে বলে আশা করছি।'

অনিয়মিত বেতনের অভিযোগ এনে ১৩ সেপ্টেম্বর মহানন্দা রানিং রুমে কর্মরত ৩৫ জন ঠিকাকর্মী কাজ বন্ধ করে দেন। এদিন পর্যন্ত তাঁরা কাজে যোগ দেননি। ফলে রেলের গার্ড, লোকোপাইলটদের রান্না একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। যা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় রেলকেও। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে বাইরে থেকে নতুন করে কিছু কর্মী নিয়োগ করে ঠিকাদারি সংস্থাটি। যা মেনে নিতে না পেরে এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে শুক্রবার পরিবার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান ঠিকাকর্মীরা। তবে বিকেলের পর তাঁদের মুখে কিছুটা হলেও হাসি ফিরেছে।

## বিনোদন পার্কে দেহ উদ্ধার

**বাগডোগরা, ২২ সেপ্টেম্বর :** গোঁসাইপুর রূপসিংজোতের একটি বিনোদন পার্কে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল শুক্রবার। মৃতের নাম নরেন সরকার (৫৮)। বাড়ি রূপসিংজোতে। এদিন সকালে পার্কের একটি ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলেই মনে করছে।

## উদ্বোধন

**বাগডোগরা, ২২ সেপ্টেম্বর :** শুক্রবার কাওয়াখালিতে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে এই কেন্দ্র চালুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের প্রকল্প অধিকর্তা তরুণকুমার মাইতি বলেন, 'মাটিগাড়া, ফাঁসিদেওয়া ও শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ৩০০টি পরিবারকে এই কেন্দ্রটির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই পরিবারের সদস্যদের কোনও ধরনের মানসিক সমস্যা হলে তাঁদের সহায়তা করা হবে।'

## সংগঠনে জোর

**চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর :** চোপড়া ব্লকে সংগঠন মজবুত করতে উদ্যোগ ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ)। দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা কনভেনার আনিসুল রহমান জানান, চোপড়ায় পঞ্চায়েত ভিত্তিক কমিটি করা হবে। শুক্রবার ঘিরনিগাঁওয়ে অঞ্চল কমিটি গঠন হয়েছে। পাশাপাশি, দলের ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর চোপড়ায় সভা করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

## কর্মশালা

**চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর :** ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে হাপতিয়াগছ পঞ্চায়েতের ঝরাগছ এলাকায় কর্মশালা হল শুক্রবার। চা চাষিদের মধ্যে সাকির আলম জানান, টি বোর্ডের উদ্যোগে কর্মশালায় চা গাছের পরিচর্যা, বিভিন্ন স্কিম নিয়ে ও গোষ্ঠী গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৃষ্টি মাথায় বিকিকিনি। শুক্রবার ময়নাগুড়ি শহরে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

### পাঞ্জিপাড়ার পঞ্চায়েত প্রধান খুনের তদন্তে পুলিশ

# সুপারি কিলারদের নিয়ে ধন্দ

**অরুণ ঝা**

**পাঞ্জিপাড়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ** পেশাদার খুনি দিয়েই খুন করা হয়েছে পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহিকে। শুক্রবার পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে দাঁড়িয়ে এই তথ্য দিয়েছেন ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং। রাহিকে খুন করার কয়েকদিন আগে থেকে দুষ্কৃতীরা তাঁর গতিবিধির রেইকি করছিল বলে পুলিশের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। শার্প শুটারদের খোঁজে বিহারের একাধিক জায়গায় পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়েছে। তদন্তে নেমে একাধিক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। অন্যদিকে এদিন খুনের ঘটনার সময় প্রধানের বাইকের পিছনে বসে থাকা কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যকে আদালতে তুলে পুলিশ ১৪ দিনের হেপাজত চাইলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল। যদিও এলাকার বাসিন্দারা খুনি এবং খুনের মাস্টারমাইন্ডদের পুলিশ এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পুলিশি তদন্তে শাসকদলের স্থানীয় স্তরের কিছু নেতাও রাডারে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জসপ্রীত

কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যকে আদালতে পেশ।

বলেছেন, 'আমরা দুই-তিনটি অ্যাঙ্গেলে তদন্ত শুরু করেছি। তদন্তের স্বার্থেই তা বলা সম্ভব নয়। সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে দুষ্কৃতীরা যে প্রফেশনাল হায়ারড শুটার ছিল তা তদন্তে উঠে এসেছে। একাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।'

কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য গ্রেপ্তার হলেও শাসক ও বিরোধী দুই শিবিরই সতর্কভাবে বয়ান দিয়েছে। কংগ্রেসের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজের (ভিক্টর) পর্যবেক্ষণ, মুস্তাফা সাক্ষী থেকে অভিযুক্ত কীভাবে হয়ে গেল তা নিয়ে রহস্য থেকেই যাচ্ছে। তাই মুস্তাফাকে ধরে পুলিশ সময় নষ্ট করছে না তো? কারণ আদালতে তো প্রমাণ দিতে হবে। তবে রাহি সাহেবের খুনের সঙ্গে যুক্ত প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর সাজা আমরাও চাই। মন্ত্রী গোলাম রব্বানি তাঁর আগের বয়ানেই অনড় থেকে বলছেন, 'দলেরও কেউ এই খুনে যুক্ত থাকলে কঠোর সাজা দেওয়াতে পুলিশকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এদিনও এলাকার তৃণমূল কর্মীরা খুনিরা গ্রেপ্তার না হওয়ার প্রতিবাদে সরব হয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলের নেতাদের হস্তক্ষেপে তাঁরা শান্ত হন। পরে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়িতে গিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তৃণমূলের পাঞ্জিপাড়া অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ খান বলেছেন, 'কর্মীদের আবেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা থেকে তাঁদের বিরত করা হয়েছে। পুলিশকর্তারা আশ্বাস দিয়েছেন। আমরাও তাই সকলকে ধৈর্য ধরতে বলেছি।'

সূত্রের খবর, প্রয়াত রাহি সাহেব সহ পাঁচ থেকে ছয় জনের তৃণমূল নেতাদের একটি টিম পাঞ্জিপাড়ায় শেষকথা বলতেন। এই গোটা টিমই জমি মাফিয়াদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। ফলে রাহি সাহেবের পর দুষ্কৃতীদের তালিকায় অন্যদের নাম থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রীকে পাঞ্জিপাড়ায় দুর্বল করতে দলেরই কেউ অন্তর্ঘাত করেছে কি না তা নিয়েও তৃণমূলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। রাহি সাহেবকে খতম করতে পারলে কার বা কাদের সব থেকে বেশি লাভ হত তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মন্ত্রীর ভাই গোয়ালপোখর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল বলেছেন, 'নবান্ন পর্যন্ত কথা হয়েছে। পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস, বিজেপি এমনকি তৃণমূলেরও কেউ জড়িত থাকলে আমরা চাইছি, প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ুক।'

### লিজের চেয়ে বেশি দখলের অভিযোগ

# পানিট্যাঙ্কিতে বিতর্কিত বাজারের জমি জরিপ

**খড়িবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে সতীশচন্দ্র চা বাগানের বিতর্কিত জমিতে তৈরি হওয়া বাজার জরিপ করা হল। শুক্রবার দুপুরে সরকারিভাবে গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমের মাধ্যমে জমি জরিপ করা হয়। এদিন এই জমি নিয়ে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

অভিযোগ, মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বাজার তৈরির জন্য সরকারের কাছে যে পরিমাণ জমি লিজ নিয়েছে, তার অনেক বেশি জমি দখল করে বাজার তৈরি করেছে। এমনকি বেআইনিভাবে দোতলা, তিনতলা দোকানও তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেছেন, 'স্থানীয় মানুষের অভিযোগের পাশাপাশি আমাদেরও সন্দেহ যে, লিজভুক্ত ৭.৯২ একর জমির চেয়ে অনেক বেশি জমি দখল হয়েছে। সেজন্যই এদিন আধুনিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে জমি জরিপ করা হয়েছে। ভূমি দপ্তরের রিপোর্ট পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

২০১৬ সালে পানিট্যাঙ্কি-কাঁকরভিটা আন্তর্জাতিক সড়কের পাশে সতীশচন্দ্র চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে চা বাগানের লিজভুক্ত সরকারি জমি দখল করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি সিন্ডিকেট। দখল করা জমি প্লটিং করে কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হয়। সেই সময় পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারির খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। চাপে পড়ে দখল করা জমির উপর সরকারি লিজের জন্য আবেদন করেন সিন্ডিকেটের নেতারা।

বিতর্কিত জমির মাপজোখ চলছে। ছবি ঃ কার্তিক দাস

পরবর্তীতে মেচি মার্কেট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ওই বাজার এলাকায় ৭.৯২ একর (প্রায় ২৪ বিঘা) জমি ৩০ বছরের জন্য লিজ নেয়।

অভিযোগ, ২৪ বিঘা নয়, প্রায় ৩৪ বিঘা জমির উপরে ওই বাজার তৈরি করে কোটি কোটি টাকার বিক্রি হয়েছে। বর্তমানে ওই জমিতে কয়েকশো দোকান ও বাড়ি তৈরি হয়েছে। সরকারি লিজের অতিরিক্ত জমি দখলের খবরটিও উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হলে নড়েচড়ে বসে মহকুমা পরিষদের বর্তমান বোর্ড। এর পরেই জমি জরিপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুক্রবার দুপুরে খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জমিটি মাপজোখ করা হয়।

এদিন জমি জরিপের সময় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সান্ত্বনা সিংহ, মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সহ বহু সাধারণ মানুষ। জরিপ প্রসঙ্গে মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ঘনশ্যাম করুয়ার দাবি, 'অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অতিরিক্ত জমি দখল করা হয়নি। আমাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।' তাঁর কথায়, 'যদি অতিরিক্ত জমি থেকেও থাকে সেটা বাগান মালিকের লিজভুক্ত জমি। বহু মানুষ এশিয়ান হাইওয়ে হওয়ার সময় উচ্ছেদ হয়েছে। তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ওই জমিতে।'

কিশোরীমোহন বলেন, 'মহকুমা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মাধ্যমে প্রথমে ফিতে দিয়ে জমিটি জরিপ করা হয়েছে। সন্দেহ দূর করতে এদিন গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমের মাধ্যমে জরিপের কাজ করা হয়। দপ্তর থেকে দিন দুয়েকের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়া হবে।' সরকারি লিজের বেশি জমি থাকলে প্রয়োজনীয় কঠোর প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আশ্বাস দেন।

মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বলেন, 'সঠিকভাবে মাপজোখের পর পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

## দূরশিক্ষার জন্য পদযাত্রা

**বাগডোগরা, ২২ সেপ্টেম্বর :** দূরশিক্ষার প্রসার ও প্রচারের জন্য শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ডিস্ট্যান্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশনের (সিডিওই) তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পদযাত্রা করা হয়। এদিনের পদযাত্রায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিকরা অংশ নেন। উপাচার্য ডঃ রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষার জন্য কয়েক দশক ধরে দূরশিক্ষার বিস্তারে নানা পদক্ষেপ করেছে। যে সকল ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় চেষ্টা চালাচ্ছে।' বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে স্নাতকোত্তরে ইউজিসি অনুমোদিত সাতটি বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। এই বিষয়গুলি হল বাংলা, ইংরেজি, নেপালি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও গণিত। এছাড়া স্নাতক স্তরে দূরশিক্ষায় বিকম করার সুযোগও রয়েছে।

## বাস টার্মিনাস নিয়ে বৈঠক

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** শুক্রবার তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক হল। কীভাবে টার্মিনাসের উন্নতি করা যায়, সে ব্যাপারে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল সহ অন্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গৌতম বলেন, 'টার্মিনাসের উন্নতিকরণের জন্য যা যা করণীয়, সেটা নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে আমরা কথা বলব। আমি পর্যটনমন্ত্রী থাকাকালীন একটি সংস্থাকে দিয়ে টার্মিনাসের একটা নকশাও করিয়েছিলাম। সেটাও পরিবহণ দপ্তরে দেখাব।' কমিটির চেয়ারম্যানের কথায়, 'আপাতত আমরা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট কাজ করব। তবে পুজোর পরেই পরিবহণ দপ্তরে পাঠানো প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া অনুমতি হিসেবে বড় বড় কাজ শুরু করব। আপাতত পুজোর আগের এই সময়টায় আমরা বড় বড় কাজের বিষয়ে পরিকল্পনা সেরে নেব।'

## আহত

**চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর :** টোটোর সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন সাইকেল আরোহী। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘিরনিগাঁওয়ের কোটগছ এলাকায় দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা জখম ব্যক্তিকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান।

# প্রধান শিক্ষিকার উদ্যোগে ভয় কাটিয়ে স্কুলে ছাত্রী

**ভাস্কর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** বাবা কাঠের মিস্ত্রি। মা বাড়ির কাজকর্ম করেন। অভাবের সংসারেও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও কার্পণ্য করেননি হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা ওই কাঠমিস্ত্রি। মেয়েও তাঁর মান রেখেছে। রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া শুধু পড়াশোনাতেই নয়, কুইজ, নাটক ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় স্কুলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং অনেক পুরস্কারও এনেছে। এমন মেয়েরই পড়াশোনা বন্ধ করে তার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল পরিবার। শেষে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার হস্তক্ষেপে মেয়েটি ফের স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে।

অভাবের জন্য এতদিন পড়াশোনা আটকাল না, এখন কেন? জানা গিয়েছে, নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরত কিংবা সকালে স্কুলে যেত, সেসময় বেশ কয়েকদিন ধরে কয়েকজন যুবক তার পিছু নিত। টোটো করে যাওয়ার সময় একই টোটোয় বসে চলত উত্ত্যক্ত করা। অশ্লীল কথাবার্তাও বলত। ছেলেগুলো সবাই হাতিয়াডাঙ্গারই বাসিন্দা। এদিকে, ওই দলের মূল পান্ডার পরিবার এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় দু'একবার ছাত্রীটির পরিবার প্রতিবাদ করলেও কোনও সুরাহা হয়নি।

এদিকে, ক্রমশ সাহস বাড়তে থাকে ওই যুবকদের। এরপর মেয়েটির বাবা তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। যেহেতু অভিযুক্তদের আগের রেকর্ড ভালো নয়, তাই সরাসরি ঝামেলায় না গিয়ে মেয়েকে 'বাঁচাতে' মেয়ের বিয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। ইতিমধ্যে নাকি বেশ কয়েকটি সম্বন্ধ এসেছে নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার জন্য।

বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দূর্বা ব্রহ্মর কানে যেতেই তিনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটির পাড়ায় যান। সেখানে গিয়ে মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলার পর এলাকাবাসীর সঙ্গেও কথা বলেন। তাঁদের বোঝান যে, কয়েকজন বখে যাওয়া যুবকের জন্য এত ভালো মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। স্থানীয়রা এরপর তাঁকে আশ্বাস দেন, তাঁরা অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রধান শিক্ষিকা অবশ্য অভিযুক্ত একটি ছেলের ছবি তাঁর মোবাইলে তুলে রাখেন। ছাত্রীটির বাবার বক্তব্য, 'আমরা তো ওদের সঙ্গে পারতাম না। ওরা বেশ ক্ষমতাবান। আমাদের লড়াই করার মতো এত ক্ষমতা নেই। সেজন্য মেয়ের পড়াশোনাটাই ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তবে প্রধান শিক্ষিকা এসে আশ্বস্ত করায় মেয়েকে আবার স্কুলে পাঠাতে শুরু করেছি।'

গত তিনদিন ধরে মেয়েটি ফের স্কুলে আসছে। দূর্বা ব্রহ্ম জানান, তিনি মেয়েটিকে কোনও সময়েই একা যাতায়াত করতে বারণ করেছেন। ফেরার সময় প্রয়োজনে তিনি নিজের গাড়িতে করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। তাঁর কথায়, 'এভাবে এক মেধাবী ছাত্রীর পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে, তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমি নিজে গিয়ে ওই এলাকায় কথা বলেছি। এখন মেয়েটি রোজ স্কুলে আসছে। তবে আমরা পুরো বিষয়টিতে নজর রাখছি।'

**ইভটিজিং**

- স্কুলে যাতায়াতের পথে মেয়েটিকে উত্ত্যক্ত করত এলাকার কয়েকজন যুবক
- তাদের মধ্যে একজনের পরিবার প্রভাবশালী হওয়ায় প্রতিবাদ করেও লাভ হয়নি
- তাই মেয়েকে বাঁচাতে তার বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল পরিবার
- রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বিষয়টি জানতে পেরে ছাত্রীর পরিবার ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন
- তাঁর আশ্বাসে মেয়েটি ফের স্কুলে যাতায়াত শুরু করেছে

# নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার নিয়ে থানায় অভিযোগ

**জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** এ যেন এক যাত্রায় পৃথক ফল। দুজনেই অভিযুক্ত। অথচ মান্যতা দেওয়া একজনের অভিযোগকে। জলপাইগুড়ি অবৈধ নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের এমন ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে জলপাইগুড়িতে।

করিমুল হকের অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার অবৈধ নার্সিং সেন্টার নিয়ে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এদিন দুপুরে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের স্বাক্ষর করা অভিযোগপত্রটি কোতোয়ালি থানায় জমা পড়েছে। যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কারণ অবৈধ নার্সিং সেন্টারটির শাখা ছিল করিমুলের বাড়িতে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও তুলেছেন সংস্থাটির কর্ণধার শান্তনু শর্মা। তাহলে কেন শুধু করিমুলের অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় অভিযোগ জানাল স্বাস্থ্য দপ্তর, উঠেছে এমন প্রশ্ন। পাশাপাশি করিমুলের বিরুদ্ধে কেন তদন্ত হবে না, সেই প্রশ্নও তুলতে শুরু করেছেন অনেকে। জলপাইগুড়ির জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার জানিয়েছেন, করিমুলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেছেন তিনি।

শান্তনুর দাবি অনুযায়ী, করিমুলের ছেলে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলছেন, 'জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থানায় কী অভিযোগ করেছেন তা খতিয়ে দেখতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশ মামলা রুজু করবে।'

এদিন প্রতিক্রিয়া জানতে শান্তনুর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল। শহরে কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে পান্ডাপাড়ার অবৈধ নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার নিয়ে আলোচনা। করিমুল ইতিমধ্যে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং পুলিশকে শান্তনু শর্মার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে জানিয়েছেন, তিনি প্রতারণার শিকার। আবার শান্তনুর পালটা অভিযোগ, করিমুল সব জেনেই নিজের বাড়িতে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার চালাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এমনকি করিমুল নিজেও নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের হয়ে প্রচার করেছেন। শুধু তাই নয়, ছাত্রীদের ভর্তির ফি থেকে লভ্যাংশের অর্ধেক টাকা করিমুলে ছেলে নিতেন বলে শান্তনুর অভিযোগ। আর এখানেই উঠেছে প্রশ্ন। যেখানে করিমুল হকের বাড়িতে এই অবৈধ সেন্টারটি চলত, সেখানে তিনিও একজন অভিযুক্ত। সেক্ষেত্রে একই দোষে দুষ্ট হলেও একজন অভিযুক্তর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই শুধু তদন্ত হবে কেন? কীভাবে করিমুল হকের বাড়িতে একই নামে অবৈধ নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারটি চলত তার তদন্ত কেন স্বাস্থ্য দপ্তর করবে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, অবৈধ নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারটি নিয়ে একটি তদন্ত রিপোর্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে এসেছে। সেই রিপোর্ট নার্সিং কাউন্সিলে পাঠানো হবে। সেই তদন্ত রিপোর্টে করিমুলের বাড়ির অবৈধ নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের বিষয়টি উল্লেখ থাকে কি না এখন সেটাই দেখার।

## আনন্দধারায় ঋণ বৃদ্ধি মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে আনন্দধারা প্রকল্পে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন। এলাকার পাঁচটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের উপস্থিতিতে শুক্রবার প্রকল্পটি নিয়ে একটি প্রশাসনিক স্তরের বৈঠক হয় মাটিগাড়া বিডিও অফিসে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে প্রকল্পটিতে ১৪৩ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণের পরিমাণ ৩৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এদিনের বৈঠকে পরিবেশবান্ধব ব্যবসার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মহিলাদের উৎসাহিত করে তুলতে ব্লকে নিয়মিত প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেশি সংখ্যাক মহিলাকে স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও এদিন নেওয়া হয়। আনন্দধারার প্রোজেক্ট ম্যানেজার বলেন, 'রাজ্য সরকার চাইছে মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রচুর মহিলা উপকৃত হয়েছেন।'

## প্রতিবাদ মিছিল

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ** শিশুকন্যা নির্যাতনের প্রতিবাদে মিছিল করল গ্রামের স্কুল পড়ুয়ারা। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে শুক্রবার ঘোষপুকুর মোড় থেকে পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত মিছিলে স্থানীয় বিজেপি নেতারাও শামিল হন। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকারের উপস্থিতিতে ঘোষপুকুরের ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষকে দাবিপত্র দেন বিজেপি নেতারা।

# রাজগঞ্জে নির্বিঘ্নে স্থায়ী সমিতি

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** বিনা বাধাতেই শুক্রবার রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পাঁচটি স্থায়ী সমিতি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। কর্মাধ্যক্ষ পদে অবশ্য কারা আসবেন, তা ৯ অক্টোবর জানা যাবে। তবে নির্বিঘ্নে সমিতি গঠন হলেও তৃণমূলের অন্দরে এখনও চাপানউতোর চলছে বলে দলেরই একাংশ জানিয়েছে। যদিও এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে'র বক্তব্য, 'দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই বিভিন্ন সমিতির সদস্যদের নাম মনোনীত করা হয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি।' সহমত পোষণ করেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ির চেয়ারম্যান ও রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

এদিন রাজগঞ্জের বিডিও পঙ্কজ কোনারের উপস্থিতিতে শুরু হয় সমিতি গঠন প্রক্রিয়া। ২৭ তৃণমূলের সদস্যের পাশাপাশি ৯ জন বিজেপি সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি আসন থেকে জয়ী বিজেপি সদস্য রঞ্জিত বর্মনের বক্তব্য, 'আমাদের যথেষ্ট ভোট ছিল না বলেই নির্বাচনের পথে যাইনি। নিয়মরক্ষা করতে অংশগ্রহণ করা হয়েছিল। ওদের তরফে নামের প্রস্তাব হওয়ার পরেই আমরা বেরিয়ে আসি।'

যদিও আগামীদিনে কারা কর্মাধ্যক্ষ হবেন তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা চলছে। দলের সূত্রেই খবর, কর্মাধ্যক্ষ হওয়ার দৌড়ে অঞ্জন দত্ত, দূতকুমার দাস, পতলাল দাস সহ আরও কয়েজন। তবে গতবারের সভাপতি পূর্ণিমা রায় কর্মাধ্যক্ষ পদে থাকবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কিছুদিন আগে দলের কয়েকজন নেতার কাজের সমালোচনা করেছিলেন পূর্ণিমা। এবার তাঁকে সভাপতিও করা হয়নি।

# বেহাল রাস্তা ও বন্ধ রেলগেটে ভোগান্তি

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** জোড়া ভোগান্তিতে শুক্রবার ফুলবাড়ি ও ডাবগ্রামের বাসিন্দাদের ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হল।

রাস্তার বেহাল পরিস্থিতির জেরে এদিন সকাল থেকেই ফুলবাড়ি-ঘোষপুকুর বাইপাস রোডে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। যানবাহনচালকদের অনেকেই সমস্যায় পড়েন।

মুকেশ পাসোয়ান নামক এক ট্রাকচালক বলেন, 'অনলাইন ডেলিভেরি সংস্থার সামগ্রী নিয়ে কলকাতা থেকে কোচবিহারের দিকে রওনা হয়েছি। রাত ৩টা থেকে যানজটে আটকে রয়েছি। উপরন্তু এই রুটে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে তিনবার টোল দেওয়ার বিষয়টি আমাদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।' রাত ৩টা থেকে যানজটে আটকে থাকার পর কয়েক ঘণ্টায় মাত্র কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পার হওয়া সম্ভব হয় বলে যানচালকরা জানান। দেড় কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা ধরে যানবাহনের লাইন পড়ে যায়। গাড়িগুলির কয়েকটি ঘুরপথে যাতায়াতে বাধ্য হয়। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠমাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তাপস রায়ের বক্তব্য, 'মাঝরাত থেকে আটকে থাকা যানবাহনগুলির হর্নের আওয়াজে এলাকার ছোট থেকে বড়দের খুবই সমস্যা হয়েছে।' রাস্তাটির এই অংশটি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) আওতাধীন।

রেলগেট বন্ধ থাকায় ঠাকুরনগরে গাড়ির লাইন। -সংবাদচিত্র

রাস্তাটি সংস্কারে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সংস্থার চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী আশ্বাস দিয়েছেন।

অন্যদিকে, ঠাকুরনগর রেলগেট দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকায় ব্যাপক যানজট হয়। বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ এলাাকায় গিয়ে বিশাল যানজট দেখা যায়। আটকে পড়া যানবাহনের লাইন গোরা মোড় ছাড়িয়ে ভোলা মোড়-সাহুডাঙ্গি রোডে পৌঁছে যায়। ঘটনায় ফুলবাড়ির বাসিন্দা সমীর দাসের মতো অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। রেল সূত্রে খবর, রেলগেটে যান্ত্রিক সমস্যার জেরে এদিন সমস্যা হয়। দ্রুত সমস্যা মেটানো হয় বলে রেলের দাবি।

১৯৪৩ সালে আজকের দিনে মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী তনুজা।

অভিনেতা প্রেম চোপড়ার জন্ম ১৯৩৫ সালে আজকের দিনে লাহোরে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শনিবার, ৫ আশ্বিন ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১২৭ সংখ্যা

## বাংলার অঙ্ক

সমমনস্ক কিংবা এক ধরনের মতাদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে জোট গঠনের প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে মসৃণ হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম অবশ্যই ঘটে। তবুও মতের মিল থাকলে এবং কর্মসূচির প্রশ্নে অবস্থান এক হলে জোটের রাস্তায় হাঁটা অনেক সহজ হয়। সর্বভারতীয় স্তরে ২৮টি বিরোধী দলের 'ইন্ডিয়া' জোটের রাজ্য স্তরে দানা বাঁধা নিয়ে গোড়া থেকেই সংশয় রয়েছে। মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে বিশেষ প্রশ্নচিহ্ন না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি ও পঞ্জাবে জোটপ্রক্রিয়ার ধারণা 'ইন্ডিয়া' নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট নয়।

জোট নেতৃত্ব ভালোমতোই জানে, রাজ্যভিত্তিক বোঝাপড়া সঠিক না হলে বিজেপির বিরোধিতা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। আগামী লোকসভা ভোটে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিরোধী দলগুলি এককাট্টা হলেও রাজ্যভিত্তিক বাধ্যবাধকতাগুলি মীমাংসায় দিশেহারা। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁর দল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারে। কিন্তু সিপিএমের সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা নেই।

অভিষেকের ঘোষণায় স্পষ্ট, যে দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূলের জন্ম হয়েছিল, সেই সিপিএমের সঙ্গে কোনও অবস্থাতেই হাত মেলাতে প্রস্তুত নন তাঁরা। কংগ্রেসের সঙ্গে অতীতে দু'বার জোট করেছিল তৃণমূল। প্রথমে ২০০১ সালের বিধানসভা ভোটে। ভোটের পর তা ভেঙে গেলেও ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে আবার দুই কংগ্রেসের জোট হয়। ওই জোট ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে বামফ্রন্টের মৃত্যুঘণ্টা বাজায়।

অর্থাৎ বামেদের ৩৪ বছরের শাসনে ইতি টানতে কংগ্রেসেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ২০১২ সালে ওই জোট ভেঙে যাওয়ার পর থেকে তৃণমূল ও কংগ্রেসের শুধু দূরত্ব বাড়েনি, তিক্ততাও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জোটে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা মানসিকভাবে প্রস্তুত কি না, সেটা জানা প্রয়োজন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের।

বাস্তব হল, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিজয়রথ আটকাতে এই মুহূর্তে তৃণমূলের হাত শক্ত করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই কংগ্রেসের সামনে। বিরোধী জোটে এই ধরনের জট পশ্চিমবঙ্গের মতো দিল্লি এবং পঞ্জাবে রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সংগঠনের অবস্থার সঙ্গে দিল্লি-পঞ্জাবের তুলনা চলে না। পঞ্জাবে গত বছর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। দিল্লি বিধানসভায় শূন্য হয়ে গেলেও কংগ্রেস সেখানে সাইনবোর্ডে পরিণত হয়নি।

কেরলে কংগ্রেস বনাম সিপিএমের লড়াই দীর্ঘদিনের। সেখানে যে পক্ষই ভালো ফল করুক, আখেরে লাভবান হবে 'ইন্ডিয়া'ই। তাই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আপাতত মাথাব্যথা যেমন কংগ্রেসের, তেমনই জোট নেতৃত্বের। রাজ্যে এখন কংগ্রেস-সিপিএমের জোট রয়েছে। কিন্তু সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি এখনও এই জোটকে স্বীকৃতি দেয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কংগ্রেসকে নিয়ে তৃণমূলের কোনও ছুঁতমার্গ নেই। বাংলায় কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের একাংশের কিন্তু তৃণমূলের প্রতি ছুঁতমার্গ রয়েই গিয়েছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের পর গত ৭ বছরে যতগুলি ভোট হয়েছে, তার একটিতেও বাম-কংগ্রেস জোট আহামরি ফল করেনি এ রাজ্যে। দুই দলই এখন রাজ্য বিধানসভায় শূন্য। কংগ্রেসের তবুও দুটি লোকসভা আসন দখলে রয়েছে। সিপিএমের তাও জোটেনি। তাছাড়া নেতারা মুখে যতই ভাব-ভালোবাসার কথা বলুন, দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে বাম সমর্থকরা হাত চিহ্নে ভোট দিলেও কট্টর কংগ্রেসিদের সমর্থন সেভাবে বামেদের দিকে যায় না। তাতে লাভের গুড় খায় হয় তৃণমূল নয়তো বিজেপি।

সিপিএম তাদের নিজস্ব কর্মসূচি ও সংগঠনের দৌলতে পশ্চিমবঙ্গে এখনও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এখন দিশেহারা। তৃণমূল জোট রাজনীতিতে সত্যিই আস্থাশীল হলে শরিকদের যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত। অন্যদিকে, বন্ধু নির্বাচনে যত্নবান হতে হবে কংগ্রেসকেও।

## অমৃতধারা

ধর্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল কারণকে জানা। ওই মূলের দিকে অনুরক্তিই ভক্তি, ভক্তির তারতম্য অনুসারেই জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। যতটুকু অনুরক্তিতে যতটুকু জানা যায়, ভক্তি আর জ্ঞান ততটুকু হয়। তুমি যতটুকু আসক্ত হও, বিষয় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানও ততটুকু হয়। জীবনের উদ্দেশ্য অভাবকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, আর তা কেবল কারণকে জানলেই হতে পারে। অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। কীসে অভাব যায়, আর তা কেমন করে-এই চিন্তাতেই পরিশেষে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা আসে। যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয়, তাই বিশ্বাস। কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে, যেমনতর বিশ্বাস, কর্মও তেমনতর।

– ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

## শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৩৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ★ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ★ | ★ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ১২ | | ১৩ | ★ | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১৪ | | | ★ | ১৫ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। তরবারি, শক্তি, ধনুক বর্ম ও পরশু (কুঠার)- এই পাঁচটি আয়ুধ বা অস্ত্র ৩। দশ বছর বয়স্ক কুমারী, অবিবাহিত কন্যা, কন্যা ৫। পদ্মের মতো হাত ৭। দড়ি ৯। রাজহাঁস ১১। জোর এবং অবলম্বন ১৪। কোন সময়ে, বহুক্ষণ আগে ১৫। শনিগ্রহ, ধীরতা, ধীরগতি।

**উপর-নীচ :** ১। দই, দুধ, ঘি, মধু ও চিনি- এই পাঁচটি অমৃততুল্য বস্তু যা গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে সেবনীয় ২। তিরস্কার, বকুনি ৩। কতিপয়, অল্প সংখ্যক ৪। দরিদ্র, নিঃস্ব ৬। আস্তাবল ৮। সপ্ত পাতালের অন্যতম, অতি গভীর স্থান ১০। বৃহস্পতিবার ১১। ছোট বক, কোঁচবক ১২। দেবতার মহিমা কীর্তন ১৩। কুমন্ত্রণা, কুকর্মে সহযোগ।

**সমাধান ■ ৩৬৩৭**

**পাশাপাশি :** ১। বৈশাখ ৩। তিমি ৫। তিরি ৬। মরজি ৮। তর্জন ১০। মনিব ১২। উদান ১৪। দাব ১৫। রাকা ১৬। নিশান।

**উপর-নীচ :** ১। বৈবস্বত ২। খতিয়ান ৪। মির্মির ৭। জিম্মা ৯। জিউ ১০। মধুবনি ১১। বলীয়ান ১৩। দাদরা।

# অভুক্ত জগন্নাথ, তিরুপতির লাড্ডু এবং উধাও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

ভগবানকেও অভুক্ত থাকতে হয় তাহলে!

মাঝে একদিন খবর এল, পুরীর জগন্নাথদেবের জলখাবার জোটেনি। হায়, তিনি খাবার পেয়েছেন নির্ধারিত সময়ের দশ ঘণ্টা পরে।

খবরটার মধ্যে লুকিয়ে বিস্ময়মাখা অনেকগুলো খবর, অনেক নাটকীয় মোচড়। নীচু জাতে প্রেম। অশুচি স্পর্শ। অধিকার কেড়ে নেওয়া। পুরোহিতদের খাপ পঞ্চায়েত। পান্ডাদের হাতাহাতি।

দশ ঘণ্টা অনাহারী উপবাসী থেকে জগন্নাথদেব বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের অঙ্ক তাঁর প্রাঙ্গণেও হয়ে থাকে। সেবায়েতদের মধ্যেও উঁচু জাত, নীচু জাতের ভাগাভাগি রয়েছে বিস্ময়করভাবে। আমরা আমজনতা অবাক হয়ে দেখেছি, জগন্নাথেরও শুদ্ধিকরণ দরকার হয়ে পড়েছে।

গল্পটা এরকম। এক সেবায়েত ছয় বছর আগে নাকি 'ঘোর অপরাধ' করেছিলেন। অপরাধ কোথায়? তিনি বিয়ে করেছিলেন তথাকথিত নীচু জাতের কন্যাকে। সেবায়েত-সেবায়েতেও এত ভাগ? পুরীর মন্দিরে যা নাকি রীতিভঙ্গের শামিল। তাঁর মন্দিরে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। সেই সেবায়েত সকালে গর্ভগৃহে ঢুকে স্পর্শ করেছিলেন বিগ্রহ। সাজাচ্ছিলেন দেবতাদের। তখনই অন্য সেবায়েত, পান্ডারা হইচই হাতাহাতির জুড়ে দেন বিগ্রহের অকল্যাণ হয়েছে বলে। এই কাজ নাকি মারাত্মক গর্হিত।

নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জগন্নাথ মন্দিরের আচার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা ভুলে যান, যাঁর জন্য তাঁদের জীবনভর রোজগার, সেই জগন্নাথের সকালের খাবার জোটেনি। দাঁত মাজা পর্যন্ত হয়নি। ভোগ নিবেদনই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শেষপর্যন্ত মন্দিরের বিগ্রহের শুদ্ধিকরণ শুরু হয় দুপুর দুটো কুড়িতে। সাড়ে আটটায় জলখাবার দেওয়ার কথা জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রাকে। সে খাবার জুটল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। অপরাধ ভক্তদের, ফল ভোগ করলেন ভগবান। এসব খবর তো আমরা শুনি সরকারি হাসপাতাল বা স্কুলের মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রে। শ্রীক্ষেত্রেও হলে আমরা কোথায় যাই?

আপনি নাস্তিক হলে ভাববেন, ঠিক হয়েছে। ঈশ্বর নিজের পুরীতে এত অবিচার, অনাচার সহ্য করলেন কী করে? তাঁরও শুদ্ধিকরণ দরকার হয় কীজন্য? আস্তিক হলে আবার এই গল্পের মাঝেই খুঁজবেন কোনও না কোনও মাহাত্ম্য। তত্ত্ব দেবেন, ঈশ্বর হয়তো নিজেই নিজেকে কষ্ট দিয়েছেন কোনও ঘটনার প্রেক্ষিতে।

এখনও সেই মন্দিরে অহিন্দুদের ঢোকানোর ব্যাপারে নানা নিষেধাজ্ঞা। অহিন্দু লিখছি কেন, আগের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁর স্ত্রী সবিতাকে নিয়ে দেবদর্শনে গিয়েছিলেন ২০১৮ সালের ১৮ মার্চ। তাঁরা দলিত বলে অপমানিত করেন কয়েকজন সেবায়েত। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এ ব্যাপারে কড়া নোট গিয়েছিল পুরীর কালেক্টরের কাছে।

জুলাই মাসেই পুরীর মন্দিরের একটা ডোনেশন বক্স থেকে টাকা চুরি করে নিয়েছিল কেউ। এসব নিয়মনিষ্ঠ পান্ডারা কিন্তু সেসব রক্ষা করতে পারেনি। আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মস্থানে পুরোহিত ও মৌলবিদের একটা অংশ দিনের পর দিন অনাচার চালায়। পুরী, তিরুপতি, বারাণসী, কালীঘাট, হরিদ্বারের পান্ডাদের অনেকের কাজকর্ম একটা সময় দুষ্কৃতীদের পর্যায়ে চলে যায়। মোদি জমানায় দেশ যত হিন্দুত্বের শিকড় বিস্তৃত করতে চায়, ততই বাড়ে এই ধরনের লোকেদের রমরমা। ধর্মকে কেন্দ্র করে কালো টাকা আদানপ্রদানের খেলা ছিল, খেলা আছে, খেলা হবে। এবারই মুম্বইয়ের গণেশ উৎসবে সবচেয়ে দামী গণপতি ছিল জিএসবি সেবামণ্ডলের প্রতিমা। বেশি নয়, গণপতি সাজানো ছিল ৬৯ কেজি সোনা, ৩৩৬ কেজি রুপো দিয়ে। ইনসুরেন্স কভার ছিল ৩৬০.৪৫ কোটি টাকার।

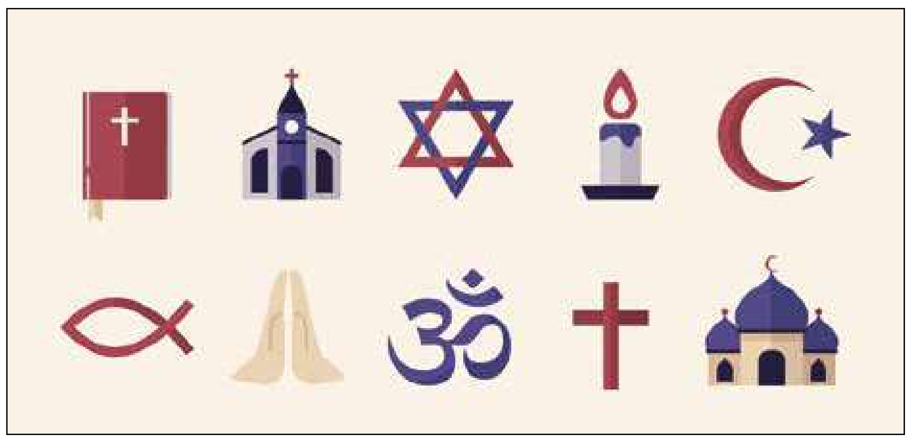

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামীর অনাহার দিয়ে শুরু করেছিলাম লেখাটা। তাঁর জন্য আরও কষ্টই হবে একটা তথ্য শুনলে। ভারতের সবচেয়ে ধনী বিগ্রহের তালিকা বানালে তিনি প্রথম তিনে নেই। প্রথম হওয়ার লড়াইটা চলে দক্ষিণের দুই দেবতার। কেরলের তিরুবনন্তপুরমের পদ্মনাভস্বামী মন্দিরের মোট সম্পত্তি ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি। তার সঙ্গে অজস্র সোনা, হিরে, জুয়েলারি ধরতে হবে। তিরুপতি কাছাকাছি। গত বছরই আয় হয়েছে ১৪৫০.৪১ কোটি। এঁদের পিছনে পাল্লা দেবে জম্মুর বৈষ্ণোদেবী, নাসিকের শিরডি সাঁইবাবা, কেরলের গুরুভায়ুর, শবরীমালা। আছে অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির, বারাণসীর শিব মন্দির। বড় দ্রুত উঠে আসা মুম্বই নগরীর সিদ্ধিবিনায়কের গতবছর আয় ছিল ৪৮ থেকে ১২৫ কোটি টাকার মধ্যে। পুরীর জগন্নাথ সেখানে থাকছেন দশ থেকে বারো নম্বরে।

ইন্ডিয়া ইন পিক্সেল বলে এক নামী সংস্থার হিসেব ধরলে, ২০২২ সালে আমাদের দেশে মন্দিরের সংখ্যাটা ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯০৭। জনসংখ্যায় ১ লাখ পিছু ৫৩টি মন্দির। জানি না, এখানে সব মন্দির বলতে কোন মন্দির ধরা হয়েছে। মালদা স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আরপিএফের মতো সংগঠন যে বিশাল একটা কালী মন্দির গড়ে ফেলেছে, সেটা কি ধরা হয়েছে? কলকাতা স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার গেটে যে বেআইনি মন্দির বানিয়ে দিন-দিন সেটা বাড়ানো চলছে, সেটা কি রয়েছে গণনার মধ্যে? জানি না।

প্রতি লাখ মানুষ পিছু মন্দিরের সংখ্যা ধরলে তামিলনাড়ু (১০৩), গোয়া (১১৮), কর্ণাটক (৯১), অন্ধ্র (৮৯), তেলেঙ্গানা (৭৫), গুজরাট (৭১), ওড়িশা (৭০), কেরল (৬৪), মহারাষ্ট্র (৬২), হিমাচল (৬১) অনেক এগিয়ে। বাংলার ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৬৪। দক্ষিণী রাজ্যে মন্দিরের রমরমার পাশে আরও একটা পরিসংখ্যান চমকে দেবে। হিন্দি বলয়ে রামনামের ভরসা করে বিজেপি এতটা হিন্দু ভোট দখল নেয়, অথচ মন্দিরের সংখ্যা সেখানে কমই। লাখ প্রতি মন্দির কত সেখানে? পরিসংখ্যান দেখলে অবিশ্বাসীর মতো তাকিয়ে থাকতে হয়। উত্তরপ্রদেশে ১৬, বিহারে ২৪, মধ্যপ্রদেশে ৩৩, ছত্তিশগড়ে ৩২, উত্তরাখণ্ডে ৩২, ঝাড়খণ্ডে ৩৮, নয়াদিল্লিতে ২৬, হরিয়ানায় ৩৫।

মন্দিরের সংখ্যা ধরলে আবার বাংলা চমকে দেবে। তামিলনাড়ু (৭৯,১৫৪), মহারাষ্ট্র (৭৭,২৮৩), কর্ণাটক (৬১,২৩২)-এর পরেই রয়েছে বাংলা। সেখানে মন্দিরের সংখ্যা ৫৩,৬৫৮। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ পিছনে অনেক।

এতসব পরিসংখ্যান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির পর যখন পড়বেন, আমাদের দেশের আগে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি বসানো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে, তখন অবাক হবেন না। ইন্ডিয়া এবং ভারত নিয়ে যে চরম বিভ্রান্তি বিজেপি সরকার তৈরি করে রেখে দিল, এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটো নিয়ে। নতুন সংসদে ঢোকার সময় সাংসদদের সংবিধানের কপি দেওয়া হয়েছিল। তাতে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' শব্দবন্ধটি থাকলেও ছিল না 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটো। মোদি সরকারের আইনমন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সংবিধান তৈরির সময় দুটো শব্দ ছিল না। অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ স্টাইলে এড়িয়ে গিয়েছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ঢোকানো হয়েছিল 'স্বৈরতান্ত্রিক' ইন্দিরার আমলে।

প্রশ্ন উঠছে, মোদি সরকার ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি মুছে দেবে কি না, যা আমাদের সবচেয়ে গর্বের মুকুট। যে শব্দটা শুনলে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকান কিছু দেশে দেখেছি, লোকে বাড়তি সম্ভ্রম নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন অচেনা ভারতীয় মানুষের দিকে। মন বলছে, দেশের নাম বদলের মতো ধর্মনিরপেক্ষতা তোলার ভাবনা বাজারে ছেড়ে বিজেপি প্রতিক্রিয়া যাচাই করবে। ঘরের পাশে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, মায়ানমারের সঙ্গে ইরাক, কামপুচিয়া, সামোয়া ধর্মনিরপেক্ষ দেশ সাইনবোর্ড পালটে ফেলেছে নিজেদের। নিঃশব্দে ও নীরবে। আমরাও না হয় তাই যাব।

এখন এমনিতেই ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে প্রবলভাবে মিশিয়ে দেওয়ার আবহে মোদি রাজত্বে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দই বিপন্ন। ১৯৩৯ সালে আরএসএস প্রধান মাধব সদাশিবরাও গোলওয়াকর একটা বইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার রূপরেখা দিয়েছিলেন। যাতে বলা হয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামকে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানো উচিত। তারপর এই সব ঘটনা দেখলে নানা রকম সংশয় জাগে মনে। জগন্নাথের নিজের মন্দিরে এমন হাস্যকর কাণ্ডকারখানা হলে গোটা দেশে কী চলছে তাহলে?

জগন্নাথের অভুক্ত থাকার গল্পের কথা লিখতে লিখতে তিরুপতির লাড্ডু নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিতর্কের কথা মনে পড়ে গেল। তিরুপতিতে ভক্তদের লাড্ডু দেওয়ার প্রথা বহু যুগের, ১৭১৫ সালের ২ অগাস্ট থেকে। যে রান্নাঘরে লাড্ডু বানানো হয়, তাকে বলা হয় লাড্ডু পোটু। তিরুপতির লাড্ডু জিএসআই ট্যাগ পেয়ে গিয়েছে। পোটুতে দিনে ৮ লাখ লাড্ডু হতে পারে, এখন হয় ২.৮ লাখ।

এতদিন এই বিখ্যাত লাড্ডু হত কর্ণাটক মিল্ক ফেডারেশনের 'নন্দিনী' ঘি দিয়ে। দাম কম দেওয়া হয় বলে কর্ণাটক মিল্ক ফেডারেশন টেন্ডারে অংশ নেয়নি এবার। কর্ণাটক সরকার দুধের দাম লিটারে তিন টাকা বাড়িয়েছে। বিজেপি বনাম কংগ্রেস শুরু হয়েছে এরপরই। বিজেপি নেতারা বলছেন, কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদ ও মন্দিরে আস্থা নেই বলেই তিরুপতির টেন্ডারে অংশ নেয়নি। কংগ্রেস বলছে, বিজেপির আমলেও একবার লাড্ডুর টেন্ডারে অংশ নেওয়া হয়নি। আমরা খাবারের মানের সঙ্গে আপস করব না।

ভাবুন, ছোট একটা লাড্ডু, সেখানেও ঢুকে পড়ছে রাজনীতির মালমশলা! নেহাৎ নবীন পট্টনায়ক ধর্মীয় রাজনীতি নিয়ে সক্রিয়ভাবে মাথা ঘামান না। নইলে জগন্নাথ মন্দিরের ঘটনা ঘিরেও ঢুকে পড়তে পারত রাজনৈতিক পালাগান।

সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা, নবীনের মতো উদার (কিছুটা উদাসীনও, নিজস্ব বৃত্তে আবদ্ধ) রাজনীতিকের সংখ্যা কমে আসছে ক্রমে। আজমের থেকে অমৃতসর, কালীঘাট থেকে শ্রাবণবেলগোলা, গোয়া থেকে বুদ্ধগয়া, অযোধ্যা থেকে হায়দরাবাদ- সব পবিত্র পূণ্যভূমি হয়ে ওঠে স্রেফ রাজনীতির আখড়া। জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী, একটু দিব্যনয়ন খুলে দেখুন অনুগ্রহ করে!

# শিশুদের শাসন এবং প্রশ্রয় নিয়ে ভারসাম্যের খেলা

**সাহানুর হক**

মেরো না মা...মেরো না...আর কখনোই বাইরে যাব না...। পাশের বাড়ির বাচ্চাটিকে তার মা শক্ত হাতে পেটানোয় বাচ্চাটি ঠিক এরকমই মিনতি করছিল আর ক্ষমা চাইছিল বারবার। বড়জোর চার থেকে সাড়ে চার বছর বয়সের বাচ্চাটিকে পিটুনির মাত্রাটি তার বয়স অনুপাতে অনেক বেশিই ছিল।

এই দৃশ্য যেমন দেখা যায়, তেমন আর একটি ছবিও দেখা যায়। কিছু বাড়িতে সন্তানরা ঘরে বসে মোবাইল-গেমস-রিলস দেখেই যাচ্ছে। ওটাই তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনোদন।

দুটো ক্ষেত্রেই নতুন প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে এটাই মনে হয়।

শাস্তি একটা শিশুর মানসিকতা বরাবরই নষ্ট করে দেয়। সুস্থ চিন্তাধারার ব্যাঘাত ঘটায়। বারবার শাস্তি দেওয়ার কারণে সে নিজেকে অপরাধী কিংবা একজন খারাপ মানুষ ভাবতে শুরু করে। আবার টেকনলজির খেলনা হাতে তুলে দিয়ে খারাপ অভ্যাসের প্রশ্রয়টিও একটি শিশুর মস্তিষ্ক বিকশিত হতে বাধা দেয়। সৃষ্টিশীলতা ব্যাহত করে।

অভিভাবকদের বাচ্চাদের প্রতি সচেতনতা দরকার। বাচ্চাদের জন্য বাইরের পরিবেশ কেমন, অন্য লোকেদের আচরণ কেমন, দুঃখ কী, আনন্দ কী, কাদের পাশে কীভাবে-কখন-কোথায়-কেন দাঁড়ানো উচিত এইসব বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা অর্জন করা জরুরি।

সমীক্ষা বলছে, বর্তমান প্রজন্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুর মানসিক সমস্যার মূল কারণ তাদের বকা বা শাস্তি দেওয়া। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারা। উত্তরবঙ্গে এই সমস্যা বেশি বলে কোচবিহারের বিশিষ্ট মনোবিদ অনুপম মিত্র এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলছিলেন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে বাবা-মাও কর্মব্যস্ত। সেই স্ট্রেসের কিছুটা প্রভাব শিশুদের ওপর পড়ছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পাঠ নেওয়া দরকার 'পজিটিভ পেরেন্টিং'-এর।

শিশুদের মধ্যে রাগ, জেদ, বদমেজাজ, খারাপ স্বভাবের প্রকাশ হয় এই রকম তথাকথিত দুঃশাসনের পরিবেশে। সন্তানকে মূল্যায়ন করতে শিখুন, পরামর্শ দিন, বাহবা দিন, ভুল করলে বুঝিয়ে বলুন অথবা নিজেই কিছুটা সময়ের জন্য অভিমান করুন সন্তানের কাছে। মোদ্দা কথা, উপলব্ধি দিয়ে বাচ্চাকে শেখানোর চেষ্টা করুন, যেটা তার সারা জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠতে পারে। তাদের হাতে ফোন কম দিন। তাদের সামনে ফোন কম ব্যবহার করুন। বাচ্চারা খুব সহজেই যেমন অনুকরণ করে তেমন তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও সহজলভ্য।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শাসনের প্রয়োজন নেই এটা যেমন অবান্তর কথা, তেমন শাসনকেই শিক্ষাদানের প্রধান উপায় মনে করাও নিতান্তই মূর্খতা। মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয়ও একটি বাচ্চার ক্ষেত্রে হতে পারে তার ভবিষ্যতের জন্য পারিবারিক অভিশাপ। নিশ্চয়ই আজকের শিশুটি আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের মধ্যে রয়েছে সহানুভূতি, ভালোবাসা ও অত্যধিক আবেগ তাই তাদের সামনে সবসময় স্নেহপূর্ণ পথ প্রদর্শন করুন। আসলে আমাদের সমাজে সবচেয়ে দরকারি শিশুদের সুরক্ষায় আমাদের প্রত্যেকের মানবিকবোধ বাঁচিয়ে রেখে নৈতিক ও আদর্শ শিক্ষার রক্ষা-বৃহ্য গড়ে তোলা। বাচ্চাদের মাত্রাতিরিক্ত শাসন কিংবা অতিরিক্ত প্রশ্রয়, কোনওটি কারও জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ হয়ে উঠতে পারে না!

*( লেখক দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা )*

## বিন্দু বিসর্গ

*তোর যাওয়া হবে না। মা বোধহয় এবার মশাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন!* –অভি

## আলোচিত

কে একটা ভাইপো আছে, যাঁর বাড়ি চারতলা। কোটি টাকার বাড়ি, কোথা থেকে আসে এত টাকা?

–অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

বিচারপতির চেয়ারে বসে যা ইচ্ছে বলা যাবে? রাজনীতি করা যাবে? বিরোধীদের ফুসমন্তর দেওয়া যাবে? গাঙ্গুলি, ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি করুন।

–কুণাল ঘোষ

## আজ

১৯৬৫ সালের অগাস্টে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যা শেষ হয় ওই বছর আজকের দিনে। ২০ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ দু'দেশকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। ভারত অবিলম্বে রাজি হলেও পাকিস্তান ২৩ তারিখ তা গ্রহণ করে।

## ভাইরাল

শাহরুখ খান অভিনীত জওয়ানের গান দেশ-বিদেশে ঝড় তুলেছে। ছবির 'রামাইয়া বাস্তাবাইয়া' গানে আন্দ্রে রাসেলের নাচের ভিডিও ভাইরাল। এক পার্টিতে ওই গানের তালে এক সঙ্গীকে নিয়ে চুটিয়ে নেচেছেন তিনি। ভিডিওটি শেয়ার করেছে কেকেআর। রাসেলের নাচের প্রশংসা করেছেন খোদ কিং খান।

# উত্তরের পাঁচালি

## শব্দের সুনন্দ

পেশায় শিক্ষক। শব্দের সঙ্গে জীবনযাপন রায়গঞ্জের সুনন্দ বসুর। শব্দকে ভালোবেসে কবিতা লেখা বা আবৃত্তি দুটোই ভালোলাগা ছোটবেলা থেকেই। বাড়িতে সাংস্কৃতিক আবহের প্রভাব পড়ে সুনন্দের সৃজনশীল মনে। প্রথম কবিতা প্রকাশ বালুরঘাটের এক পত্রিকায়। পরে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়খণ্ডের মতো বিভিন্ন জায়গার পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা লেখার পাশাপাশি আবৃত্তিতেও মন মজে সুনন্দের। একক আবৃত্তি প্রথম মঞ্চস্থ করেন বালুরঘাটের নাট্যমন্দিরে। পরে বাচিকশিল্পী গুরু শুভব্রত লাহিড়ির সান্নিধ্যে আসা। আবৃত্তিকেই মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসা। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান, সরকারি মেলা, বইমেলা, ফুলমেলা, সবলামেলায় বহুবার আবৃত্তির সুযোগ। পাশাপাশি, সঞ্চালনার সুযোগও। সুনন্দের কথায়, 'আসলে কবিতা বা শিল্পের যে কোনও শাখাই পারে সুস্থ মননের প্রকৃত বিকাশ ঘটাতে। কতগুলি অনুষ্ঠান করছি সেটা বড় কথা নয়, শিল্পের সঙ্গে জীবনযাপনেই আমি বিশ্বাসী। চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আবৃত্তিশিল্পের প্রতি আরও ভালোভাবে এগিয়ে আসুক।'

–সুকুমার বাড়ই

## মালদা সাহিত্য পরিষদ ৩৯

সম্প্রতি মালদা সাহিত্য পরিষদের আয়োজনে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার পাশাপাশি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মালদা শহরের বিপিনবিহারী টাউন হলে। প্রকাশিত হয় পরিষদের 'মে-দিন পত্রিকা', 'স্বাধীনতা ৭৫ বর্ষে ফিরে দেখা প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ', ও 'হিস্ট্রি অফ দিনাজপুর'। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক শাশ্বতী সাহা ও ডঃ অনুরাধা সেনগুপ্ত। গল্প পাঠ, কবিতা পাঠ, গান, আবৃত্তিতে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। সংগঠনের সম্পাদক কবি মিনতি দত্ত মিশ্র জানান, মালদা সাহিত্য পরিষদ ৩৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। সেই উপলক্ষ্যেই এদিনের এই অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন কবি সুবোধচন্দ্র সরকার, লেখক আজমল হোসেন, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, মালদার সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ।

–বাপ্পা মালি

## নাচে নীলাক্ষী

আলিপুরদুয়ারের নীলাক্ষী চট্টোপাধ্যায় নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। নৃত্যশিক্ষক অলোক চৌধুরীর কাছে প্রথম নাচ শেখা। পরে স্বরূপ সাহা ও সায়ন্তনী দেবনাথের কাছে। মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে নৃত্য শিক্ষিকা দেবজয়া সরকারের কাছে কথকনৃত্যের তালিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রেষ্ঠ পারফরমেন্স করলেও সেবারে বয়স কম থাকায় রায়ডাক-সংকোশ নদী উৎসব ও ডুয়ার্স উৎসবে সান্ত্বনা পুরস্কার জুটেছিল। সাত বছর বয়সে জাতীয় স্তরের এক প্রতিযোগিতায় নীলাক্ষীর নবরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্তি সবাইকে চমকে দেয়। দেবী কাহালীর কাছে গান শেখাটাও নীলাক্ষীর শিল্পীজীবনে প্রভাব ফেলেছে। এরপর থেকে জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসব নাচ ও গানে নিয়মিতভাবে পুরস্কার জেতা চলছে। আন্তর্জাতিক নজরুল অ্যাকাডেমি, প্রাচীন কলা সমিতি, কালজানি-নোনাই সাংস্কৃতিক উৎসব, ডুয়ার্স উৎসব, গণজাগরণ মঞ্চের সাংস্কৃতিক উৎসবে পুরস্কার মিলেছে। বাবা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও আলো চট্টোপাধ্যায় পেশায় শিক্ষক। বছর বারোর কন্যার শিল্পীসত্তার পরিস্ফুরণে তাঁরা খুবই খুশি। অবসর সময়ে ছবি আঁকার পাশাপাশি সুযোগ পেলেই পরিবারের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়ে পড়াটা নীলাক্ষীর খুবই পছন্দের।

–মানবেন্দ্র দাস

## কলমে সুব্রত

জলপাইগুড়ি পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত বাগচী কাজের ফাঁকে কলমেও বেশ। লেখেন কম। কিন্তু তাঁর প্রতিটি লেখাই মূল্যবান। সম্প্রতি তাঁর লেখা 'সুভাষচন্দ্রের পৌরচিন্তা' বইটি পাঠকমহলে বেশ প্রশংসিত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একসময় কলকাতা পুরসভার মেয়র ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির কী অবদান তা আমাদের কমবেশি সবারই জানা। কিন্তু প্রশাসনিক কাজকর্মে তিনি কতটা দক্ষ ছিলেন? তাঁর লেখা বইটি এবিষয়ে পাঠকদের বহু কৌতূহলই মেটাবে, দৃঢ় বিশ্বাস সুব্রতর। নেতাজি সুভাষ রিসার্চ ব্যুরোর পক্ষে সুগত বসু বইটির প্রশংসা করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি এই বইটি তাদের সংগ্রহে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী স্বরূপানন্দজি মহারাজ বইটি কলকাতা পুরসভার কর্মী-আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। জলপাইগুড়িতে জনমত পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত সুব্রত এমনই আরও বই লিখে পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে চান।

–জ্যোতি সরকার

## সেজে ওঠার অপেক্ষায় ...

মাকে সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত শিল্পী। শুক্রবার কলকাতার কুমোরটুলিতে। ছবি : অভীক পুরকায়েত

### বিচারব্যবস্থার কলঙ্ক, পালটা তোপ কুণালের

# ভাইপো সম্বোধনে কটাক্ষ বিচারপতির

**কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে ফের বিতর্কের সৃষ্টি হল। শুক্রবার একটি কোভিড ক্ষতিপূরণ মামলায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে বলেন, 'কে একটা ভাইপো আছেন, তাঁর বাড়ি চারতলা। কোটি টাকার বাড়ি। কোথা থেকে আসে এত টাকা?' এজলাসে বসে তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। 'উনি বিচারব্যবস্থার কলঙ্কের মতো আচরণ করছেন' বলে তোপ দেগেছেন কুণাল।

২০২০ সালের ১ অগাস্ট উত্তর ২৪ পরগনার নালাবড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিভূতিকুমার সরকারের মৃত্যু হয় কোভিডে। স্বামীর মৃত্যুর পর 'কম্পেনসেটারি গ্রাউন্ডে' চাকরি না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বিভূতিবাবুর স্ত্রী দীপ্তি সরকার। তাঁর অভিযোগ, স্বামীর মৃত্যুর পর দুই সন্তান নিয়ে সংসার চালাতে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। এদিন সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এই রাজ্যে চোলাই খেয়ে মারা গেলে দেওয়া হয় ২ লক্ষ টাকা। কোভিডের মৃত্যুতে কত? আদৌ টাকা দেওয়া হয়?' এরপরই তিনি 'ভাইপো' সম্বোধন করে কটাক্ষ করেন।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করার জন্য এর আগে তিনি সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম

> এই রাজ্যে চোলাই খেয়ে মারা গেলে দেওয়া হয় ২ লক্ষ টাকা। কোভিডের মৃত্যুতে কত? আদৌ টাকা দেওয়া হয়?
>
> – অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কোর্টে যান অভিষেক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই মামলাটি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়।

এদিনের মামলার সঙ্গে সেই মামলার কোনও সম্পর্কও নেই। এমনকি কোভিডের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে 'ভাইপো'র বাড়ির কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তাও স্পষ্ট নয়। তৃণমূল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। পালটা তোপ দেগে কুণাল বলেন, 'বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতির আসনের অপব্যবহার করছেন। বিচারপতি সম্মান এবং পদের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মন্তব্য করছেন। তাঁর নিজের উইশ লিস্ট, অবস্থান প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে।' একইসঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন কুণাল। বলেন, 'মনে নেই কমরেড অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, আপনাদের জ্যোতিবাবু যখন ছিলেন, তখন চন্দন বসুকে নিয়ে কী কী কেলেঙ্কারি হয়েছিল। লজ্জা করে না, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন না। বিচারকের চেয়ারে বসে বিচার ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করে যে কাজ আপনি করছেন, সেই কাজ করতে পারেন না। আপনার ক্ষমতা থাকলে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতির ময়দানে আসুন।'

কুণালের দাবি, 'আজই হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চ জানিয়েছে, অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি ইডি।' তাঁর অভিযোগ, খবর তৈরির উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করেছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

## উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটিতে রাজভবনের তালিকা

**কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটির প্রতিনিধিদের তালিকা তৈরি করল রাজভবন। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত নামের তালিকা শীঘ্রই সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হবে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই কমিটিতে এই রাজ্যের না অন্য রাজ্যের সদস্যরা থাকবেন, সেই বিষয়ে তিনি মুখ খোলেননি।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যের সংঘাত চলছে। বিষয়টি নিয়ে মামলাও হয় সুপ্রিম কোর্টে। সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করে শীর্ষ আদালত। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট তিনটি পক্ষকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সার্চ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, রাজ্য, রাজ্যপাল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এই তিন পক্ষকেই পাঁচজন করে সদস্যের নাম জানাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সূর্যকান্তর ডিভিশন বেঞ্চ ওই নির্দেশে বলে, 'সদস্যদের নাম পাওয়ার পর প্রত্যেক পক্ষ থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে তিনজনের সার্চ কমিটি গঠন করা হবে। যার সদস্যদের কাজ হবে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্যদের নাম প্রস্তাব করা।'

এদিন রাজ্যপাল জানান, সার্চ কমিটির জন্য রাজভবনে তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তালিকায় কারা আছেন, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। রাজ্য ও ইউজিসি তাদের কমিটির সদস্যদের নাম কবে পাঠাবে, সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে রাজ্যপাল ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, রাজভবনের অরাজনৈতিক থাকা উচিত এবং রাজভবন সেটাই থাকবে।

# অপহৃত বিশ্বভারতীর বিদেশি গবেষক

**আশিস মণ্ডল**

**শান্তিনিকেতন, ২২ সেপ্টেম্বর :** বিশ্বভারতীর এক বিদেশি গবেষক পড়ুয়াকে অপহরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শান্তিনিকেতনে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। ছাত্রটির নাম প্যানচারা থাই। তাঁর বাড়ি মায়ানমারে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বোলপুরের ইন্দিরাপল্লির ভাড়াবাড়ি থেকে একটি গাড়ি করে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ।

বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন বিভাগ থেকে বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে গবেষণা করছেন প্যানচারা। মায়ানমার থেকে এসে প্রায় ৮ বছর ধরে বোলপুরে থেকেই পড়াশোনা করছেন তিনি। ২০২২ সালে গবেষণার থিসিসও জমা দিয়েছেন। এদেশে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাঁর ছাত্র ভিসা রয়েছে। কিছুদিন আগেই তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন তাঁর সোসাইটির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সদ্য বোলপুরে ফিরেছেন।

বোলপুরের ইন্দিরাপল্লির একটি ভাড়াবাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করতেন তিনি। অভিযোগ, ওইদিন দুপুরে একটি কালো গাড়ি করে ৫-৬ জন যুবক এসে ওই ছাত্রের ছবি দেখিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপরে ওই ছাত্রের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ফোন কেড়ে, পরে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। তাঁর সঙ্গে থাকা এক বন্ধুরও ফোন কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর ওই গাড়িটি বাড়ির গেটের সামনে দিয়ে তীব্র গতিতে বেরিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি।

বিশ্বভারতীর ওই বিদেশি পড়ুয়াকে অপহরণের বিষয়টি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন অপহৃত ছাত্রের এক বন্ধু। তারপরই নড়েচড়ে বসে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেইমতো বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে ই-মেল মারফত বোলপুর থানায় অভিযোগ জানানো হয়। রাত

> পড়তে এসে
> ### নিখোঁজ
> - বিদেশি গবেষক প্যানচারা থাইয়ের বাড়ি মায়ানমারে
> - বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে গবেষণা করছেন প্যানচারা
> - বোলপুরের ভাড়াবাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ
> - বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে ই-মেল মারফত বোলপুর থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে

থেকেই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বোলপুরের এসডিপিওর নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে ওই ভাড়াবাড়ির আশপাশের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দু'একটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখেছে পুলিশ। তবে যে বন্ধু ওই বাড়িতে অন্য ঘরে থাকতেন রহস্যজনকভাবে তাঁকেও পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির মালিকও মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

এই ঘটনার সঙ্গে নারীঘটিত সম্পর্ক থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। যে পাড়ায় ওই বিদেশি ছাত্র থাকতেন, সেখানকার এক প্রতিবেশী মহিলা মণি দাসের বক্তব্য, 'আমার নাতি একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে– এই অভিযোগে কয়েকজন লোক প্রথমে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। আমার নাতিকে দেখে তাদের ভুল ভাঙে। খোঁজখবর করে বেরিয়ে যায়। তারপর কাছেই একটি বাড়ি থেকে ওই ছেলেটিকে ধরে নিয়ে যায়।'

এ ব্যাপারে বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি ছুটিতে আছেন। তবে ক্যাম্পাসের বাইরে এক ছাত্রের অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বভারতী অভিযোগ জানিয়েছে।

এদিকে, তদন্তে নেমে পুলিশ একটি সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করেছে, যেখানে কালো গাড়িটিকে দেখা যাচ্ছে। বোলপুরের চার চাকার একটি গাড়িও পুলিশের সন্দেহজনক তালিকায় রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ঘটনার নেপথ্যে কি টাকাপয়সা নিয়ে বিবাদ, নাকি সম্পর্কের কোনও টানাপোড়েন? নাকি অন্য কোনও ঘটনা? কে বা কারা কেন ওই বিদেশি পড়ুয়াকে তুলে নিয়ে গেল, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশও। আদতে এটা অপহরণ, নাকি কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি ওই ছাত্রকে আটক করেছে– দুটি বিষয়ই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

## নির্বাচনের দাবি জানিয়ে মামলা

**কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলি। কলকাতা হাইকোর্টও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা বলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইঙ্গিত দিয়েছেন পুজোর পরে হতে পারে ছাত্র সংসদ নির্বাচন। শুক্রবার এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ঋষভ সাহা জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেন।

ঋষভের আইনজীবীরা জানান, রাজ্য সরকারের কাউন্সিল আইনকে চ্যালেঞ্জ করে ওই মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ,

> - ২০১৭ সালের পর থেকে প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার ছাড়া অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি
> - এইজন্য রাজ্যের সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার দাবি উঠেছে

ওই আইন সংবিধানবিরোধী। তাঁদের বক্তব্য, ২০১৭ সালের পর থেকে প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার ছাড়া রাজ্যের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি।

এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২০ সালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। এইজন্যই রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা উচিত বলে তাঁদের দাবি। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও উল্লেখ করেন মামলাকারীর আইনজীবীরা। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করেছে। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিশ্ব গন্ডার দিবসে চিড়িয়াখানার সামনে পড়ুয়াদের ভিড়। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

## হাওড়া-পাটনা বন্দে ভারত

**আসানসোল, ২২ সেপ্টেম্বর :** দেশে এই প্রথম নয়টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন একই সঙ্গে উদ্বোধন করা হবে। ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই সব ট্রেনগুলিকে ফ্ল্যাগ অফ করবেন।

এর মধ্যে দুটি ট্রেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া স্টেশনে যাবে। এর মধ্যে দিয়ে হাওড়া-পাটনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচল শুরু হওয়ার অপেক্ষার অবসান হবে। একই সঙ্গে চলাচল শুরু হবে রাঁচি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসেরও। বর্তমানে বাংলার বিভিন্ন স্টেশন থেকে ৩টি বন্দে ভারত ট্রেন চলাচল করছে। এখন সেই ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে হবে ৫টি।

কাশের গুচ্ছ, কয়েকজন এবং একটি মুহূর্ত। নলহাটির ভদ্রপুরে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে। শুক্রবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

# পিছোল মানিক-পুত্রের জামিনের আবেদন

**কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনের জন্য শুক্রবার আবেদন জানান প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্য। তবে শেষ পর্যন্ত জামিনের আবেদনের শুনানি পিছিয়ে যায়।

সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন। ওইদিনই জানানো হবে জামিনের বিষয়টি। ৭ সেপ্টেম্বর মানিকের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য জামিন পেয়েছিলেন। সেই পথেই কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান সৌভিক। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়।

মামলার শুনানিতে সৌভিকের আইনজীবী বলেন, '৭ মাস ধরে প্রমাণ ছাড়াই সৌভিককে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ জমা দিতে পারেনি। তাই সৌভিককে জামিন দেওয়া হোক।'

ইডির আইনজীবী পালটা দাবি করে বলেন, কোভিডের সময় অল বেঙ্গল টিচার ট্রেনিং অ্যাচিভার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি শিক্ষক সংগঠন গঠন করে মানুষের কাছ থেকে টাকা লুঠ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ওই সংস্থার মাথায় ছিলেন মানিক ভট্টাচার্য ও নিয়োগ দুর্নীতিতে

> ৭ মাস ধরে প্রমাণ ছাড়াই সৌভিককে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ জমা দিতে পারেনি। তাই সৌভিককে জামিন দেওয়া হোক।
>
> – সৌভিকের আইনজীবী

ধৃত তাপস মণ্ডল। পুরো প্রক্রিয়াটাই পরিচালনা করতেন সৌভিক। ইডির আইনজীবী আরও জানান, ক্লাস পিছু ছাত্রদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে নেওয়া হত। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে সামনে রেখে এভাবেই বেআইনি পথে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজার থেকে তোলা হয়। এই সংগঠনের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কী যোগ আছে, ইডির কাছে তা জানতে চেয়েছে আদালত।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার চার্জশিট আদালতে পেশ করে ইডি। সেই চার্জশিটে অন্যান্য অভিযুক্তের সঙ্গে মানিকেরও নাম ছিল। এরপর বিভিন্ন সময়ে মানিককে জেরার জন্য ডাকে ইডি।

জেরায় অসহযোগিতার অভিযোগে ১১ অক্টোবর মানিককে গ্রেপ্তার করে ইডি। মামলার তদন্তে নেমে মানিকের বহু অর্থমূল্যের সম্পত্তির হদিস পান ইডি আধিকারিকরা। তখনই দুর্নীতিতে নাম জড়ায় মানিকপত্নী শতরূপা ভট্টাচার্য ও তাঁর ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্যের।

২২ ফেব্রুয়ারি ব্যাংকশাল কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন মানিকের স্ত্রী শতরূপা ও ছেলে সৌভিক। ওইদিনই দুজনকে গ্রেপ্তার করে হেপাজতে নেয় ইডি।

## হেরোইন সহ গ্রেপ্তার যুবক

**আসানসোল, ২২ সেপ্টেম্বর :** নাকা তল্লাশির সময় ২০ গ্রাম হেরোইন সহ এক যুবককে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। আসানসোল শহরের জিটি রোডের উষাগ্রামের গ্লাস ফ্যাক্টরি সংলগ্ন ছাতাপাথর বাসস্ট্যান্ডের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। ধৃত যুবকের নাম শিবরাম যাদব। তার বাড়ি আসানসোল দক্ষিণ থানার কালিকাপুরের সায়ের পাড়ায়। ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ এনডিপিএস আইনের ২১(বি) ও ২৯ নম্বর ধারায় একটি মামলা করেছে। শুক্রবার ধৃতকে ৭ দিনের হেপাজত চেয়ে আসানসোল আদালতে পেশ করে পুলিশ। বিচারক তিন দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কলকাতার একটি মণ্ডপে পুজোর প্রস্তুতি। ছবি : রাজীব মণ্ডল

### আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : গবেষকগণ সফল হবেন। মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। বৃষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। বেশি খেয়ে শরীরের সমস্যা। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। মিথুন : অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে লড়ে আজ আপনি সফল হবেন। বাড়িতে পুজোর পরিকল্পনা। কর্কট : বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্প আজ চালু করলে সাফল্য মিলবে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। সামান্য কারণে অপমানিত হতে পারেন। সিংহ : সামান্য কারণে অপমানিত হতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কন্যা : জনসেবার কাজে যুক্ত হয়ে আনন্দ। বিয়ে ঠিক হতে পারে। মাথার ব্যথায় ভোগান্তি। তুলা : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতভেদ। বন্ধুর সহায়তায় হারানো জিনিস খুঁজে পাবেন। বৃশ্চিক : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। পথে সতর্ক হয়ে চলুন। ধনু : খুব সতর্ক হয়ে কাজ করুন। কারও কথায় কাজ করবেন না। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। মকর : আপনি কিছু না করলেও মিথ্যে অপবাদ হতে পারে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। কুম্ভ : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি লাভ। দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে। মীন : আজ কিছু ধার শোধ করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ শনিবার ৫ আশ্বিন ১৪৩০, ভাঃ ১ আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫ আহিন, সংবৎ ৮ ভাদ্রপদ সুদি, ৭ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।৩২। শনিবার, অষ্টমী দিবা ৭।৩০। মূলানক্ষত্র দিবা ১২।৫৬। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ৭।৩১। ববকরণ দিবা ৭।৩০ গতে বালবকরণ রাত্রি ৬।৪৭ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনিরও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১২।৫৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে, দিবা ৭।৩০ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫৯ মধ্যে ও ১।১ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১ মধ্যে ও ৩।৫৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১২।৫৬ গতে যাত্রা মধ্যম, রাত্রি ২।১৬ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।৩০ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ৭।৩০ মধ্যে দুর্বাষ্টমীব্রত। সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভাবির্ভাব তিথি, পূজা ও মহোৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৩ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫০ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৫।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

# পুজোর সব অনুষ্ঠানে এখনও শাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি

অনীক চৌধুরী

বর্তমান বাংলাদেশে দেবীর স্বপ্নাদেশে শুরু জলপাইগুড়ির ঘোষ পরিবারের পুজো ১৪০ বছরে পা দিতে চলেছে এবার। চার পুরুষ ধরে চলে আসা ওই পুজোর দায়িত্ব এখন বাড়ির ছোট ছেলে রাজকিশোর ঘোষের কাঁধে। নতুন প্রজন্মের কাঁধে পুজোর দায়িত্ব পড়ায় আগ্রহের সঙ্গে আগেভাগেই পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বাড়িতেই প্রতিমার কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তার পাশাপাশি শুরু হয়েছে পুজোর সাজও। ঘোষ পরিবারের ছেলেরা এখনও পুজোর সব অনুষ্ঠানে ধুতি, পাঞ্জাবি আর মেয়েরা শাড়ি পরেই অংশ নেন। ষষ্ঠীতে দেবীবরণ থেকে শুরু করে সন্ধিপুজোর বলি, দশমীর বিসর্জনে পরিবারের সদস্যদের পোশাকে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। তবে, বাড়ির ছোটদের ক্ষেত্রে এই পোশাক পরার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাই পুজোতে ঘুরতে যাওয়ার সময় তারা আধুনিক পোশাক যেমন জিন্স, শার্ট, কুর্তি পরে থাকে।

জলপাইগুড়ি জেলার দুর্গাপুজোর ইতিহাস ঘাঁটলে ঘোষ পরিবারের পুজোর কথা অবশ্যই উঠে আসে। ১৮৮৩ সালে স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুজো শুরু করেছিলেন বাড়ির কর্তা রাধারমন ঘোষ। পরবর্তীতে দেশভাগের পর ১৯৫২ সালে ঘোষ পরিবার জলপাইগুড়িতে চলে আসে। তারপর থেকে এখানেই পুজো চলছে। পুজোর কয়টা দিন বাড়িতে প্রায় ৭০ জন লোক থাকেন। কর্মসূত্রে যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁরা সকলেই এইসময় বাড়িতে আসেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুজোর দায়িত্ব গিয়েছে নতুন প্রজন্মের হাতে। গত দুই বছর ধরে পরিবারের ছেলে রাজ, রামকৃষ্ণ, সুরজিৎ পুজোর বাজার, প্রতিমা আনা সব কাজ করছেন। নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব গেলেও পুজোর নিয়ম কিংবা সাজে সেরকম পরিবর্তন আনা হয়নি। পুরোহিত নামাবলি পরেই পুজোর সব কাজ করে থাকেন। ষষ্ঠীতে দেবীবরণের সময় বাড়ির পুরুষেরা ধুতি এবং স্যান্ডো গেঞ্জি পরে মাকে বরণ করেন। পুজোর বাকি দিনগুলোতেও তাঁরা ধুতি-পাঞ্জাবি কিংবা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকেন। রাজকিশোরের কথায়, 'বাড়ির ছোটরাও অষ্টমীর অঞ্জলি, সন্ধিপুজোর বলিতে ধুতি পরে। আমরা পুরুষেরা বলির সময় পুজোর কাজ করি ধুতি-গেঞ্জি পরেই। কিন্তু অন্য সময় ছোটরা আধুনিক পোশাকই পরে।'

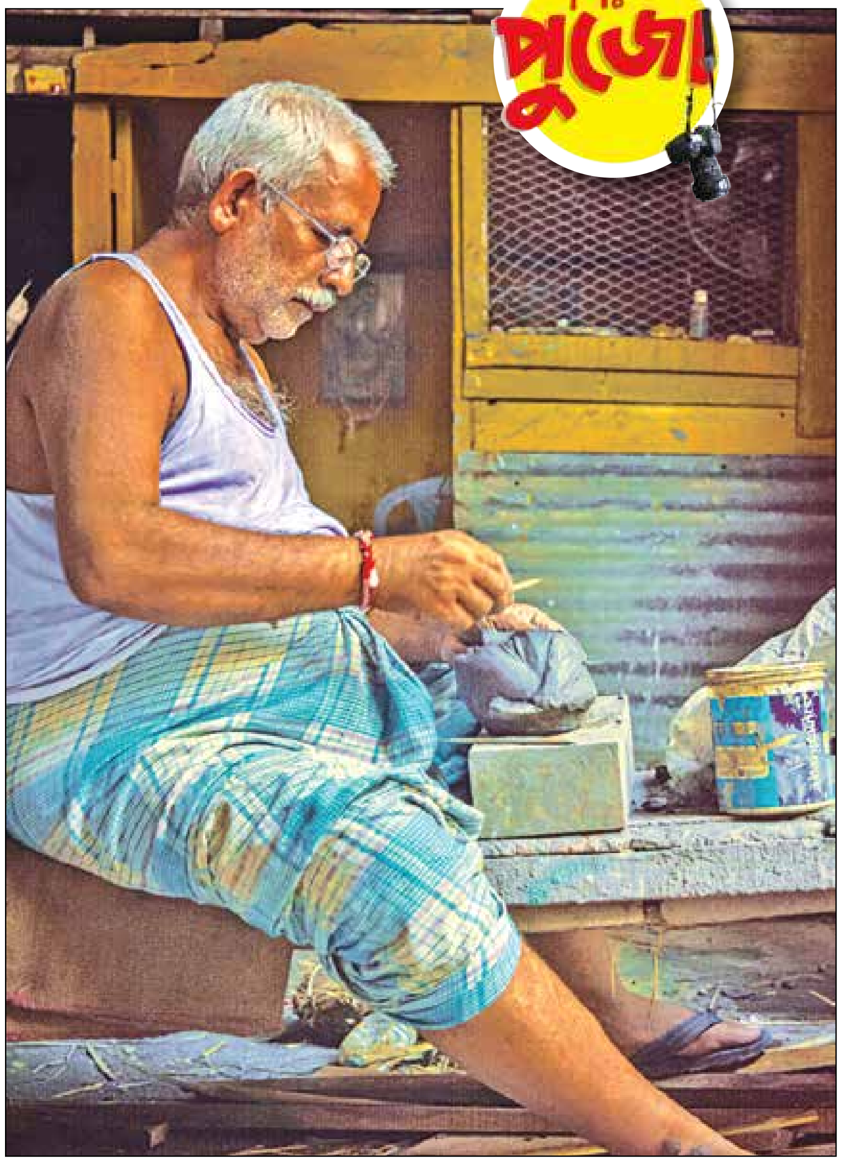

সৃষ্টি ও স্রষ্টা। শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে। ছবিটি পাঠিয়েছেন বরুণ সরকার।

আর পুজোতে বাড়ির মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে পছন্দের খাতায় প্রথমে রয়েছে শাড়ি বলে জানান ঘোষ বাড়ির নতুন বৌ অভিপ্রিয়া বাগচী ঘোষ। তাঁর কথায়, 'পুজোর কয়েকটা দিন বিভিন্ন ট্র্যাডিশনাল শাড়ি পরে থাকি আমরা। দেবীবরণ এবং বিসর্জনের সময় আমরা সাদা-লাল পাড়ের শাড়ি পরি। আর অষ্টমীর অঞ্জলিতে বাড়ির বৌদের জামদানি মাস্ট। এমনকি বাড়ির ছোট মেয়েরাও সেদিন জামদানি শাড়ি পরে। তবে, ঘুরতে যাওয়ার সময় বাড়ির মেয়ে-বৌরা ফ্যাশনেবল কুর্তি অথবা আধুনিক পোশাকও পরি।' পুজোর সাজ নিয়ে তিনি আরও বলেন, মেক আপ কিন্তু আমরা বাইরে থেকে করানোটা পছন্দ করি না। আমরা যতটুকু পারি নিজেরাই করি। অসুবিধা হলে একে অপরকে সাহায্য করি। তবে বাইরে থেকে কোনও মেকআপ আর্টিস্ট এসে সাজিয়ে দেওয়ার নিয়ম নেই।

নতুন প্রজন্মকে এখন পুজোর দায়িত্ব দিয়েছি। সময় বদলেছে, কাউকে পোশাক পরার ক্ষেত্রে জোর করা হয় না। তবে বিসর্জনের দিন লাল পাড় সাদা শাড়ি বাড়ির সব মেয়েদের পরতে হয় বলে জানিয়েছেন বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক পদ্মা ঘোষ।

# গ্ল্যামারে টেক্কা দিচ্ছে এথনিক-মডার্ন

অন্তরা মোদক ও দেবদর্শন চন্দ

অষ্টমীতে শাড়ি না পরলে যেন মনে হয় পুজোটাই অসম্পূর্ণ, সেই ছোটবেলা থেকেই। এখনও সেই ট্র্যাডিশন বজায় রাখলেও কিন্তু পিছিয়ে নেই ওয়েস্টার্ন বা সেমি এথনিক। বরং পুজোর বাকি দিনগুলো সকাল ও রাত বিভিন্ন সময়ের জন্য বেছে নেওয়া হয় শাড়ি বাদে অন্য স্টাইলের পোশাক। কে কত ট্রেন্ডি সেই অঘোষিত প্রতিযোগিতাই যেন চলে পুজোয়। এই ফাঁকে লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে বিভিন্ন দোকান ও বুটিকের।

প্রায় সব দোকানেরই ম্যানিকুইনের গায়ে ফুটে উঠছে 'আলিয়া' ও 'নায়রা' স্টাইল। এই স্টাইলটা বোঝাতে গিয়ে এক বিক্রেতা অনুশ্রী দাস বললেন, 'এক হিন্দি সিরিয়ালের অভিনেত্রীর পোশাকের আদলে এই নায়রা কাট। সিরিয়ালে শিভাঙ্গী যোশির চরিত্রের নাম ছিল নায়রা, তা থেকেই এই নাম।' বিশেষত্ব কী এই নায়রা কাটের? দেখে মনে হতেই পারে বেসিক অনারকলি কুর্তি সেট, কিন্তু পাশে কাটা (স্লিট) রয়েছে। প্যান্ট, ওড়না ও এই কুর্তি মিলিয়ে দাম শুরু হচ্ছে ৯৫০ টাকা থেকে।

নায়রা কাট তো হল, এবার আলিয়া কাট কী? নামেই পরিচয়, আলিয়া ভাটের স্টাইলে ভি-কাট নেকলাইনের এই কুর্তি মূলত কটনেরই হয়। বুকে 'ক্রস' ডিজাইন করা এই কুর্তি সেট ওড়না ও প্যান্টের সঙ্গেই পাওয়া যায়। এই থ্রি পিস কম্বোর দাম শুরু হচ্ছে ১৫০০ টাকা থেকে। শুধু এথনিক নয় রয়েছে ওয়েস্টার্ন কো-অর্ড সেট, যা 'সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার'-দের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়।

মাথাভাঙ্গার এক ব্যবসায়ী সুকান্ত মোদক বলছিলেন, শুধু মেয়ে কেন, ছেলেদের ফ্যাশনেও থাকছে নিত্যনতুন সম্ভার। পাঞ্জাবিতে থাকছে চিকনকারি, চুমকির কাজ। দাম শুরু হচ্ছে ৮০০ টাকা থেকে। শর্ট কুর্তাও এবার ট্রেন্ডিং।

কো-অর্ড সেটের দাম থাকছে ফেব্রিক অনুযায়ী। কটনের ৬০০, শিফনের ১২০০, শ্যানন সিল্কের দাম ১৫০০ থেকে শুরু।

কলেজ ছাত্রী মৌসুমি সাহা জানালেন, এবার পুজোয় এই আউটফিটই তাঁর মনের মতো। আলাদা কোনওরকম স্টাইলিংয়ের দরকার নেই। টপ আর বটমে নেই কোনও কনট্রাস্ট, কাজেই ক্যাজুয়াল আর যে কোনও সময়ে পরে বেরোনো সম্ভব।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, দক্ষিণ ভারত, সুরাট, ফুলিয়া, শান্তিপুর সহ সমস্ত জায়গা থেকেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখে হাল ফ্যাশনের শাড়ি, কুর্তি থেকে শুরু করে পছন্দসই পোশাক নিয়ে এসেছেন ব্যবসায়ীরা। শাড়ির মধ্যে ট্রেন্ডে রয়েছে অরগ্যাঞ্জা, যা হালকার মধ্যে বেশ সুন্দর দেখতে।

চোখধাঁধানো পোশাকে ক্রেতাদের মুগ্ধ করতে রকমারি সম্ভারে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে কোচবিহারের বস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলি। মাদুরাই থেকে মাদুরাই কটন, কোয়েম্বাটোর থেকে পিওর হ্যান্ডলুম সিল্ক, মহারাষ্ট্র থেকে পৈঠানী, ওড়িশা থেকে কটকি, মোবারকপুর থেকে কাতান সহ বিভিন্ন ধরনের শাড়ি পুজো উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীরা দোকানে নিয়ে এসেছেন। জেলা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উত্তম কুণ্ডু বলেন, 'তরুণ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে মুম্বই থেকে পছন্দসই জামাকাপড় আনা হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের অত্যাধুনিক ডিজাইনের শাড়ি, ট্র্যাডিশনাল তাঁতের শাড়ি ফুলিয়া এবং শান্তিপুর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে হাল ফ্যাশনের রকমারি কালেকশন।'

বস্ত্র ব্যবসায়ী সুদীপ সাহার কথায়, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সব জায়গা থেকে পোশাক এনেছি। তরুণ প্রজন্মর ট্রেন্ড বজায় রেখে আলিয়া কাট কুর্তি সহ অরগ্যাঞ্জা শাড়ি রেখেছি। ভালো সাড়া পাচ্ছি।' এসবের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য কুর্তি, গাউন, লেহেঙ্গা এবং ছেলেদের জন্য ট্র্যাডিশন বজায় রেখে পাজামা ও পাঞ্জাবিও রয়েছে।

ভবানীগঞ্জ বাজারের হরিশপাল মোড়ের বস্ত্র বিক্রেতা প্রবীর দাস বলেন, 'দক্ষিণ ভারতের শাড়ি আমাদের কাছে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে, সুরাট এবং বেনারসকে বাদ দিলে শাড়ির বৈচিত্র্য অপূর্ণ থাকবে। তরুণ প্রজন্ম মুম্বইয়ের নায়ক-নায়িকাদের ফলো করলেও আমরা দক্ষিণ ভারতকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। দক্ষিণ ভারত থেকে প্রিমিয়ার ভিলেজ সফট সিল্ক, বেনারসের বেনারসি সহ বিভিন্ন ধরনের শাড়ি, সুরাটের শাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বাছাই করা শাড়ি তোলা হয়েছে। এছাড়াও কাঞ্জিভরম, গাছিতসর সিল্ক, ইক্কত, অরগ্যাঞ্জা সহ বিভিন্ন ধরনের শাড়ি তোলা হয়েছে।'

বস্ত্র ব্যবসায়ী সুরোজ ঘোষ বলেন, 'মুম্বই, বেঙ্গালুরু, সুরাট, আহমেদাবাদ ট্র্যাডিশনাল পোশাকের কালেকশনে বরাবরই এগিয়ে। সেকথা মাথায় রেখে ভারতের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আমরা কালেকশন এনেছি।'

## ফ্যাশন টিপস

## ফ্যাশনে বলিউডি ছোঁয়া

- প্রতিবছর পুজোয় নতুন ট্রেন্ড চোখে পড়ে
- বলিউড নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন ড্রেস এবারের ফ্যাশন ইনস্পিরেশনের তালিকায় রয়েছে
- এথনিক কুর্তি থেকে শুরু করে সাইড স্লিট ড্রেস, সবেতেই রয়েছে ছোঁয়া 'সিলভার স্ক্রিন'-এর
- নাম রাখা হয়েছে 'নায়রা কাট', 'আলিয়া কাট'
- ছেলেদের ফ্যাশনে থাকছে শর্ট কুর্তা ও পাঞ্জাবি

## পুজোয় কী রাঁধবেন

# লাউপাতায় কাতলা পাতুরি

মাস্টার্স করে সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি। পুজোর সময় যেহেতু সবসময় রান্নাঘরে থাকতে ভালো লাগে না, সেই কথা মাথায় রেখে চটজলদি কিছু রান্নার রেসিপি শেয়ার করছি।

–পায়েল সাহা
ফালাকাটা

### উপকরণ

- ফ্রেশ কাতলা মাছ ৪ টুকরো
- সর্ষে বাটা ২ টেবিল চামচ
- পোস্ত বাটা ১ টেবিল চামচ
- আদা বাটা ১/২ চা চামচ
- কাঁচালংকা বাটা ১ চা চামচ
- হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- নুন স্বাদমতো
- চিনি সামান্য (স্বাদের জন্য)
- সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ
- চারটে বড় লাউপাতা, চেরা কাঁচা লংকা

### প্রণালী

প্রথমে মাছগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে একে একে তার মধ্যে নুন, হলুদ, সর্ষে বাটা, পোস্ত বাটা, আদা বাটা, কাঁচা লংকা বাটা, সর্ষের তেল ও সামান্য চিনি দিয়ে মেখে আধ ঘণ্টার মতো রেখে দিতে হবে। এরপর প্রতিটি লাউপাতায় এক-একটি মাছ মশলা সহযোগে দিয়ে এক-একটি চেরা কাঁচালংকা দিয়ে পাতাটি মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এরপর ফ্রাইপ্যানে সামান্য তেল দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ করে ৮-১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে সেঁকে নিলেই তৈরি লাউপাতায় কাতলা পাতুরি। এই পদটি ধোঁয়া ওঠা সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

## বারো মাসে এক উঠোন

# দুর্গার সঙ্গে পুজো নারায়ণ শিলার

প্রণব সূত্রধর

প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে একই কাঠামোয় দুর্গাপুজো হয়ে আসছে গাঙ্গুলিবাড়িতে। সময়ের সঙ্গে বলিপ্রথার ধরন বদলেছে। তবে কয়েকশো বছর ধরে পুজোর একই আচার মেনে চলে আলিপুরদুয়ারের জামতলার এই পরিবার। এখানকার প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হল, একচালা কাঠামোয় দেবী দুর্গার ডানদিকে কার্তিক ও বামদিকে গণেশ থাকেন। সাধারণত, দেবীর ডানদিকে গণেশ ও বামদিকে কার্তিক থাকেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রায় ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলাদেশের ফরিদপুরের মাদারিপুর সাব-ডিভিশনের মহিষার গ্রামে এই পুজো শুরু হয়। পূর্বপুরুষ হলায়ুধ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে দেবীপুরাণ ও শাক্তমতে পুজো শুরু হয়। ১৮৮৭ সাল নাগাদ উমাচরণ গাঙ্গুলি ভাগ্যান্বেষণে আলিপুরদুয়ারে চলে আসেন। তবে আলিপুরদুয়ারের জামতলা এলাকায় পুজো শুরু হয় ১৯১১ সাল নাগাদ। একসময় এই পুজোয় মহিষবলির প্রথা চালু ছিল। পরবর্তীতে পাঁঠাবলি দেওয়া হত। তবে ১৯২৯ সাল থেকে বলিপ্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তার পরিবর্তে 'শত্রু' বলিপ্রথা চালু করা হয়। চালকুমড়ো, চালের গুঁড়ো, হলুদ সহ একাধিক পুজোর উপকরণ দিয়ে একটি মূর্তি 'শত্রু' রূপে তৈরি করা হয়। মানকচু পাতার ওপর লাল শালুতে ঢেকে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠর হাতে সেই শত্রুর মূর্তি পুরোহিত তুলে দেন। তারপর বয়োজ্যেষ্ঠ হাঁড়িকাঠে শত্রুর বলি দেন। পরিবারের সমস্ত সদস্য সেই সময় তাঁকে স্পর্শ করে থাকেন। স্বামী প্রণবানন্দ স্বামীর পরিবারের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল বলে গাঙ্গুলি পরিবারের সদস্যরা জানান।

ষষ্ঠীর দিন দেবী বোধনের আগে পলাশবাড়ির শান্তিধাম আশ্রম থেকে নারায়ণ শিলা আনা হয়। পুজোর কয়েকদিন দেবী দুর্গার সঙ্গে নারায়ণ শিলার পুজো হয়। দশমীর পর আবার শান্তিধাম আশ্রমে নারায়ণ শিলা রেখে আসা হয়।

পুজোর কয়েকদিন মাছের ভোগ হয়। তবে এর মধ্যে ইলিশই প্রধান। বিজয়া দশমীর পর থেকে সরস্বতীপুজোর আগে পর্যন্ত গাঙ্গুলিবাড়িতে ইলিশ মাছ আনা হয় না। বিসর্জনের দিন কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়। কালজানি নদীর ঘাট পর্যন্ত যেতে সাত জায়গায় সাতবার নামানো হয়। তবে প্রতিবার এক পাক করে ঘোরানোর রীতি রয়েছে। দিনের বেলায় বিসর্জনপর্ব চলে। বিসর্জনের পর কাঠামো নদী থেকে তুলে মন্দিরে দেয় স্থানীয় একটি পরিবার।

প্রতিবার জন্মাষ্টমীর দিন প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়। মৃৎশিল্পীর পরিবারও ফরিদপুর থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত বংশপরম্পরায় মূর্তি তৈরি করে চলেছেন।

পুজোর উপকরণের জন্য গঙ্গার গোমুখের জল, সমুদ্রের জল পরিবারের সদস্যরাই জোগাড় করে আনেন। পুজো উপলক্ষ্যে দেশবিদেশের আত্মীয়স্বজনরাও ফিরে আসেন। সল্টলেক থেকে সুজিত গঙ্গোপাধ্যায় ও আটলান্টা থেকে অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ও পুজোয় শামিল হবেন।

পরিবারের তরফে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'পুজো মানে পুনর্মিলন উৎসব। দেশবিদেশের বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজনরা পুজোতে অংশ নেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীরাও শামিল হন।'

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমাদের পূর্বপুরুষ বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেনের আমলে জমিদারের সেরেস্তার কাজ করতেন। তারপর থেকে একই কাঠামো ও একই মৃৎশিল্পী পরিবার বংশপরম্পরায় প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন।'

কাশও যেন চায় আকাশ ছুঁতে। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

# কুৎসিত আক্রমণ বিজেপি সাংসদের

## দানিশ আলিকে অপমানের প্রতিবাদে সরব বিরোধী শিবির

**নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর :** নতুন সংসদ ভবনে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে নবসূচনার বার্তা দিতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাঁর সেই বার্তা যে নিজের দলেই বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি তা প্রমাণ হতে দেরি হল না। তাঁর দলেরই এক সাংসদের 'কুৎসিত' ভাষণ এই অধিবেশনের যাবতীয় মাহাত্ম্য নস্যাৎ করে দিল। বৃহস্পতিবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিল্লির বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরি বিরোধী শিবিরের এক সতীর্থ সাংসদের ধর্ম নিয়ে যেভাবে ন্যক্কারজনক আক্রমণ করলেন তা এককথায় নজিরবিহীন। সনাতন বিতর্কে একদিকে যখন প্রধানমন্ত্রী সহ গোটা বিজেপি শিবির তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবং তাঁর ছেলে উদয়নিধিকে উঠতে-বসতে আক্রমণ করছে তখন রমেশ বিধুরির কুরুচিকর আক্রমণ বিরোধীদের হাতে পালটা অস্ত্র তুলে দিয়েছে এদিন।

বিরোধী বিক্ষোভের মুখে বিধুরির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান স্পিকার ওম বিড়লা। পরিস্থিতি বেগতিক হতে দেখে দক্ষিণ দিল্লির সাংসদকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছেন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁর বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা জানিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও। লোকসভার বিবরণী থেকেও তাঁর মন্তব্য মুছে দিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা। কিন্তু তাতেও বিরোধীদের সমালোচনা থামছে না। এদিকে বিধুরি যখন কুৎসিত আক্রমণ করছিলেন তখন তাঁর পাশে বসা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষবর্ধনকে হাসতে দেখা যায়। প্রবীণ সাংসদ রবিশংকর প্রসাদও হাসিমুখে বিধুরির বক্তব্য শুনছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী সাংসদরা। হর্ষবর্ধন বলেন, 'বিধুরি কী বলছিলেন সেটা আমি ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম না।' তাঁর নাম জড়ানোয় তিনি দুঃখিত বলেও জানান হর্ষবর্ধন।

বৃহস্পতিবার তখন চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল লোকসভায়। স্পিকারের চেয়ারে ছিলেন কংগ্রেসের কে সুরেশ। ভাষণ দিচ্ছিলেন রমেশ বিধুরি। হঠাৎ বসপা সাংসদ কুমার দানিশ আলিকে নিশানা করেন তিনি। তাঁকে সন্ত্রাসবাদী বলে আক্রমণ শানান বিধুরি। বিজেপি সাংসদের এমন আচরণে প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়েন দানিশ। রাজনাথ সিং তাঁর হয়ে সংসদের সামনে ক্ষমাও চেয়ে নেন। কিন্তু তাতে বিতর্ক থামেনি। পরে বিষয়টি স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে জানান বসপা সাংসদ। বিতর্কের জেরে লোকসভার বিবরণী থেকে প্রথমে বিধুরির ওই মন্তব্যগুলি মুছে দেওয়ার আর্জি জানান দানিশ। সেই আর্জি মেনে রাতেই বিধুরির মন্তব্য মুছে ফেলেন স্পিকার। দানিশ আলি বলেন, 'বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে যদি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তাহলে আমি সংসদ ছেড়ে দেব। এটা যদি আমার সঙ্গে হতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে ভেবে দেখুন।' বসপার সাংসদের বক্তব্য, 'সংসদের পাঁচদিনের বিশেষ অধিবেশন কি বিরোধী দলের সাংসদদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর জন্য নেওয়া হয়েছিল। নির্বাচিত সাংসদের নাম ধরে নিশানা করার জন্য করা হয়েছিল? এই ঘটনা গোটা দেশকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। এটা ঘৃণামূলক ভাষণ।' চোখের জল মুছতে মুছতে সংবাদমাধ্যমের সামনে দানিশ জানান, তাঁকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তাতে বৃহস্পতিবার সারারাত তাঁর ঘুম হয়নি। শুক্রবার রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা। রাজনাথ সিংয়ের ক্ষমা চেয়ে নেওয়া বরদাস্ত করা যায় না। কারণ সেটি অর্ধসত্য। এটা সংসদের অপমান। সাসপেন্ড করার মতো ঘটনা এটি। বিধুরি যা বলেছেন তা প্রত্যেক ভারতীয়র অপমান।' বিরোধী দলগুলি রমেশ বিধুরির বক্তব্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারও করেছে। তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রের কটাক্ষ, 'মর্যাদা রক্ষাকারী ওম বিড়লা, বিশ্বগুরু নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা কি এব্যাপারে কোনও কাজ করবেন? মুসলিম, ওবিসিদের অপমান করা বিজেপির সংস্কৃতির অঙ্গ। ভারতীয় মুসলিমদের নিজের দেশে ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকার অবস্থা তৈরি করেছেন নরেন্দ্র মোদি।' ন্যাশনাল কনফারেন্স সুপ্রিমো ফারুক আবদুল্লা বলেন, 'বিজেপি যে মুসলিমদের সম্পর্কে কী ভাবে সেটা এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার।' আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেন, 'সংসদের ভিতর যদি এক সাংসদকে এমন কথা বলা হয় তাহলে মুসলিম, দলিতদের কীভাবে বিরুদ্ধে কী বলা হবে?'

দানিশ আলির সঙ্গে দেখা করলেন রাহুল গান্ধি।

বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে যদি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তাহলে আমি সংসদ ছেড়ে দেব। এটা যদি আমার সঙ্গে হতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে ভেবে দেখুন।
–দানিশ আলি

এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা। রাজনাথ সিংয়ের ক্ষমা চেয়ে নেওয়া বরদাস্ত করা যায় না। কারণ সেটি অর্ধসত্য। এটা সংসদের অপমান। সাসপেন্ড করার মতো ঘটনা এটি। বিধুরি যা বলেছেন তা প্রত্যেক ভারতীয়র অপমান।
–জয়রাম রমেশ

বিজেপি যে মুসলিমদের সম্পর্কে কী ভাবে সেটা এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার।
–ফারুক আবদুল্লা

মর্যাদা রক্ষাকারী ওম বিড়লা, বিশ্বগুরু নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা কি এব্যাপারে কোনও কাজ করবেন?
–মহুয়া মৈত্র

নারীশক্তির জয়গান... বিজেপির সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীকে বিজয়ী সংবর্ধনা দলের মহিলা মোর্চার।

### দলীয় দপ্তর থেকে মহামন্ত্র মোদির

# দেশ এগোতে দরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার

**নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর :** মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সামনে রেখে ২০২৪-এর ঘুঁটি সাজানো শুরু করেছিলেন আগেই। এবার নারীদের ক্ষমতায়নকে ইস্যু করে দেশে আরও একবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের প্রয়োজন বলে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া শিবির ওবিসি এবং বিল কার্যকর করায় বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেও তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ প্রধানমন্ত্রী। উলটে তাঁর হাত ধরে যেভাবে মহিলাদের জন্য লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকা হল, দেশের মহিলা ভোটারদের সমর্থন পেতেই সেটাই এখন মোদির সবথেকে বড় অস্ত্র।

শুক্রবার বিজেপির সদরদপ্তরে দলের মহিলা মোর্চা আয়োজিত নারীশক্তি বন্দন-অভিনন্দন কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীকে বিজয়ীর সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁর নামে জয়ধ্বনির মধ্যে মোদি বলেন, 'আমি ভারতের মা, বোন, কন্যাদের অভিনন্দন জানাতে চাই। ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর আমরা নতুন একটি ইতিহাস তৈরি হতে দেখেছি। কিছু সিদ্ধান্ত দেশের ভবিষ্যৎ বদলানোর ক্ষমতা রাখে এবং আমরা সেরকমই একটি সিদ্ধান্তের সাক্ষী থাকলাম।' প্রধানমন্ত্রীর দাবি, 'একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার থাকা দেশ কীভাবে কাজ করে সেটা সংসদের উভয়কক্ষে বিলটি পাশ হওয়ায় বোঝা গিয়েছে। মহিলাদের সংরক্ষণের পথে আমরা কারও রাজনৈতিক স্বার্থকে বাধা হতে দিইনি।'

বৃহস্পতিবার রাতে রাজ্যসভায় সর্বসম্মতিক্রমে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়ার পর বিজেপির মহিলা সাংসদ-মন্ত্রীরা নতুন সংসদ ভবনের বাইরে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর নামে জয়ধ্বনিও দেন। এদিন বিজেপি দপ্তরেও একই ছবি দেখা যায়। তবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মী-সমর্থকরাও। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, 'সরকার এই সিদ্ধান্তগুলি নিতে পারছে তার কারণ, আপনারা আমাদের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দিয়েছেন। আমরা সর্বস্তরে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই আইন প্রমাণ করেছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, মজবুত, সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম সরকার অত্যন্ত জরুরি।' এদিন দলীয় দপ্তরে মোদিকে স্বাগত জানানোর জন্য হাজির ছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, স্মৃতি ইরানি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এই আইন প্রমাণ করেছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, মজবুত, সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম সরকার অত্যন্ত জরুরি।
–নরেন্দ্র মোদি

## মমতাকেও বিধুরি কুকথা বলেছিলেন

**বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর :** রাখে অমিত শা, মারে কে।

রমেশ রামরিখ বিধুরি আর বিতর্ক হাত ধরাধরি করে চলে। উগ্র মেজাজ, মারমুখী আচরণের কারণে বিরোধী শিবির তো বটেই, বারবার অস্বস্তিতে পড়েছে খোদ বিজেপি শিবিরও। কিন্তু তারপরও স্রেফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র আশীর্বাদধন্য হওয়ার কারণেই দলের অন্দরে বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা যায়নি। আর সেকারণেই বসপা সাংসদ দানিশ আলিকে লোকসভায় সন্ত্রাসবাদী, মোল্লা, দালাল বলে অপমান করা সত্ত্বেও বিধুরির বিরুদ্ধে আদৌ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি, রাহুল গান্ধিকেও কুমন্তব্য করে খবরের শিরোনাম হয়েছেন দক্ষিণ দিল্লির বিজেপি সাংসদ।

একবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সরকারের সন্ত্রাস ও হিংসার বিরুদ্ধে দিল্লির বুকে মিছিলে দাঁড়িয়ে তৃণমূলনেত্রীকে 'ডাইনি' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সংসদে সৌগত রায়ের ভাষণেও বাধা দিয়েছিলেন বিধুরি। বিবাদে জড়িয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র'র সঙ্গেও।

মোদি সরকারের প্রথম পর্বে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়েছিলেন বিধুরি। লোকসভায় তাঁর অভব্য আচরণের জন্য প্রবল ক্ষুব্ধ হন অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজরা। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বিরক্ত হয়েছিলেন তাঁর আচরণে। ২০১৯ এ দক্ষিণ দিল্লি কেন্দ্র থেকে আপ মুখপাত্র রাঘব চাড্ডাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার লোকসভায় আসেন বিধুরি।

# আন্তর্জাতিক মানের শপিংমল কলকাতায়

## দুবাইয়ে মমতার সঙ্গে লুলু গ্রুপের বৈঠক

**দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বর :** স্পেন সফর সেরে এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুবাইয়ে বৈঠক করলেন বহুজাতিক সংস্থা লুলু গ্রুপের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর আশরফ আলির সঙ্গে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে পরিষেবা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পরিকাঠামো নির্মাণ সহ একাধিক ক্ষেত্রে লুলু গ্রুপের বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক মানের শপিংমল তৈরি করতে আগ্রহী লুলুরা। সব কিছু ঠিকঠাক চললে নিউটাউনে গড়ে উঠবে মলটি। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জিনিসপত্রের পাশাপাশি মিলবে রাজ্যে তৈরি জিনিসপত্র। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে লুলু গ্রুপের সব শপিংমলে বিশ্ব বাংলার কাউন্টার খোলা হতে পারে।

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত, কাতার, মিশর, বাহারিন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ বহু দেশে ছড়িয়ে রয়েছে ২৩৪টি লুলু মল। ভারতে কেরল, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও উত্তরপ্রদেশে তাদের কয়েকহাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে। লুলুদের সব মলে বিশ্ববাংলার স্টল খোলার বিষয়টি রাজ্যে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এর ফলে বাংলার পণ্য দেশ-বিদেশে পরিচিতি পাবে। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড হিসাবে গড়ে ওঠবে বিশ্ববাংলা। বৈঠকের পর দৃশ্যতই খুশি মুখ্যমন্ত্রী এক্স-পোস্টে লিখেছেন, 'লুলু গ্রুপের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর বাংলার উন্নতির ব্যাপারে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল। আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছি, যার মধ্যে রয়েছে নিউটাইনে একটি বিশ্বমানের মলের সম্ভাবনা। আমরা লুলু গ্রুপের খুচরো বিপনীগুলিতে বিশ্ব বাংলা পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রচার নিয়ে আলোচনা করেছি। এছাড়া লুলু গ্রুপ মৎস্য, পোল্ট্রি, দুধ, মাংস প্রক্রিয়াকরণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমি বেঙ্গল বিজনেশ সামিট, ২০২৩-এ অংশ নেওয়ার জন্য লুলু গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে রোমাঞ্চিত। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সহযোগিতাকে আরও দৃঢ় করতে এবং সমৃদ্ধির পথ নির্মাণ করতে পারি।'

এদিন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী থানি বিন আহমেদ আল জাইদিরসঙ্গেও বৈঠক করেছেন মমতা। সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে এই রাজ্য থেকে পণ্য রপ্তানি। বৈঠক সেরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যত পণ্য যায় তার ১২ শতাংশ রপ্তানি করা হয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। তাঁর দাবি, ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের অর্থনীতি সাড়ে ১৭ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি টপকে যাবে। তাঁর কথায়, বাংলার ৯৯ শতাংশ মানুষ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে রাজ্যের।

লুলু গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকের পর ক্যামেরাবন্দি মমতা ও তাঁর টিম।

## বিক্রম, প্রজ্ঞান ঘুমেই, সাড়া পেল না ইসরো

**বেঙ্গালুরু, ২২ সেপ্টেম্বর :** ইসরোর ডাকে সাড়া দিল না চন্দ্রযান৩। চাঁদের মাটিতে কাজ শেষের পর ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল চন্দ্রযান৩-এর যাত্রী ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞানকে। কথা ছিল, চাঁদে সূর্য উঠলে তাদের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করা হবে। শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সেই চেষ্টা করার কথা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইসরোর কোনও চেষ্টাই সফল হয়নি। ঘুম ভাঙানোর গোটা প্রক্রিয়া স্থগিত করার কথা জানিয়েছে ইসরো। স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টারের ডিরেক্টর নীলেশ দেশাই জানিয়েছেন, 'প্রথমে স্থির হয়েছিল আজ সন্ধ্যাবেলায় বিক্রম আর প্রজ্ঞানকে পুনরায় চালু করার চেষ্টা হবে। কিন্তু অনিবার্য কারণে তা স্থগিত রাখতে হয়েছে। আগামীকাল আবার চেষ্টা চালানো হবে।'

ইসরো জানিয়েছে, বিক্রম বা প্রজ্ঞানের কাছ থেকে কোনও সিগন্যালই এসে পৌঁছোয়নি তাদের কাছে। তবে একইসঙ্গে ইসরো এ-ও জানিয়েছে, সাড়া না পেলেও এখনই তারা হাল ছাড়ছে না। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডলে এ ব্যাপারে একটি পোস্ট করেছে ইসরো। তাতে তারা লিখেছে, 'চন্দ্রযান৩ অভিযানের খবর: বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোনও সংকেত আসেনি। তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।' এর আগে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, চাঁদের মাটিতে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে দীর্ঘ সময় থাকার পর বিক্রম ও প্রজ্ঞানের ফের সক্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব। তাঁদের সেই আশঙ্কাই কি সত্যি হতে চলেছে? এ ব্যাপারে সরকারিভাবে ইসরো কিছু জানায়নি।

## জামিন অনুব্রতর হিসাবরক্ষকের

**নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর :** অবশেষে জামিন পেলেন মণীশ কোঠারি। গোরু পাচার মামলায় এই প্রথম কোনও অভিযুক্ত পেলেন জামিন। গোরু পাচার কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইডির হাতে মণীশ গ্রেপ্তার হন প্রায় মাস ছয়েক আগে। দিল্লির ইডি দপ্তরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিলেন, 'আমি নির্দোষ! আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে গেল।' সেই সময় থেকেই লাগাতার নিজের জামিনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের হিসেবরক্ষক মণীশ কোঠারি। দিল্লির বিভিন্ন আদালতে বারবারই তার জামিনের আর্জি খারিজ হওয়ার পরে অবেশেষে শিকে ছিঁড়েছে মণীশের ভাগ্যে। শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মা শর্তসাপেক্ষে মণীশের অন্তবর্তী জামিন মঞ্জুর করেছেন।

জানা গিয়েছে, ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে মণীশকে জামিন দেওয়ার কথা জানিয়েছে আদালত। তবে তিনি এখন বিদেশে যেতে পারবেন না, তার পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে ইডির কাছে। রাতদিন তার মোবাইল খোলা রাখতে হবে। তাকে তলব করা হলে সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হতে হবে ইডির তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে, সাহায্য করতে হবে ইডির তদন্ত প্রক্রিয়ায়। পাশাপাশি বাড়ি বদল করতে পারবেন না মণীশ। হলফনামায় উল্লিখিত ঠিকানাতেই তাঁকে থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মা।

## পথকুকুরকে চাপা চালকের, বিক্ষোভ

**কটক, ২২ সেপ্টেম্বর :** একটি পথকুকুরকে নিষ্ঠুরভাবে চাপা দিয়েছেন এক অটোচালক। এই অভিযোগে ফেটে পড়লেন কটকের বাসিন্দারা। অটোচালকের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার শহরের বিদানসি থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন শহরের পশু ও পাখি কল্যাণ ট্রাস্ট সুশ্রূষার প্রতিষ্ঠাতা সাইনি মিশ্র। তিনি সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস-এর কার্যবির্বাহী সদস্য। মৃত পুরুষ কুকুরটির বয়স আনুমানিক দেড়বছর। কুকুরটি রাস্তায় থাকলেও তার পরিতর্যা করা হত নিয়মিত।

# ইউপিএ আমলে না হওয়ায় অনুতপ্ত রাহুল

**বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর :** প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের আমলে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করিয়ে তাতে ওবিসিদের জন্য কোটার বন্দোবস্ত না করায় আক্ষেপ প্রকাশ করলেন রাহুল গান্ধি।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নেন। রাহুল বলেন, 'পূর্বতন কংগ্রেস সরকার মহিলা সংরক্ষণ বিলে ওবিসি কোটা নির্ধারণ করতে পারেনি। তার জন্য আমি ১০০ শতাংশ অনুতপ্ত। এটা করা উচিত ছিল।' ২০১০ সালে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়েছিল রাজ্যসভায়। কিন্তু সপা, বসপা, আরজেডির মতো দলগুলি ওবিসি সংরক্ষণের দাবি তোলায় সেটি লোকসভায় আটকে যায়।

নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে সদ্য পাশ হওয়া নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়মে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা করেন রাহুল। বিল পাশ হয়ে গেলেও সেটি কার্যকর করতে কেন জনগণনা ও ডিলিমিটেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রাহুল বলেন, 'মহিলা সংরক্ষণ বিলটি খুব ভালো। কিন্তু বিলে জনগণনা এবং ডিলিমিটেশন আগে করা দরকার বলে ফুটনোট ছিল। সেগুলি করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যাবে। সত্যিটা হল, মহিলা সংরক্ষণ বিলটি আজই কার্যকর করা যেত। এই দেরিটা অপ্রয়োজনীয়। আর এটা সরকারের নজর ঘোরানোর কৌশল।'

তাঁর তোপ, 'সত্যিটা হল, সংসদ এবং বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ আজই চালু করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মোদি সরকার এটি করতে চাইছে না। ওরা শুধু বিভ্রান্ত করছে।' ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ বলেন, 'সরকার যে মহিলা সংরক্ষণ বিল দেশের সামনে নিয়ে এসেছে সেটি কার্যকর করতে ১০ বছর সময় লেগে যাবে।' রাহুলের সাফ কথা, 'আমাদের সরকার এলে জাতিগত জনগণনা করা হবে। কতজন ওবিসি, কতজন দলিত, আদিবাসীই বা কতজন সেটা আগে দেশ জানুক।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওবিসিদের জন্য কী করেছেন সেই প্রশ্নও এদিন তুলেছেন রাহুল। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেন যে উনি ওবিসিদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। তাই যদি হবে তাহলে ৯০ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ৩ জন ওবিসি সচিব রয়েছেন কেন? দেশের বাজেটের মোট কতটা ওঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন?' বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যায় মহিলা সংরক্ষণ বিল। তার আগে বুধবার লোকসভায় পাশ হয় বিলটি। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মিললেই বিলটি আইনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

### মহিলা বিলে ওবিসি সংরক্ষণ

সরকার যে মহিলা সংরক্ষণ বিল দেশের সামনে নিয়ে এসেছে সেটি কার্যকর করতে ১০ বছর সময় লেগে যাবে।
–রাহুল গান্ধি

## গৃহবন্দিত্ব শেষে নমাজে মীরওয়াইজ

**শ্রীনগর, ২২ সেপ্টেম্বর :** চার বছর গৃহবন্দি থাকার পর মুক্তি পেলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা মীরওয়াইজ উমর ফারুক। শুক্রবার শ্রীনগরের ঐতিহাসিক জামা মসজিদের নমাজে অংশ নিলেন তিনি। হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারম্যানের নমাজে যোগদান কেন্দ্র করে মসজিদ চত্বর ভিড়ে ঠাসা হয়ে যায়। পুষ্পবৃষ্টি করে উমরকে স্বাগত জানান সমর্থকরা। মীরওয়াইজের নামে স্লোগান দেওয়া হয়।

উমরের গৃহবন্দি দশা কেটে যাওয়ার ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপার্সন ডঃ দারাজশানা অনদ্রাবি। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। ২০১৯ সালের ৫ অগাস্ট গৃহবন্দি হয়েছিলেন মীরওয়াইজ উমর ফারুক।

# এনডিএ জোটে শামিল দেবেগৌড়ার জেডিএস

**নয়াদিল্লি,২২ সেপ্টেম্বর :** শত্রুর শত্রু বন্ধু। কর্ণাটকে কংগ্রেসের উত্থানের জেরে শেষ পর্যন্ত বিজেপির ঘাটেই নৌকা ভেড়ালেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া। শুক্রবার তাঁর দল জনতা দল-ধর্মনিরপেক্ষ (জেডিএস) আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। এক্স-পোস্টে নাড্ডা লিখেছেন,'জেডিএস এনডিএতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমি খুশি। আমরা তাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এই যোগদান এনডিএ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও শক্তিশালী করবে।'

এদিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠক করেন জেডিএস-এর সেকেন্ড ইন্ড কমান্ড তথা দেবেগৌড়া পুত্র কুমারাস্বামী। বৈঠকে নাড্ডা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। সেই বৈঠকের কিছুক্ষণের মধ্যে জেডিএসের যোগদানের কথা জানিয়ে দেওয়া হয় বিজেপির তরফে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে একের পর এক বিরোধী দল যখন ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিচ্ছে সেই সময় জেডিএসের এনডিএ-যোগ তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে কর্ণাটকে কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপি-জেডিএস-এর দ্বিমুখী লড়াই নিশ্চিত হয়ে গেল।

কর্ণাটক বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের কাছে পর্যদস্ত হওয়ার পর থেকে বিরোধী জোটের বৈঠকে দেবেগৌড়া, কুমারস্বামীকে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক মহলের একাংশ অবশ্য গেরুয়া শিবিরে জেডিএসের যোগ দেওয়াকে সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছিল।

# স্ট্যালিন-পুত্রকে সুপ্রিম-নোটিশ

**নয়াদিল্লি ও চেন্নাই,২২ সেপ্টেম্বর :** সনাতন ধর্ম উচ্ছেদের পক্ষে সওয়াল করায় ডিএমকে নেতা তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধিকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। উদয়নিধি ছাড়াও নোটিশ পাঠানো হয়েছে তামিলনাড়ু সরকার, রাজ্য পুলিশ, ডিএমকের রাজ্য সভাপতি বীরমণি কে ভিরামণি, তামিলনাড়ুর সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান পিটার আলফানসো সহ মোট ১৪ জন ব্যক্তি ও সংস্থাকে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবী বি জগন্নাথের দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালতের তরফে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাব তলব করা হয়েছে। যদিও শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ প্রাথমিকভাবে মামলাটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানানো হয়, সরাসরি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানানোর বিকল্প আবেদনকারীর সামনে ছিল। দুই বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন করে, কেন আপনি (আবেদনকারী) এখানে এসেছেন? হাইকোর্টে যান। আপনি আবেদনে একটি এফআইআর দায়েরের অনুরোধ করেছেন। আপনি তো আমাদের থানায় পরিণত করেছেন।

আবেদনকারীর আইনজীবী পালটা যুক্তি দেন, রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন একটি ধর্মকে হেয় করে, শিশুদের একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য করে, তখন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। শিশুরা যাতে সনাধন ধর্মের বিরুদ্ধে সরব হয় সেজন্য সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলেও তাঁর দাবি। আইনজীবী বলেন, এটি এমন একটি ঘটনা যেখানে সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালতের এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা উচিত।

**গুলিবিদ্ধ যুবক**

জমি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদের জেরে ললিতকুমার যাদব নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বিহারের আরারিয়ার মথুরা উত্তর গ্রামে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

# অভিষেককে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

**কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আনা অভিযোগ বা ইসিআইআর খারিজ করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ওই মামলায় অভিষেককে রক্ষাকবচ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তবে ইসিআইআর খারিজ করার আবেদন গ্রাহ্য করেননি বিচারপতি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেপ্তার করা ও তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র বের করা ছাড়া অভিষেকের বিরুদ্ধে অন্য কোনও তথ্যপ্রমাণ এখনও পর্যন্ত আদালতের সামনে তুলে ধরতে পারেনি ইডি। তদন্ত চলছে তাই ইসিআইআর খারিজের আবেদন এখন অপরিণত অবস্থায়। তাই এই নিয়ে আদালত এখনই কোনও নির্দেশ দেবে না।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইডির ইসিআইআর খারিজ করার দাবিতে মামলা করেন অভিষেক। ইডি যখন কোনও মামলায় সরকারিভাবে অভিযোগ দায়ের করে তখন তাকে বলা হয় ইসিআইআর। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের বিরুদ্ধে ইসিআইআর দায়ের করেছিল ইডি। অভিষেকের আইনজীবী আদালতে আর্জি জানিয়ে বলেছিলেন, ইডি তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরতে পারেনি। অথচ ইসিআইআরের ভিত্তিতে অভিষেককে বারবার জেরার নামে ডেকে পাঠিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। যেদিন অভিষেকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকছে সেদিনই বেছে বেছে তাঁকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। তাই ইসিআইআর খারিজ করা হোক।

**ইডির আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতির মন্তব্য**

> অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা যে মৌখিক অভিযোগগুলি তুলেছেন, সেই ব্যাপারে এখনও কোনও তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারেননি। আপনাদের কাছে রয়েছে শুধু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া কিছু তথ্য। এটুকুর ভিত্তিতে অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না।

শুনানির শেষে এদিন এই মামলার রায়ে বিচারপতি বলেন, 'ইসিআইআরের বিষয়টি খুব প্রিম্যাচিওর স্তরে রয়েছে। তা খারিজ করা যাবে না।' ইডির আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা যে মৌখিক অভিযোগগুলি তুলেছেন, সেই ব্যাপারে এখনও কোনও তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারেননি। আপনাদের কাছে রয়েছে শুধু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া কিছু তথ্য। এটুকুর ভিত্তিতে অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না।'

ইসিআইআরের ভিত্তিতে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ১৩ সেপ্টেম্বর সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে অভিষেককে ডেকে পাঠায় ইডি। অথচ ওইদিনই দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠক ছিল। অভিষেক বাধ্য হয়ে জোটের বৈঠকে না গিয়ে ইডি দপ্তরে যান। সেখানে দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি আধিকারিকরা। ইডি দপ্তর থেকে বেরিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, 'আমাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমি এখনও লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সিইও। ওই সংস্থার যে লেনদেনকে কয়লা বা বালি পাচারের টাকা বলে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, এখন আবার সেটাকেই নিয়োগ দুর্নীতির টাকা বলা হচ্ছে। ইডি ১০ পয়সাও প্রমাণ করতে পারেনি। আমাকে হয়রান করার জন্যই ওরা এসব করছে।' এদিন আদালতের রায় প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'অভিষেক আগেই বলেছেন, তিনি কোনও অপরাধ করেননি। অপরাধের এক ইঞ্চি প্রমাণ কেউ দেখাতে পারলে তিনি স্বেচ্ছায় শাস্তি বরণ করে নেবেন। আদালতও বলেছে, অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও অর্থবহ প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না। তাতে অভিষেকের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিজেপি এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। তা প্রমাণিত হল।'

# মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলেই দশ টাকা অনুদান

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসলেই হাতে হাতে মিলবে কড়কড়ে দশ টাকা। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পিছু দশ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অনুদানের কথা জানাজানি হতেই হইচই পড়েছে শিক্ষকমহলে। মাধ্যমিক পরীক্ষার খরচ এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে পর্ষদ। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সামান্য ভুল সংশোধনের জন্য ৫০ টাকা থেকে কুড়ি গুণ বাড়িয়ে ফি করা হয়েছে ১০০০ টাকা। সেখানে মাত্র দশ টাকা অনুদানের ঘোষণায় হাসাহাসি করছেন শিক্ষক থেকে অভিভাবক সকলেই।

কোচবিহারের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক সুবোধ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'যদি সত্যিই দশ টাকা দেওয়ার ঘোষণা হয়ে থাকে সেটা পরীক্ষার্থীদের অপমান করা ছাড়া কিছুই নয়। বিনামূল্যে শিক্ষার কথা বলে নানা কায়দায় পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নবম শ্রেণি থেকেই বিভিন্ন ফি আদায় করা হয়। ওই টাকা কোনও অবস্থাতেই নেব না।'

এদিন রাতেই পর্ষদের উপ সচিব (পরীক্ষা)-এর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি পৌঁছে গিয়েছে জেলায় জেলায়। শিক্ষা দপ্তর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে সেই বিজ্ঞপ্তি পেয়ে গিয়েছেন বহু স্কুলের শিক্ষকরা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষার্থীরা অনুদান পাবে। স্কুলের তরফে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা সহ অন্য তথ্য জানিয়ে পর্ষদকে নথি পাঠাতে হবে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে দশ টাকা হিসাবে মোট অনুদানের টাকা স্কুলের ফান্ডে পাঠাবে পর্ষদ। স্কুল সেই টাকা বিতরণ করবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে বা পরীক্ষা দিতে যাতে সমস্যায় না পড়ে সেইজন্য উৎসাহ দিতে পরীক্ষা সংক্রান্ত অ্যাডহক কমিটি ওই অনুদান মঞ্জুর করেছে বলেই পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা মোট সাতদিনের। সেখানে দশ টাকা অনুদান কতটা কাজে লাগবে পরীক্ষার্থীদের তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। পর্ষদের ঘোষণা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতির কথা, 'হাস্যকর ঘোষণা। দশ টাকায় একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া যায় এমন কলম ছাড়া কিছুই হবে না। আজকালের বাজারে দশ টাকায় একটি ভালো চকোলেটও হয় না। টোটোয় এক কিলোমিটার পথ গেলেই দশ টাকা ভাড়া দিতে হয়। কোন যুক্তিতে মাত্র দশ টাকা অনুদানের কথা ঘোষণা করা হল তা বোধগম্য হচ্ছে না। অনুদানের বদলে পরীক্ষার খরচ কমিয়ে দিক পর্ষদ। রেজিস্ট্রেশন ফি মকুব করে দেওয়া হোক, তাহলেই সত্যিকারের পরীক্ষার্থীদের উপকার হবে।'

## ভেটেরিনারি কলেজে ভর্তি

**কিশনগঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বর :** কিশনগঞ্জ জেলার পুঠিয়া ব্লকের আররাবাড়িতে নতুন কলেজ অফ ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমাল সায়েন্স-এ শীঘ্রই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। এই বছর যাঁরা নিট পাশ করেছেন, তাঁদের ভর্তি প্রক্রিয়া হবে। পরে স্নাতকোত্তর স্তরেও পড়াশোনা শুরু হবে। আররাবাড়ি কৃষি কলেজ চত্বরে এই কলেজের নিজস্ব ভবনে পঠনপাঠন হবে। পড়ুয়াদের জন্য অত্যাধুনিক হস্টেল আছে।এছাড়া সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এই কলেজে সেন্ট্রাল ডায়াগনস্টিক প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি তৈরি হচ্ছে।

## বালকের তৎপরতায় রক্ষা কাঞ্চনজঙ্ঘার

**মালদা, ২২ সেপ্টেম্বর :** আট বছরের বালকের উপস্থিতবুদ্ধিতে বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল শিয়ালদা-শিলচর আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। মোরসেলিম শেখ নামে আট বছরের এই বালক রেললাইনের বেশ কিছুটা মাটি সরে গিয়েছে দেখে লাল গেঞ্জি উড়িয়ে ট্রেনটিকে থামিয়ে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার মালদার ভালুকা রোড স্টেশনের কাছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভালুকা রোডের কাছে রেললাইনের বেশ কিছুটা অংশের মাটি সরে গিয়ে গর্ত হয়ে যায়। বিষয়টি স্থানীয় মানুষের নজরে আসে। সেই সময় ওই লাইন দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আসছিল। স্থানীয় মানুষজন তা দেখে চিৎকার জুড়ে দেন। কিন্তু চালকের কানে সেই চিৎকার স্বাভাবিকভাবেই ঢোকেনি। তখন ছোট্ট মোরসেলিম নিজের গায়ের লাল গেঞ্জি উড়িয়ে নাড়তে থাকে। তা দেখে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন চালক। পরে রেলকর্তারা ঘটনাস্থল এসে পরিদর্শন করেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন ট্রেন না থামলে বড় দুর্ঘটনা হতে পারত। রেলকর্তা, চালক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা- সবাই মোরসেলিমকে বাহবা দিচ্ছেন। সবার পিঠ চাপড়ানি পেয়ে দারুণ খুশি ছোট্ট মোরসেলিমও।

## চাকরি প্রতারণায় গ্রেপ্তার ৪

**কিশনগঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বর :** বিহারের আরারিয়া পুলিশ চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে বৃহস্পতিবার চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত অভিষেক কুমার, দীপক কুমার, বাবলু কুমার ও রোহিত কুমারের কাছ থেকে দুটি ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টার ও বেশ কিছু ভুয়ো নথিপত্র বাজেয়াপ্ত হয়। এই চক্রের সদস্যরা আন্তঃরাজ্য প্রতারণাচক্রের সদস্য বলে পুলিশ সুপার অশোককুমার সিং জানিয়েছেন। এই চক্রটি আরারিয়া শহরের মহিলা কলেজের পাশে আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রির কার্যালয় খুলে বেকারদের চাকরি দেওয়ার নামে মোটা অঙ্কের টাকা তুলত বলে অভিযোগ। ইন্টারভিউয়ের পরে আয়ুর্বেদিক ওষুধের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নিয়োগপত্র দেওয়া হত।

## অপসারিত

*প্রথম পাতার পর*

শিলিগুড়ির বাসিন্দা জয়জিৎ দুটি আইন কলেজের চেয়ারম্যান পদেও রয়েছেন। রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমেই যে তাঁকে পদ থেকে সরানো হয়েছে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকেই অপসারণের নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট দিনের পরও জয়জিৎ অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন এবং অন্যান্য কাজকর্ম করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও সেবিষয়ে জয়জিৎ কিছু বলতে চাননি। হাইকোর্টের এক আইনজীবীর ব্যাখ্যা, 'সার্কিট বেঞ্চ চালুর পর অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেলের কোনও পদ ছিল না। জয়জিৎকে সেই পদে নিয়োগ করার পরই আমরা ওই পদের ব্যাপারে জানতে পারি। তবে যা হল তাতে আমরা প্রত্যেকেই অবাক। ওঁর নিয়োগপত্র পাওয়ার ঘটনাতেও অবাক হয়েছিলাম, আবার ওঁকে সরিয়ে দেওয়াতেও অবাক হয়েছি।' সবমিলিয়ে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল পদ নিয়ে বেশ জলঘোলা শুরু হয়েছে।

### আবহাওয়া
শনিবারের পূর্বাভাস

| | সর্বোচ্চ (ডি.সে.) | সর্বনিম্ন (ডি.সে.) |
|---|---|---|
| কলকাতা | ৩৩.০ | ২৭.০ |
| শিলিগুড়ি | ২৫.০ | ২২.০ |
| জলপাইগুড়ি | ২৫.০ | ২৩.০ |
| কোচবিহার | ২৭.০ | ২৪.০ |
| আলিপুরদুয়ার | ২৭.০ | ২৪.০ |
| মালদা | ৩০.০ | ২৫.০ |
| রায়গঞ্জ | ২৭.০ | ২৪.০ |
| গ্যাংটক | ২০.০ | ১৫.০ |

# রায়গঞ্জে আতঙ্কের নাম এইডস

### এইচআইভি আক্রান্তের তালিকায় ভারতে ২ নম্বর উত্তর দিনাজপুর। উত্তরপ্রদেশের নয়ডা ১ নম্বরে, ৪ নম্বরে উত্তর চব্বিশ পরগনা।

**বিশ্বজিৎ সরকার**

**রায়গঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বর :** এইচআইভি আক্রান্তের তালিকায় একলাফে ভারতে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে উত্তর দিনাজপুরের নাম। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দেওয়া তথ্য এরকমই। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জেলায় ২১৭ জন এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু একদশকের পরিসংখ্যান শুনতেই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ২০১০-২০২২ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার জন এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছেন। এই পরিসংখ্যানে আশঙ্কায় জেলাবাসী।

বাংলার জন্য আরও আতঙ্ক রয়েছে। তালিকার ১ নম্বরে উত্তরপ্রদেশের নয়ডা। ৩ নম্বরে হরিয়ানার পানিপত। ৪ নম্বরেই বাংলার উত্তর চব্বিশ পরগণা। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক যা হিসেব দিলেন, তাতে মালদা এবং মুর্শিদাবাদের অবস্থাও ভালো নয়। তারা তালিকার উপরের দিকেই।

কিন্তু উত্তর দিনাজপুরে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে কেন ? উত্তর দিনাজপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আর্থিক পরিস্থিতির জন্য দায়ী। জেলার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ১২ ও ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক, সড়কের ধারে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে পতিতালয়। ফলে ট্রাকচালকরা সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়াও ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া কর্মীদের মাধ্যমেও এইডস ছড়াচ্ছে।

উত্তর দিনাজপুরের এক স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানান, সচেতনতা বাড়ানোর জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে শিবির করা হচ্ছে। তবে জেলার জনসংখ্যা নিরিখে খুব কম পরিমাণ লোক এখনও পর্যন্ত রক্তের নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে। তাই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আশঙ্কা, আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

ডিস্ট্রিক্ট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউনিটের এক আধিকারিক জানান, পরীক্ষার কিট না থাকায় রক্ত নেওয়া যায়নি। কিটের জন্য ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের (ন্যাকো) কাছে আবেদন করা হয়েছে। ফলে জেলার যৌনকর্মীদের রক্ত পরীক্ষা আটকে রয়েছে। উত্তর দিনাজপুর আটটি ইন্টিগ্রেটেডে কাউন্সিল অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার (আইসিটিসি) রয়েছে। গত বছরে মোট ১১ হাজার ৮৯ জনের রক্ত পরীক্ষা হয়েছে। ইসলামপুরে পরীক্ষা করতে এসেছেন ১৯১ জন। রায়গঞ্জ মেডিকেলে ১০৯ জন পরীক্ষা করিয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, এই মুহূর্তে জেলায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারীক পূরণ শর্মা বলেন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এইচআইভি নিয়ে কাজ করছে। এইডস আক্রান্ত নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর তৎপর।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় এক এইডস আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক জানালেন, 'কীভাবে আমার শরীরে এই রোগ বাসা বেঁধেছিল জানি না। জানার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। তবে এআরটি'র স্বাস্থ্যকর্মীরা ভরসা জুগিয়েছে। রোজ একটা করে টিএলডি ওষুধ খাচ্ছি। প্রতিবেশীরাও পাশে দাঁড়িয়েছেন।'

রায়গঞ্জ মেডিকেলের চিকিৎসক অরবিন্দ রায়ের বক্তব্য, 'এইচআইভি এক ধরনের ভাইরাস। যা শরীরে সংক্রমিত হয় রক্তের মাধ্যমে বা ও অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গের কারণে। এইডস হল এইচআইভির সংক্রমণ অতিরিক্ত বৃদ্ধির পর্যায়ে শরীরে সংক্রমণ ক্ষমতা কমে, অন্য রোগগুলি দ্রুত বাড়তে শুরু করে।'

কিন্তু কীভাবে এর থেকে মুক্তি সম্ভব ? চিকিৎসক দিলীপকুমার গুপ্তার মতে, 'সঠিক ও নিয়মিত ওষুধ শরীরে এইচআইভি ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত রুখে দেয়। ওষুধ না খেলে চরম পরিণতি হবে।'

### সিদ্ধান্ত বেসরকারি বাস মালিকদের

# ক্যানসার আক্রান্তদের ৫০ শতাংশ ছাড়

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** ক্যানসার আক্রান্তদের টিকিটের দামের ওপর ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন উত্তরবঙ্গের বেসরকারি বাস মালিকরা। শুধু ক্যানসার আক্রান্তই নয়, তাঁর সঙ্গে থাকা এক যাত্রীর টিকিটেও ৫০ শতাংশ ছাড়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য বিশেষ কার্ডও তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ক্যানসার আক্রান্তের ছবি, ঠিকানা সহ নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানির স্বাক্ষর থাকবে।

ক্যানসার নিয়ে শহরে ১৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করা সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির মাধ্যমেই এই কার্ড ক্যানসার আক্রান্তদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এব্যাপারে ক্যানসার আক্রান্তদের মধ্যে বার্তা পৌঁছে দিতে সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির তরফে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে সচেতনতামূলক বোর্ড লাগানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ক্যানসার সোসাইটির তরফে জানানো হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে কোঅর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানির বক্তব্য, 'সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মদন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপচারিতায় আমরা জানতে পারি যে, চিকিৎসার স্বার্থে বহু মানুষ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে বাসে যাতায়াত করেন। এমনিতেই ক্যানসার চিকিৎসা ব্যয়সাপেক্ষ। এর মধ্যে বাস ভাড়াও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে অনেকেই মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে দেন।' অন্তত বাস ভাড়া কমিয়ে যাতে ওই আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানো যেতে পারে, তার জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন প্রণব। এদিন ৩০টি কার্ড পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের উপস্থিতিতে ক্যানসার আক্রান্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গে ক্যানসার আক্রান্তের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মদন ভট্টাচার্য বলেন, 'উত্তরবঙ্গে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের মধ্যেও আমরা ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে দেখছি।'

টিকিটে ছাড় দেওয়ার চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গে মদন বলেন, 'উত্তরবঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা অনেক রয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি, অনেকে ক্যানসারের খরচ তুলতে পারেন না। বাসে যাতায়াত করার খরচটাও অসাধ্য হয়ে যায়। এবিষয়টাকে মাথায় রেখেই আমরা বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের কাছে আবেদন করি।' প্রণব বলেন, 'টিকিট ছাড়ের জন্য কার্ড নেওয়ার ব্যাপারে সুমিতা ক্যানসার সোসাইটি নিজের মতন প্রচার করবে। তাছাড়া আমাদের কাছেও কেউ যদি অনুরোধ করেন, আমরা তাঁর নাম সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেব।' বেসরকারি বাস মালিকদের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা স্বস্তি পাবেন ক্যানসার আক্রান্তরা।

# দিন চারেকের মধ্যে শিলিগুড়ির বাজারে আসবে পদ্মার ইলিশ

**পুলকেশ ঘোষ**

**কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** আর দিন চারেকের মধ্যেই শিলিগুড়ির বাজারে ঢুকবে পদ্মার ইলিশ। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এরাজ্যে ৩,৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানি করার অনুমতি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ইলিশভর্তি ট্রাক ঢোকা শুরু হয়ে গিয়েছে।

শুক্রবার কলকাতা ও হাওড়ার পাইকারি মার্কেটে ঢুকে গিয়েছে পদ্মার ইলিশ। ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতুল দাস অবশ্য জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের বাজারগুলিতে ইলিশ ঢোকার পর মঙ্গলবার নাগাদ ইলিশবোঝাই ট্রাক শিলিগুড়ির নিয়ন্ত্রিত বাজারে ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ৩,৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ সেদেশের ৭৯ জন কারবারির মাধ্যমে ভারতে পাঠানোর ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তবে কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি ইতিমধ্যেই আশ্বস্ত করেছেন, এদেশের আমদানিকারকদের কাছ থেকে অনুরোধ পেলে বাংলাদেশ সরকার আরও বেশি পরিমাণ মাছ পাঠানোর ব্যাপারে বিবেচনা করবে। আমদানিকারকরা জানিয়েছেন, তাঁদের তরফে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে আরও ইলিশ চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। নিয়মিতভাবে তাঁরা এই আবেদন জানিয়ে যাবেন।

বৃহস্পতিবার পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে যে ৭০ মেট্রিক টন ইলিশ ঢুকেছে শুক্রবার তার মধ্যে ৫০ মেট্রিক টনই চলে গিয়েছে হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারে। সেখান থেকে হাওড়া ও কলকাতার বিভিন্ন মাছ বাজারে তা ঢোকামাত্রই এদিন সকাল থেকে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়ে। ৮০০ গ্রামের ইলিশ গড়ে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। এক কিলো ওজনের ইলিশ বিকিয়েছে ১৫০০-১৭০০ টাকা কেজিতে।

মাছ ব্যবসায়ীরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে এমনিতেই বাজারে ইলিশের ঘাটতি। দিঘায় একেবারেই মাছ উঠছে না। খুবই অল্প মাছ আসছে ডায়মন্ড হারবার থেকে। তাই পদ্মার ইলিশ ঢোকামাত্রই কেনার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে।

অতুলবাবুর মতে, 'আসলে ক্রেতারাই ঠিক করেন মাছ কত দামে বিকোবে। আমার মনে হয়, লাগাতার বাংলাদেশের ইলিশ বাজারে পাওয়া গেলেই দাম নেমে আসবে।'

## গান ফ্যাক্টরিতে হানা এসটিএফের

**কিশনগঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বর :** বিহারের পূর্ণিয়া জেলার জানকীনগর থানা এলাকার চকমকা বাজারে শুক্রবার ভোরে পাটনা ও মুঙ্গেরের মিনি গান ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালায় এসটিএফ। সেই অভিযানে প্রচুর পরিমাণে নির্মিত ও অর্ধনির্মিত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনায় ফ্যাক্টরির সঞ্চালক তথা মহারাজগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মিথিলেশ যাদব ও তাঁর ছেলে জিতু যাদবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের কারবার চলছিল।

# মন্দিরের তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** কালী মন্দিরে চুরির অভিযোগ উঠল সন্ন্যাসীকাটা পঞ্চায়েতের কুতাবগছে। প্রণামি বাক্সের টাকা সহ সোনা ও রুপোর গয়না চুরির অভিযোগ করে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শুক্রবার মন্দিরের সামনে কয়েকশো গ্রামবাসী জমায়েত করেন। রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মী রায় প্রতিদিন এই মন্দিরে পুজো দেন। তিনি বলেন, 'অন্যদিন সকালে পুজো দিতে আসি। আজ ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম বলে দেরি হয়েছিল। বেলা একটা নাগাদ গিয়ে দেখি মন্দিরের তালা ভাঙা ও ভেতরে লন্ডভন্ড অবস্থা।'

স্থানীয় নলিনীরঞ্জন রায়, কমল রায়রা জানান, এই মন্দিরে প্রণামি বাক্স একমাত্র বাৎসরিক পুজোর সময় খোলা হয়। গত বছর প্রণামি বাক্সে আটত্রিশ হাজার টাকা জমেছিল। এবছর তার অনেক বেশি জমা হওয়ার কথা। এছাড়াও মূর্তির গা থেকে সোনা, রুপোর হার সহ অনেক অলংকার চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের। আগে এরকম দুঃসাহসিক ঘটনার কথা মনে করতে পারছেন না বাসিন্দারা।

মন্দির কমিটির সম্পাদক হারাধন রায়ের বক্তব্য, 'দোষীদের কঠিন শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। চুরির পর এদিন মন্দিরের ভেতর বেশ কিছু কয়েন পড়ে ছিল। মনে হচ্ছে বৃহস্পতিবার রাতেই চুরির ঘটনা ঘটেছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দয়া রায় বলেন, 'আমাদের এলাকায় আগে এরকম ঘটনা হয়নি।'

# পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে লোনাক লেকে

*প্রথম পাতার পর*

নজরদারির জন্য সেন্সর ক্যামেরা বসানোর বিষয়টিতে গোপীনাথ সন্তুষ্ট।

২০২১ সাল থেকে উত্তরাখণ্ডে গ্লেসিয়াল আউটবার্স্ট থেকে কয়েক মাস আগে যোশিমঠ দুর্ঘটনা গোটা বিশ্বকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। উত্তর সিকিমে থাকা সাউথ লোনাক লেকের যা পরিস্থিতি, তাতে সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের একাংশেও ভবিষ্যতে ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে ভূ-বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। লেকটির ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণের পাশাপাশি গভীরতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, হড়পা হলে কতটা ক্ষতি হতে পারে, সেসব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৭৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত পাওয়া উপগ্রহ চিত্র খতিয়ে দেখে আধিকারিকদের আঁতকে ওঠার জো। তাঁদের আশঙ্কা, যদি কোনওভাবে সাউথ লোনাক লেকে আউটবার্স্ট ফ্লাশ হয়, তবে ডিকচু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি রংপো, চুংথাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। অবধারিতভাবে তিস্তায় জলস্ফীতি ঘটবে আর তাতে কালিঝোরার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি সেবকের করোনেশন সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনকি ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কিন্তু সাউথ লোনাক লেক নিয়ে এত ভয় কেন? লেকটির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,২০০ মিটার উপরে। ফলে ভৌগোলিকগত অবস্থানের জন্য ৭৯.২৪ মিটার গভীরতার লেকটিতে বছরের অধিকাংশ সময় বরফ জমে থাকে। ফলে উত্তরাখণ্ডের মতো যদি উষ্ণায়নের প্রভাবে এবং ওজন বৃদ্ধির ফলে ওই বরফের চাঁই ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে তাহলে ভয়ংকর হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না। আর্লি অ্যালার্মিং সিস্টেম কার্যকর হলে তা কতটা কাজে লাগবে? প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় অভিজ্ঞদের বক্তব্য, তাতে আউটবার্স্ট ফ্লাশ রোখা অসম্ভব। কিন্তু অ্যালার্মিং সিস্টেম কার্যকর হলে কিছু মানুষের প্রাণরক্ষা সম্ভব হবে। কেননা, সেই ক্ষেত্রে লেকে বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে আগাম জানা যাবে এবং ক্ষতির মুখে পড়তে পারে সম্ভাব্য জায়গাগুলি থেকে নিরাপদ জায়গায় সকলকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। প্রশাসনের তরফে সমস্তরকম ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া যাবে। সিকিম ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর প্রভাকর রাই বলেন, 'ক্যামেরার মাধ্যমে দিনের ২৪ ঘণ্টাই নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে আর্লি অ্যালার্মিং সিস্টেমকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আশা করছি তা কার্যকর করতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।' সমীক্ষা চালানোর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আবহাওয়া দপ্তরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

# করেনটা কী নেতারা

*প্রথম পাতার পর*

শুধু গ্রন্থাগার নয়, প্রায় সব সমস্যায় এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা নেতাদের। শুধু কোচবিহারে নয়। সর্বত্র। রাজ্যের সব প্রান্তে। যত অনাচার হোক কিংবা মানুষের সমস্যা থাকুক, শাসক ও বিরোধী, উভয় শিবিরে এ সব নিয়ে চিন্তা কম। কিন্তু বাংলা দিবস পয়লা বৈশাখে হবে না ২০ জুন হবে, তা নিয়ে আকচা-আকচির শেষ নেই। দিল্লিতে আবার নেই কাজ তো খই ভাজ। মণিপুর-হরিয়ানার হিংসা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা নেই। দিনরাত শুধু চর্চা ইন্ডিয়া নয়, ভারত নামটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

ইন্ডিয়া শব্দ হঠাৎ অচ্ছুত হয়ে গেল। বিরোধীরা শাসকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সেই আলোচনায় মজে। তারপর হঠাৎ যা ২০২৯-এর আগে কার্যকর করার উপায়ই নেই, সেই মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে হইচই চলল। বিরোধী জোটের বৈঠকের পর বৈঠক হচ্ছে। কিন্তু জীবন-জীবিকা নিয়ে জোটের যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি এখনও ঠিক হল না।

শিলিগুড়ির কাছে অধিকারপল্লিতে সেই কবে বেআইনি নির্মাণ দেখে আস্ফালন করেছিলেন উত্তরবঙ্গের এক নম্বর তৃণমূল নেতা গৌতম দেব। ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। ওই পর্যন্তই। বছর পেরিয়ে গেলেও ওই পথ আর মাড়াননি। পদক্ষেপ করার ভাবনাও আছে বলে মনে হয় না। শিলিগুড়ির কাছে খড়িবাড়িতে বিএড কলেজের নামে প্রতারণার আখড়া খুলে রাখা হয়েছে। যেখানে কোনও কিছুই নিয়ম মেনে চলছে না।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে রোজ খবর প্রকাশিত হলেও না প্রশাসনের টনক নড়েছে, না শাসক নেতারা খোঁজখবর নিয়েছেন। গৌতম দেব বা তৃণমূলের জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ এই ঘুঘুর বাসা ভাঙতে চান কি না কে জানে। তাঁরা নীরব। বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ কিংবা অশোক ভট্টাচার্যের মতো সিপিএম নেতারাও চুপ। অন্যায় দেখে যদি চুপ করেই থাকেন, তাহলে জনপ্রতিনিধিদের কাজটা কী?

আলিপুরদুয়ার জেলায় মাদারিহাটের কাছে রাঙ্গালিবাজনা জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল ২০১৮-তে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিক্ষকরা হয় অবসর নিয়েছেন, নয় বদলি হয়ে গিয়েছেন। পড়ানোর আর কেউ নেই। অথচ তপশিলি জাতি-উপজাতি এলাকায় মেয়েদের শিক্ষায় স্কুলটির কত বড় ভূমিকা বলে বোঝানো যাবে না। শাসক নেতারা শিক্ষক আনার চেষ্টাই করলেন না। সিপিএমের মাদারিহাট এরিয়া কমিটির সদস্য বসির আহমেদ 'দায় সরকারের' বলে বিবৃতি দিয়ে খালাস। স্কুলটি খোলানোর দাবি নিয়ে সিপিএম পথে নামেনি।

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির গার্লস হাইস্কুলের পথচলা শুরু হয়েছিল ২০১০-এ। ওই এলাকার পুরোনো হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষকরা অনেকদিন পড়িয়েছেন। ২০২২-এ প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন দিলারা হোসেন। গত ১৩ বছরে সরকার আর একজন শিক্ষকও নিয়োগ করতে পারেনি। একজন শিক্ষক ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত সব ক্লাসে সব বিষয় পড়াবেন কী করে? অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রমন দাসের বক্তব্য, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি সমস্যাটা।' জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার সমস্যাটি প্রতিকারের আশ্বাস দিয়েছেন।

শুধু কুশমণ্ডির স্কুল বলে নয়, সমস্ত সমস্যাতেই এ ধরনের গতে বাঁধা জবাব দেওয়া রুটিন করে ফেলেছেন সরকারি আধিকারিক কিংবা জনপ্রতিনিধিরা। কুশমণ্ডির গার্লস স্কুলের জন্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে মন্ত্রী হিসাবে বিপ্লব মিত্রের কি কিছুই করার নেই? দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিরোধী শিবিরে আরএসপির বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতো প্রাজ্ঞ নেতা আছেন। সিপিএমের নারায়ণ বিশ্বাস আছেন। দুজনই প্রাক্তন মন্ত্রী। তাঁরা কি এজন্য আন্দোলন করতে পারেন না? করেন না তো।

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে বাজার বসে। রোগীর খাবার থেকে জামাকাপড়, সব বিক্রি হয়। হাসপাতাল চত্বরে অনুমোদন ছাড়াই টোটোস্ট্যান্ড। সুপারস্পেশালিটির এমএসভিপি কল্যাণ খানের বক্তব্য, 'আমরা উদ্বিগ্ন। পুলিশকে বলা হয়েছে।' পুলিশ কিন্তু নীরবই। জলপাইগুড়ির বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা ও সাংসদ জয়ন্ত রায়, দুজনই চিকিৎসক। দুজনের একজনও সমস্যাটির সমাধানে উদ্যোগী নন। সমান নির্লিপ্ত একজন শাসকদলের, আরেকজন বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধি।

সিটু নেতা জিয়াউল আলমের মুক্তির দাবিতে অনেক আন্দোলন করল সিপিএম। হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে রাস্তায় দেখা যায় না বামপন্থীদের। বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা শুধু মুখে মারিতং জগৎ। কতগুলি উদাহরণ দিলাম মাত্র। মানুষের রোজকার সমস্যা বা নানা অন্যায় সামনে থাকলেও এভাবে চোখ বুজে থাকেন সব দলের নেতারা। সবাই শুধু ক্ষমতা চায়। গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার তোয়াক্কা নেই কারও। ছলেবলে-কৌশলে, প্রয়োজনে গায়ের জোরে।

সুষ্ঠু প্রশাসন না থাকলেই বা কী আসল গেল। ক্ষমতাই যে স্বর্গ, ক্ষমতাই ধর্ম, ক্ষমতাহি পরমং তপঃ।

## টুকরো খবর

### প্রয়াত শিক্ষক

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রবীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রয়াত হলেন। মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে স্কুল সূত্রে খবর। শুক্রবার তাঁর মরদেহ বয়েজ স্কুলে নিয়ে আসা হলে মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত সহ ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

### প্রতিবাদ

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে ছাত্রীকে মানসিক নির্যাতন করার প্রতিবাদ ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে এসএফআই শিলিগুড়ির মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল। তাদের দাবি, স্কুলে ওই ছাত্রীকে হেনস্তা করা হলেও প্রধান শিক্ষিকা সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করেননি। তাই তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে বলে সংগঠনের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক অঙ্কিত দে জানিয়েছেন।

### উদ্বোধন

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** শুক্রবার মেয়র গৌতম দেব শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের গেটবাজার এলাকায় নবনির্মিত শৌচাগারের উদ্বোধন করলেন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের টাকায় এই শৌচালয়টি তৈরি হয়েছে।

### চোখ পরীক্ষা

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুলের উদ্যোগে লায়ন্স ক্লাব ও শিলিগুড়ি ইউনাইটেড গ্রেটারের ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার স্কুল প্রাঙ্গণে রক্তদান ও চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের শিবিরে ৩৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি ২৫০-রও বেশি পড়ুয়ার এদিন চোখ পরীক্ষা করা হয়।

মায়ের প্রতিমায় রঙের প্রলেপ। শুক্রবার শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য।

### টাকা গায়েব

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** আধার নম্বর এবং আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দফায় দফায় ৬০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হল। বিশ্বজিৎ কুণ্ডু নামে ওই ব্যক্তি এনিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরপর ছয়দিন তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

### ১০ বছর পূর্তি

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** শুক্রবার সিআইআই-এর যুব শাখার (ইয়াং ইন্ডিয়ানস) ১০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান পালন হল। এদিন শিলিগুড়ির প্রধাননগরের একটি হোটেলে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে যুব শাখার ন্যাশনাল চেয়ারম্যান দিলীপ কৃষ্ণ, এসজেডিএ'র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অভিজিৎ সিভালে, সিআইআইয়ের চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়াল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র-পারিষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

# গুদাম ভাঙা নিয়ে উত্তেজনা শহরে

ভাস্কর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** বেআইনিভাবে তৈরি গুদাম ভাঙাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জাবিপাড়ার গুরু নানক সরণি এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের নোটিশ নিয়ে শুক্রবার পুরকর্মীরা ওই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গেলে গুদামের মালিক প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই এলাকায় এরকম অনেক গুদাম আছে। কিন্তু আমি কাউন্সিলারকে পয়সা দিই না বলে আমার গুদাম ভেঙে দেওয়া হল।' এবিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র-পারিষদ মানিক দে'র বক্তব্য, 'ওঁর কাছে যদি প্রমাণ থাকে, তবে উনি তা নিয়ে পুরনিগমে অভিযোগ জানাতে পারেন। আসলে কেউ অন্যায় কাজ করে ধরা পড়লে এই ধরনের অভিযোগ করে থাকেন।' একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'ওঁর এমন অভিযোগ থাকলে আগে টক টু মেয়রে কেন অভিযোগ করেননি?'

জনবসতি এলাকায় প্রায় ৫০ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট ওই গুদামটি চলছিল। প্রতিদিন রাতে সেখানে বড় বড় গাড়ি ঢোকায় এলাকার বাসিন্দাদের অসুবিধা হয় বলে অভিযোগ। তাঁরা বিষয়টি কাউন্সিলারকে জানান। পুরকর্মীরা মাপজোখ করে দেখেন নির্মাণটি অবৈধ। একটি সংস্থা গুদামটি ভাড়া নিয়ে সেখানে মালপত্র রাখত। এদিন গুদামটি ভাঙতে পুরকর্মীরা উপস্থিত হলে গুদাম মালিক জিতু দাস সেখানে হাজির হন। ৫০ বছর ধরে গুদামটি চললেও হঠাৎ সেটিকে এখন বেআইনি বলা হচ্ছে কেন বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'প্রথমে বলা হয় ট্রেড লাইসেন্স নেই। অথচ তা আছে। আসলে কাউন্সিলারকে টাকা দিই না বলেই আমাকে এভাবে হেনস্তা করা হল।' জিতু গোডাউনটি ভাড়ায় দিয়েছেন। তাঁর দাবি, পুরনিগমের তরফে নোটিশ ভাড়াটিয়াকে দেওয়া হয়। অথচ ভাড়াটিয়া তাঁকে সেই নোটিশ দেননি। কাউন্সিলার অবশ্য বলেন, 'গোডাউন মালিকের নামেই নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।'

বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বেআইনি গুদাম। ছবি : তপন দাস

> এই এলাকায় এরকম অনেক গুদাম আছে। কিন্তু আমি কাউন্সিলারকে পয়সা দিই না বলে আমার গুদাম ভেঙে দেওয়া হল।
>
> –জিতু দাস, *গুদাম মালিক*

> ওঁর কাছে যদি প্রমাণ থাকে, তা নিয়ে পুরনিগমে অভিযোগ জানাতে পারেন। কেউ অন্যায় করে ধরা পড়লে এমন অভিযোগ করে থাকেন।
>
> –মানিক দে, *মেয়র-পারিষদ*

### ল' ক্লার্কদের অবরোধে যানজটে ভোগান্তি

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** ল' ক্লার্কস আইন সংশোধন করা, ল' ক্লার্কদের স্বাস্থ্যবিমা, গ্রুপ ইনসুরেন্স সহ ১৩ দফা দাবিতে শুক্রবার শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়ে পথ অবরোধ করা হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। তবে ১৫ মিনিট পরেই পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। সংগঠনের শিলিগুড়ি ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরকার বলেন, 'ভূমি সংস্কার দপ্তরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ল' ক্লার্কদের বৈধ কাজে বাধা দেওয়া বন্ধ করার দাবি সহ অন্যান্য দাবি তোলা হয়েছে।'

দিনের ব্যস্ততম সময়ে এদিন ল' ক্লার্কদের এই কর্মসূচির জেরে হাসপাতাল মোড় থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ যানজট হয়। যার ফলে সাধারণ মানুষকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। সমস্যা মেটাতে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

#### আজ শহরে

- উত্তাল নাট্যগোষ্ঠী, শিলিগুড়ির আয়োজনে আজ থেকে সোমবার পর্যন্ত 'উত্তাল নাট্য উৎসব'। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে দেশবন্ধুপাড়ার আর্য সমিতি মঞ্চে। আজকের পরিবেশন উত্তালের 'মণিকাঞ্চন' ও ঋত্বিকের 'শাস্তি'। পাশাপাশি নাচ, গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান। প্রবেশ অবাধ।
- আজ শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে বিকেল সাড়ে ৫ টায় 'স্পর্শ' (সিজন ৩)-র গৌরবময় ১০ম বর্ষ উদযাপন।

## ছাড়া পেয়েই ফের চুরি, গ্রেপ্তার ১

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফের চুরির অভিযোগে মাটিগাড়া থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করল। বৃহস্পতিবার রাতে মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম মহম্মদ আফজল। পুলিশ তার হেপাজত থেকে চুরি যাওয়া লক্ষাধিক টাকা, সোনার গয়না উদ্ধার করেছে। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে মাটিগাড়া থানার পুলিশ ২০ দিন আগেই আফজলকে গ্রেপ্তার করেছিল। সেবারে তার ১৪ দিনের জেল হেপাজত হয়। জামিন পেয়ে বাইরে বেরিয়েই সে ফের আরেকটি চুরি করে বলে অভিযোগ। যে বাড়িতে চুরি হয় সেটির মালিক দিনছয়েক আগে এ বিষয়ে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে আফজলই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

KIDS WEAR
BOY'S: T-Shirt @400/- · Shirt @500/- · Full Pant @600/-
GIRL'S: Tops @400/- · Frock @500/- · Jeans @600/-
SINCE 1982 Pooja HINDUSTAN®
Seth Srilal Market, Siliguri
SUNDAYS OPEN
Helpline No. 76991-99999

আসন্ন গান্ধীজয়ন্তী ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে জানাই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
সকল প্রকার খাদি বস্ত্রের সিল্ক বুটিকের আভিনবত্ব চিরন্তন আভিজাত্যের প্রতীক
সরকার প্রদত্ত বিশেষ ছাড়
KHADI INDIA
বিক্রয় ভান্ডার 'খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন'
AC SHOWROOM
হিলকার্ট রোড (মেঘদূত সিনেমা হল) শিলিগুড়ি — ফোন : 0353-2532116, 9434131637
বিধান রোড (পানিট্যাঙ্কির নিকট) — ফোন : 2530326
রবিবার খোলা · পরিচালনায় : পল্লীউন্নয়ন সংস্থা, মুর্শিদাবাদ · রবিবার খোলা

## ব্যবসায়ীদের এড়িয়ে বিধান মার্কেটে সৌরভ

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** ব্যবসায়ী সমিতিকে এড়িয়েই বিধান মার্কেট পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। এর আগে যতবারই তিনি বিধান মার্কেটে এসেছেন আগেভাগেই ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েছেন। এবারে হঠাৎ করে ব্যবসায়ী সমিতিকে এড়িয়ে গেলেন কেন? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ব্যক্তিমালিকানা নিয়ে বিধান মার্কেটে এসজেডিএর বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। সেই ক্ষোভের মুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে কি এসজেডিএ চেয়ারম্যান বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতিকে মার্কেট পরিদর্শনে এসে কিছু জানালেন না? তা নিয়ে মার্কেটে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার বক্তব্য, 'সৌরভ চক্রবর্তী তো লুকিয়ে এলেন, লুকিয়ে চলে গেলেন। আমাদের তো একটা ফোন করতে পারতেন। আমরাও তাহলে সমস্যাগুলো দেখাতাম।' সৌরভের অবশ্য দাবি, 'আমি ঝটিকা পরিদর্শনে এসেছিলাম। ব্যবসায়ী সমিতিকে বলা হয়নি, তবে এদিন পরিদর্শনের সময় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে পরে তো বসবই।'

বিধান মার্কেটে বিগত কয়েক মাস ধরেই ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে আন্দোলন চলে আসছে। ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুই দাঁড়িয়েছে এসজেডিএ। এই পরিস্থিতিতেই হঠাৎ করে এদিন বিধান মার্কেট পরিদর্শনে আসেন সৌরভ। হঠাৎ করে এই পরিদর্শন কেন? প্রশ্নের উত্তরে সৌরভের অবশ্য বক্তব্য, 'বিধান রোডে আমাদের ইতিমধ্যেই নিকাশিনালার কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজ দেখতে এসেছিলাম। এছাড়াও দেখতে এসেছিলাম বিধান মার্কেটের ভেতরে সিসিটিভি ও অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা রয়েছে কি না।' পরিদর্শনে কী দেখলেন? সৌরভ বলেন, 'কিছু দোকানে সিসিটিভির ব্যবস্থা রয়েছে। তবে গোটা মার্কেটে সিসিটিভির কোনও ব্যবস্থাই নেই। এব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নেব। তাছাড়া এত বড় মার্কেটে দেখলাম অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থাই নেই। এব্যাপারটা কীভাবে সমাধান করা যায়, সেদিকটাও দেখা হবে।' পাশাপাশি পুজোর পরেই দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নদশায় পড়ে থাকা এনআর সেক্টর ভবন সংস্কারের ব্যাপারেও হাত দেওয়া হবে।'

যদিও এদিন হঠাৎ করে বিধান মার্কেটে সৌরভের পরিদর্শন কেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিধান মার্কেট পরিদর্শন করে সৌরভ সাধারণ ব্যবসায়ীদের আস্থাভাজন হতে চেয়েছেন। পাশাপাশি কোনও ক্ষোভের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তারজন্য ব্যবসায়ী সমিতিকেও এড়িয়েছেন। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে'র কথায়, 'আমরা বরাবর উন্নয়নমূলক কাজের পক্ষে রয়েছি। তবে তাই বলে এই নয় যে, আমরা ব্যক্তিমালিকানার দাবি থেকে সরে আসব। আমাদের দাবিমতন আন্দোলন চলবেই।'

আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছেন এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান।

**ক্ষোভ যেখানে**

- ব্যক্তিমালিকানা নিয়ে বিধান মার্কেটে এসজেডিএ'র বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে
- সৌরভ সাধারণ ব্যবসায়ীদের আস্থাভাজন হতে চেয়েছেন
- মার্কেটের ভিতরে সিসিটিভি ও অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা নেই

### উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনে বসছে নেশার আসর

**শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** বাসিন্দাদের স্বার্থে তৈরি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রই বর্তমানে তাঁদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যা বাড়তেই ওই কেন্দ্রের পিছনের দিকটায় জটলা বাড়ছে। সমাজবিরোধীরা সেখানে ভিড় বাড়াচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভানুনগর এলাকার নিত্যদিনের এই কার্যকলাপ ঘিরে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো বলেন, 'বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ এসে প্রায়ই এই এলাকায় অভিযান চালায়। সমস্যার বিষয়ে আমরাও সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করি। ওই এলাকায় নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীর জন্য একটি ঘরও তৈরি করা হচ্ছে।'

যে জায়গাটিকে কেন্দ্র করে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে একসময় শিলিগুড়ি পুরনিগমের পার্ক ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পার্কটি একসময় নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এলাকায় সমাজবিরোধীদের ভিড় বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে ওই জায়গায় পুরনিগমের উদ্যোগে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে ওই কেন্দ্রটির পিছনে নেশার আসরের দাপট কমেনি। এলাকাবাসী অর্জুন প্রসাদ বললেন, 'সমাজবিরোধীদের এহেন তাণ্ডব কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

## সেই বট গাছ ভেঙে স্কুল ও বাড়ির ক্ষতি

শুভজিৎ চৌধুরী

**ইসলামপুর, ২২ সেপ্টেম্বর :** বিপজ্জনকভাবে থাকা একটি বট গাছের ডাল কেটে ফেলার জন্য একাধিকবার আবেদন করার পরও শীতঘুম ভাঙেনি পুরসভা এবং মহকুমা প্রশাসনের। শেষমেশ গোড়া থেকে সেই বট গাছ ভেঙে পড়ল বাড়ি এবং একটি প্রাথমিক স্কুলের বাথরুমের উপর। গাছটি ভেঙে পড়ার সময় খুদে পড়ুয়ারা স্কুলে চলে এসেছিল এবং সেই বাড়ির সদস্যরাও বাড়িতেই ছিলেন। ঘটনাটি শুক্রবার ঘটেছে ইসলামপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের থানা কলোনির বটতলা কালীবাড়ি এলাকায়। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে এদিন বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা সহ ক্ষতিগ্রস্তদের।

যে বাড়ির উপর এই গাছ ভেঙে পড়েছে সেই বাড়ির তিনটি ঘরের ছাদ ভেঙে গিয়েছে। প্রায় ৭ লক্ষ টাকারও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই বাড়ির মালিক মিঠু ঘোষ। তাঁর কথায়, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে ওই বট গাছটি বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। পুরসভা এবং প্রশাসনকে জানানোর পরও তারা কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ করেনি। ওই বাড়ির মালিকের কথায় সায় জানালেন থানা কলোনি কালীবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অস্মিতা মুখার্জিও। ওই বট গাছ পড়ে স্কুলটির বাথরুমের ছাদও ভেঙে গিয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, 'গাছটি খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। এমনই দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এবং বাচ্চাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে মহকুমা প্রশাসন, বন দপ্তর সহ বিভিন্ন জায়গায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেভাবে পদক্ষেপ করা হয়নি। ভাগ্যের জোরে আজ বাচ্চারা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে।'

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নিবেদিতা সাহা। চেয়ারম্যান বলেন, 'আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এসেছি। পুরসভার তরফে গাছের ডাল কেটে সরিয়ে ফেলা হবে এবং যা ক্ষতি হয়েছে ঠিক করে দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি।

রংদার রোববার

প্রচ্ছদকাহিনী এই কাশ, এই শিউলি
এখন ট্রেনে বা বাসে কোথাও গেলে অবধারিতভাবে চারদিকে চোখে পড়বে কাশফুল। পাড়ায় পাড়ায় হাঁটলে সর্বত্র চোখে পড়বে শিউলি পড়ে আছে পথের পাশে। কাশ এবং শিউলি শরৎকাল ও পুজোর অন্যতম অনুষঙ্গ। এবারের রংদার রোববারে বিষয় কাশ ও শিউলি।
প্রচ্ছদকাহিনী
মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস ও রম্যাণী গোস্বামী
গল্প
সুমন মল্লিক ও রানা সেনগুপ্ত
এলোমেলো গদ্য, উত্তরের ভাবনা
শৌভিক রায়
কবিতা
মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, বিদ্যুৎ রাজগুরু, নাদিরা আহমেদ, সাহানুর হক, দেবাশিস চক্রবর্তী, সোমা দে ও ভুবন সরকার
মন নিয়ে কাছাকাছি তুমি আছো আমি আছি...
লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক
কিংবদন্তি অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের জীবনী
মাধবী
পর্ব-৪২

# অরুণাচলের খেলোয়াড়দের ভিসায় না চিনের

19th Asian Games Hangzhou 2022

ভারতীয় নাগরিকদের বাসস্থান বিচার করে চিনের বৈষম্যমূলক আচরণের খবর আমাদের নজরে এসেছে। এটা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। –অরিন্দম বাগচী (বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র)

**নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর :** চিন ভিসা না দেওয়ায় ১৯তম এশিয়ান গেমসে যোগ দেওয়া হল না ভারতীয় উশু দলের তিন সদস্যের। ভিসা-প্রত্যাখ্যাত ওই তিনজনই অরুণাচলপ্রদেশের বাসিন্দা। পড়শি দেশের এহেন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ভারত। পালটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রক। ইতিমধ্যে চিনের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে গেমস উপলক্ষ্যে চিন সফর বাতিল করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।

এরই মধ্যে খবর ভিসা না পাওয়া খেলোয়াড়দের অন্যতম মেপুং লামগু নিখোঁজ। তাঁর পরিবার মেপুংয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। মেপুংয়ের দাদা গান্ধী লামগু আশঙ্কায় ভিসা না পাওয়ার হতাশায় মেপুং কিছু ভুল পদক্ষেপ নিতে পারেন। গান্ধী বলেছেন, 'ও আমাদের ফোন ধরছে না। ওর ফোন সুইচড অফ। আমরা চিন্তায় রয়েছি। ভয় পাচ্ছি খারাপ কিছু ঘটে গেল না তো।' মেপুংয়ের ব্যাপারে এখনও জানানো হয়নি তাঁর বাবা-মাকে।

ভিসা প্রত্যাখানের ঘটনায় শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে চিনকে কড়া বার্তা দিয়ে বলা হয়, দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে পালটা ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার রয়েছে ভারতের। ভিসা নিয়ে টালবাহানার জেরে নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরিতে হ্যাংঝৌ পৌঁছোয় ভারতীয় দল।

অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়ার এথিক্স কমিটির (ওসিএ) চেয়ারম্যান ওয়েই জিঝং বলেছেন, 'চিনে এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী কোনও ভারতীয় খেলোয়াড়ের ভিসা আবেদনই প্রত্যাখ্যান করা হয়নি।' বরং ভারতীয় খেলোয়াড়রাই ভিসা সংক্রান্ত কাগজপত্র গ্রহণ করেননি বলে চিনা কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। মেপুং ছাড়াও বিতর্ক তৈরি হয়েছে নেইমান ওয়াংসু ও ওনিলু তেগাকে নিয়ে। এঁদের ভিসা সমস্যা নিয়ে জিঝং

### নিখোঁজ মেপুং

শুক্রবার বলেছেন, 'ওই ভারতীয় খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যে চিনে আসার ভিসা পেয়েছেন। কাউন্সিলের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী চিন কোনও ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেনি এবং তারা তা করতে পারেও না। তাই ভারতীয়দেরও ভিসা না পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এটা ওসিএ-র কোনও সমস্যা নয়।' ওসিএ কর্তার বিবৃতির পরেও ধোঁয়াশা কাটেনি।

সংবাদমাধ্যমের খবর, অরুণাচলপ্রদেশের বাসিন্দা তিন উশু খেলোয়াড়ের ভিসার আবেদনে সিলমোহর দেয়নি চিন প্রশাসন। দলের অন্য খেলোয়াড়রা অনলাইনে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড কাম ভিসা ডাউনলোড করতে পারলেও ওই তিনজনের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তিন খেলোয়াড় ছাড়াই বুধবার চিনে পৌঁছোয় ১০ সদস্যের ভারতীয় দল। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচীর মন্তব্য, 'ভারতীয় নাগরিকদের বাসস্থান বিচার করে চিনের বৈষম্যমূলক আচরণের খবর আমাদের নজরে এসেছে। এটা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

## হুঁশিয়ারি ভারতের

ওই ভারতীয় খেলোয়াড়রা (নেইমান ওয়াংসু, ওনিলু তেগা এবং মেপুং লামগু) ইতিমধ্যে চিনে আসার ভিসা পেয়েছেন। কাউন্সিলের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী চিন কোনও ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেনি এবং তারা তা করতে পারেও না।
–ওয়েই জিঝং (চেয়ারম্যান)
অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়ার এথিক্স কমিটি

রোয়িংয়ে পুরুষদের সিঙ্গলসের স্কালস বিভাগে ফাইনালে ওঠার পথে বলরাজ পানওয়ার। হ্যাংঝৌয়ে শুক্রবার।

### টেবিল টেনিসে জিতল পুরুষ ও মহিলা দল

# রোয়িংয়ে সিঙ্গলসের ফাইনালে বলরাজ

**হ্যাংঝৌ, ২২ সেপ্টেম্বর :** এশিয়ান গেমসে শুক্রবার ভারতের জন্য একাধিক সুখবর। রোয়িংয়ে পুরুষদের সিঙ্গলসের স্কালস বিভাগে ফাইনালে উঠেছেন রোয়ার বলরাজ পানওয়ার। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ২৪ বছরের এই নৌকাচালক সেমিফাইনালে তৃতীয় হন। ৭ মিনিট ২২.২২ সেকেন্ড সময় নিয়ে পদকের লড়াইয়ে রইলেন হরিয়ানার এই বাসিন্দা।

পাশাপাশি ভারতের পুরুষদের চারজনের স্কালস বিভাগে, লাইটওয়েট ডাবলস স্কালসে, ডাবলস স্কালসে, আটজনের কক্সড বিভাগে, কক্সলেস ডাবলসে, চারজনের কক্সলেসে, মহিলাদের আটজনের কক্সড ও চারজনের কক্সলেস বিভাগের ফাইনালে উঠেছে ভারত।

অন্যদিকে টেবিল টেনিসে জয়ের সঙ্গে এশিয়াডে অভিযান শুরু করল ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল। পুরুষদের পুল এফে প্রথমে ৩-০ ফলে ইয়েমেনকে হারান অচিন্ত্য শরথ কমলরা। এরপর দ্বিতীয় রাউন্ডেও দাপটের সঙ্গে ৩-১ ফলে সিঙ্গাপুরকে হারায় তাঁরা। পরপর দুইটি ম্যাচ জিতে সিঙ্গাপুরের ওপর চাপ তৈরি করেন জি সাথিয়ান ও হরমিত দেশাই। তৃতীয় ম্যাচে হারেন ৪১ বছরের অভিজ্ঞ শরথ। চতুর্থ ম্যাচে ১১-৭, ১০-১২, ১১-৯, ১১-৬ ফলে জিতে ভারতকে তৃতীয় রাউন্ডে তোলেন সাথিয়ান গণশেখরন।

কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর উল্লাস ভারতীয় ভলিবল দলের।

তবে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ৩-২ ফলে কষ্টার্জিত জয় পান মহিলারা। প্রথম ম্যাচে এগিয়ে গিয়েও জিয়ান জেংয়ের বিরুদ্ধে ১১-৭, ২-১১, ৭-১১, ১০-১২ ফলে হারেন বাংলার ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় ম্যাচে ঝৌকে ১১-৯, ৯-১১, ১১-৭, ১১-৩ ফলে হারিয়ে ভারতকে ম্যাচে ফেরান মণিকা বাত্রা। পরের ম্যাচ ১৪-১২, ১১-৯, ৮-১১, ১১-৭ ফলে জিতে ভারতকে এগিয়ে দেন শ্রীজা আকুলা। চতুর্থ ম্যাচে মণিকাকে হারিয়ে সিঙ্গাপুরকে ম্যাচে ফেরান জেং। নির্ণায়ক ম্যাচে ১১-৭, ১১-৮, ৯-১১, ১১-৫ ফলে জিতে ভারতকে পদকের দৌড়ে রাখলেন ঐহিকা।

### ভলিবলে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত

এদিকে, এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ভলিবলে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছোল ভারত। শুক্রবার তারা ২৫-২২, ২৫-২২ ও ২৫-২১ পয়েন্টে চাইনিজ তাইপেইকে পরাজিত করে। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে জাপান ও কাজাখস্তান ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবেন বিনীত কুমাররা।

# জার্মানির নতুন কোচ জুলিয়ান

**মিউনিখ, ২২ সেপ্টেম্বর :** গুঞ্জন চলছিল। শুক্রবার তাতে শিলমোহর পড়ল। হান্সি ফ্লিকের উত্তরসূরি হিসেবে জার্মানির হেড কোচের পদে নিযুক্ত হলেন জুলিয়ান নাগেলসম্যান। সেইসঙ্গে জার্মানির ফুটবল ইতিহাসে ওট্টো নারজের পর দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ কোচের তকমা পেলেন তিনি।

এই ৩৬ বছর বয়সী প্রাক্তন বায়ার্ন মিউনিখ কোচ দায়িত্বে থাকাকালীন ৮৪ ম্যাচে ৬০টি ম্যাচ জিতেছিল টমাস মুলাররা। ২০১৬ সালে ২৮ বছর বয়সে বুন্দেশলিগার ইতিহাসে কনিষ্ঠতম কোচ হিসেবে হফেনহ্যামের হটসিটে বসেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে দলটি ১৩৬টি ম্যাচ খেলে। দলটিকে অবনমনের হাত থেকেই বাঁচানোই নয়, ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার সুযোগ করে দেন নাগেলসম্যান।

জাতীয় দলের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ হতে চলেছে। এটা একটা বিশেষ প্রতিযোগিতা। এই টুর্নামেন্টের আগে জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। প্রতিযোগিতার আগে দল হিসেবে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়াই এখন আমার লক্ষ্য।'

এশিয়ান গেমসে প্রথম ম্যাচেই ৭ বলে ২১ রানের ধুন্ধুমার ব্যাটিং করেছেন রিচা ঘোষ। সেই স্বস্তি নিয়ে শুক্রবার হ্যাংঝৌ ঘুরতে বেরিয়েছিলেন শিলিগুড়ির উইকেট-কিপার ব্যাটার।

## বিশ্বকাপ জয়ের সম্মান দেয়নি পিএসজি : মেসি

**মায়ামি, ২২ সেপ্টেম্বর :** প্যারিস সাঁ জাঁ-র সঙ্গে লিওনেল মেসির তিক্ততার গল্পে যুক্ত হল নতুন আরেক অধ্যায়। এবারের ইস্যু কাতার বিশ্বকাপ। বিশ্বজয়ী দলের প্রত্যেক ফুটবলারকে তাদের ক্লাব আলাদাভাবে সংবর্ধনা ও সম্মান জানালেও লিওনেল মেসির জন্য পিএসজি-র তরফে কোনও বিশেষ সম্মান জানানো হয়নি। সেই আক্ষেপের কথাই ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি বলেন, 'বিশ্বজয়ের পর জাতীয় দলের ২৫ জন সদস্যের মধ্যে আমিই একমাত্র ফুটবলার যে ক্লাবের তরফে কোনও সম্মান পায়নি। অবশ্য ওদের ব্যাপারটাও আমি বুঝি। আমাদের জন্যই ফ্রান্স তাদের খেতাব ধরে রাখতে ব্যর্থ।' কখনও ক্লাবকর্তাদের সঙ্গে মতানৈক্য, তো কখনও সমর্থকদের বিরাগভাজনের শিকার হন। প্যারিসে পা রাখার পর থেকেই শহরের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার প্রসঙ্গ তাঁর কথায় বারবার প্রকাশ পেয়েছে। লিও কি আদৌ প্যারিসে যেতে চেয়েছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি যা আশা করেছিলাম, সেটা হয়নি। কিন্তু আমি সবসময়ই বলি সব ঘটনার একটা কারণ থাকে। যদিও আমি সেখানে ভালো ছিলাম না, তবুও পিএসজিতে থাকাকালীন আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হই।'

## ধোনির 'ত্যাগ' নিয়ে ভিন্নমত শ্রীসান্তের

**নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর :** দলের স্বার্থে ব্যাটার মহেন্দ্র সিং ধোনি আত্মত্যাগ করেছেন। গৌতম গম্ভীরের যে দাবির সঙ্গে সহমত নন শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত। মাহির নেতৃত্বে দীর্ঘদিন খেলা প্রাক্তন পেসারের দাবি, আত্মত্যাগ করেছে বলে যা বলেছেন গম্ভীর, তা পুরোপুরি ঠিক নয়। শ্রীসান্ত বলেন, 'গৌতমভাই সম্প্রতি বলেছেন, মাহি তিন নম্বরে ব্যাটিং করলে অনেক বেশি রান করত। অনেক রেকর্ড লেখা থাকত তার পাশে। কিন্তু দলের স্বার্থে ব্যাটার হিসেবে আত্মত্যাগ করেছে ও। আসলে রানের চেয়ে জয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। দুটো বিশ্বকাপও জিতেছে যে কৃতিত্বটা অবশ্যই প্রাপ্য ওর। কখনও নিজের পজিশন বদলায়নি। নজর দিয়েছে কে কোন পজিশনে যথাযথ হবে, সেরাটা দিতে পারবে সেদিকে।'

# নিয়ম বদলের কারণে বল করে না রোহিতরা : দ্রাবিড়

**মোহালি, ২২ সেপ্টেম্বর :** সময় বদলেছে। বদলেছে ক্রিকেটের নিয়মও। সেই বদলে যাওয়া নিয়মের ফাঁদে পড়ে এখনকার ব্যাটাররা আর বল করতে চান না।

ভারতীয় ক্রিকেটে একসময় শচীন তেন্ডুলকার, বীরেন্দ্র শেহবাগ, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা নিয়মিত বোলিং করতেন। উইকেটও পেতেন। অনিয়মিত ভারতীয় বোলারদের অনেকেরই নাম হয়ে গিয়েছিল, ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন আর্ম। বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা একসময় ম্যাচেও বল করেছেন। কিন্তু এখন তাঁদের কেউই আর বল করতে চান না। এর ফলে দলের বোলিং বৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্য কখনও অতিরিক্ত স্পিনার বা পেসার খেলাতে হয় অনেক দলকেই। টিম ইন্ডিয়াও এমন ঘটনার বাইরে নয়। কিন্তু কেন এমন অবস্থা?

ক্রিকেট দুনিয়ায় অনেকদিন ধরে চলা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ক্রিকেটের বদলে যাওয়া নিয়মের কারণেই এখনকার ব্যাটাররা আর বল করতে চান না, দাবি দ্রাবিড়ের। ভারতীয় দলের কোচের কথায়, 'সময়ের সঙ্গে ক্রিকেটের অনেক নিয়ম বদলেছে। আগে তিরিশ গজের বৃত্তের মধ্যে চারজন ফিল্ডার থাকত। এখন পাঁচজন থাকে। তাই বেশিরভাগ সময় অনিয়মিত বোলাররা এখন আর বল করতে চায় না। হয়তো বল হাতে মার খেয়ে যাওয়ার মানসিকতা কাজ করে ওদের মধ্যে।' একসময় রোহিত-বিরাটরাও নিয়মিত হাত ঘোরাতেন। কোচ দ্রাবিড়ও জানেন সেকথা। তাছাড়া সৌরভ-শচীন-যুবরাজ-শেহবাগদের সঙ্গে তাঁর নিজেরই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে দ্রাবিড় বলেছেন, 'অতীতের সঙ্গে এখনকার পরিস্থিতিকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। আগে তিরিশ গজের বৃত্তে চারজন ফিল্ডার থাকত। এখন থাকে পাঁচজন। তাছাড়া এখন খেলার শুরু থেকেই দুই দিক থেকে দুটো নতুন বল ব্যবহার করা হয়। ফলে এমন পরিস্থিতিতে অনিয়মিত বোলাররা বল করতে চায় না। আর সেটা স্বাভাবিকও।'

> সময়ের সঙ্গে ক্রিকেটের অনেক নিয়ম বদলেছে। আগে তিরিশ গজের বৃত্তের মধ্যে চারজন ফিল্ডার থাকত। এখন পাঁচ জন থাকে। তাই বেশিরভাগ সময় অনিয়মিত বোলাররা এখন আর বল করতে চায় না।
> –রাহুল দ্রাবিড়

### প্রশ্ন উঠছে 'রক্ষণাত্মক' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

# অশ্বীনের বোলিং ঘিরে আশা-নিরাশার দোলাচল

**মোহালি, ২২ সেপ্টেম্বর :** এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে ঘিরে সেরকম কোনও চিত্রনাট্য তৈরি হল না মোহালি ম্যাচে। প্রায় দেড় বছর পর ওডিআই প্রত্যাবর্তন। তাও আবার ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বিশ্বকাপের কয়েকদিন আগে। অক্ষর প্যাটেলকে মেগা ইভেন্টে না পাওয়া গেলে, অশ্বীনই বিকল্প হতে চলেছে, গতকাল সেই সম্ভাবনা উসকে দেন স্বয়ং হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়।

কিন্তু অশ্বীনকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রত্যাশা অন্তত প্রত্যাবর্তন ম্যাচে মিটল না। ১০ ওভারে ৪৭ রান দিয়ে মার্নাস লাবুশেনের উইকেট। ম্যাচের দশম ওভারে অশ্বীনের হাতে বল তুলে দেন এদিনের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। প্রথম ৬ ওভারে নিজেকে কিছুটা হাতড়ে বেড়ালেন। ৩৬ রান দিয়ে উইকেটহীন। সেভাবে ব্যাটারদের বিব্রত করতে পারেননি। অবাক করে অশ্বীনের 'রক্ষণাত্মক' দৃষ্টিভঙ্গি।

ভুলটা অবশ্য দ্রুত শুধরে নেন পরবর্তী চার ওভারে। প্রাক্তন সতীর্থের নামাঙ্কিত 'যুবরাজ সিং প্রান্ত' থেকে বল করতে এসে অনেক বেশি ক্ষুরধার। পুরস্কারস্বরূপ ১১ রান দিয়ে লাবুশেনের উইকেট। নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেংথের সঙ্গে চেনা মেজাজে তূণে থাকা অস্ত্রের মিশ্রণ ঘটালেন। ফ্লাইট করাতে দ্বিধা করলেন না। শুরুর ব্যর্থতা সরিয়ে শেষের দাপটে অশ্বীনকে ঘিরে আশার কিরণ।

দীর্ঘদিন পর ওডিআই ফর্ম্যাটে খেলতে নামা। মানিয়ে নেওয়ার চাপ ছিল। সেদিক থেকে লেটার মার্কস না পেলেও, 'পাস' নম্বর দিতেই হচ্ছে। মোহালি ম্যাচে অশ্বীনকে নিয়ে যে

কৃপণ বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে নজর কাড়লেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

প্রাপ্তিটাও কম নয়। লাবুশেন কিছুটা দুর্ভাগ্যের শিকার। লোকেশের হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়া বল উইকেটে লাগায় স্টাম্পড হন। কিন্তু ক্রিজে জমে যাওয়া লাবুশেনকে পরাস্ত করার কৃতিত্ব প্রাপ্য অশ্বীনের।

১০ ওভারে ৪৭ রান, অজি ব্যাটারদের মাথার ওপর চেপে বসতে দেননি। আরও কয়েকটা ম্যাচ পেয়ে গেলে, আরও ধারালো দেখাবে অশ্বীনকে, মনে করছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার, মুরলী কার্তিকরাও। কমেন্ট্রি দলের অন্যতম মঞ্জরেকারের যুক্তি, মানিয়ে নেওয়ার তাগিদে বাড়তি সতর্ক ছিলেন অশ্বীন। অলআউট অ্যাটাকে যেতে পারেননি। পরবর্তী ম্যাচগুলিতে তারকা অফস্পিনার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলে আরও ধারালো হয়ে উঠবেন বলে মনে করেন।

সামাজিক মাধ্যমেও অশ্বীনকে নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দ্বিধাবিভক্ত নেটিজেনরা। অশ্বীন-সমর্থকদের দাবি, দেড় বছরের ওপর ওডিআই ক্রিকেট খেলেনি। সেটা মাথায় রাখার উচিত সবার। ফলে শুরুর দিকে কিছুটা অস্বস্তি স্বাভাবিক। শেষের দুই স্পেলে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। অশ্বীনের শেষ চার ওভার নিশ্চিতভাবে ভরসা জোগাবে। যদিও পালটা বিপক্ষ শিবিরের দাবি অশ্বীনের 'গড়পড়তা পারফরমেন্সকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর কোনও মানে নেই'।

মূল প্রশ্ন হল অশ্বীনের বোলিং নিয়ে কাটাছেঁড়ায় রাহুল দ্রাবিড়, রোহিত শর্মা কতটা খুশি। চলতি সিরিজে আরও ম্যাচ পাবেন হয়তো। থাকছে অক্ষর প্যাটেলের ফিটনেসের হালহকিকতও। তারপরই ঠিক হবে অশ্বীনের বিশ্বকাপ-ভাগ্য। বিতর্ক, দাবি-পালটা দাবি আগামী কয়েকদিন জারি থাকবে। উত্তরটা সময়ের হাতেই।

### বিসিসিআই এজিএম

## গভর্নিং কাউন্সিলে ধুমল-অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** বাকি আর মাত্র কয়েকটি দিন। তারপরই আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। সেই সভায় আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের দুটি পদের জন্য নির্বাচনের সম্ভাবনা ছিল। বাস্তবে সেই নির্বাচন হচ্ছে না। বরং বর্তমান আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ সিং ধুমল ও বাংলার প্রতিনিধি অভিষেক ডালমিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনীত হয়েছেন। আজ বিকেলের দিকে বিসিসিআই সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলে বাকি কোনও বদল হচ্ছে না। এসবের মধ্যেই আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের বিসিসিআই এজিএম নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা একদিনের বিশ্বকাপের আগে বোর্ডের শেষ এজিএমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে খবর।

## বাংলার হাফ ডজন গোল

**ভুবনেশ্বর, ২২ সেপ্টেম্বর :** জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় বড় ব্যবধানে জিতল বাংলা। ভুবনেশ্বরে চলা প্রতিযোগিতায় মিজোরামের বিরুদ্ধে ৬-০ গোলে জিতল তারা। বাংলার হয়ে সর্জিদা খাতুন হ্যাটট্রিক করেন। এছাড়া জোড়া গোল করেন রাখি মণ্ডল ও অন্যটি সঞ্চিতা সিনহার করা। রবিবার বাংলার পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ বিহার।

# নাসিমকে ছাড়াই বিশ্বকাপে পাকিস্তান

**লাহোর, ২২ সেপ্টেম্বর :** আশঙ্কাই সত্যি হল।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলে নেই নাসিম শা। এশিয়া কাপে ভারত-ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তরুণ স্পিডস্টার। কাঁধের চোটের জেরে মেগা ইভেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন নাসিম। ১৫ জনের বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। নাসিমের বদলি হিসেবে ডাক পেয়েছেন অভিজ্ঞ হাসান আলি।

হতাশা আড়াল করেননি বছর কুড়ির পাক জোরে বোলার। সোশ্যাল মিডিয়ায় নাসিম লিখেছেন, বিশ্বকাপে দলের অংশ হতে না পেরে তিনি হতাশ। তবে সবকিছু ঈশ্বরের ইচ্ছে। ঈশ্বর চাননি বলেই তিনি বিশ্বকাপে নেই। পাশাপাশি কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন আবেগতাড়িত নাসিম।

ভারত-ম্যাচে হ্যারিস রউফও চোট পেয়েছিলেন। যদিও বাবরদের স্বস্তি দিয়ে ফিট রউফ। নাসিমের বদলে হাসান বাদ দিলে বাকি দল গতানুগতিক। গত কয়েকদিন ধরে লিডারশিপ গ্রুপে রদবদলের খবর ভাসলেও তেমন কিছু ঘটেনি। অধিনায়ক বাবর আজম। সহ অধিনায়কের দায়িত্বেই বিশ্বকাপে নামছেন শাদাব খান। শাহিনকে সহ অধিনায়ক করার দাবি জোরদার হলেও শাদাবেই ভরসা ইনজামাম-উল-হকের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির।

### বোর্ডের কমিটি থেকে পদত্যাগ হাফিজের

জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে 'ব্যাক আপ' তিনজনকে ভারতে নিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। তরুণ স্পিনার আবরার হমেদ, মহম্মদ হ্যারিসের সঙ্গে যে 'ব্যাকআপ' দলে রয়েছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের তরুণ পেসার জামান খান।

ইনজামাম বলেছেন, 'নাসিম দলের গুরুত্বপূর্ণ বোলার। দুর্ভাগ্য ও চোট পেয়ে বসল। ফলে বিকল্প পথে হাঁটা ছাড়া রাস্তা নেই। হাসান আলি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে দারুণ বোলিং করেছে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ। আর নাসিমের বিকল্প হিসেবে এমন একজন চাইছিলাম যে নতুন বলের পাশাপাশি পুরোনো বলও সামলাতে সক্ষম। হাসানকে সেরা বিকল্প মনে হয়েছে আমাদের।'

এদিকে, পাক ক্রিকেটমহলে বিতর্ক জারি। যে বিতর্কে ঘি ঢেলে বোর্ডের টেকনিকাল কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন মহম্মদ হাফিজ। সূত্রের খবর, ক্ষুব্ধ নির্বাচক কমিটির প্রধান ও টেকনিকাল কমিটির অন্যতম সদস্য ইনজামামও। তাই এশিয়া কাপ নিয়ে বোর্ডের রিভিউ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এড়িয়ে যান। ঘনিষ্ঠমহলে ইনজি দাবি করেছেন, পারফরমেন্স নিয়ে এই ধরনের কাটাছেঁড়ায় বিশ্বকাপের আগে দল, ক্রিকেটারদের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলবে।

**ঘোষিত দল**

বাবর আজম (অধিনায়ক), শাদাব খান (সহ অধিনায়ক), ফখর জামান, ইমাম-উল-হক, আবদুল্লাহ শফিক, মহম্মদ রিজওয়ান, ইফতিখার আহমেদ, সলমান আলি আঘা, সাউদ শাকিল, মহম্মদ নওয়াজ, উসামা মির, মহম্মদ ওয়াসিম, শাহিন আফ্রিদি, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি।

গোলের পর পর উল্লাস ডারউইন নুনেজের।

# জয় দিয়ে ইউরোপায় প্রত্যাবর্তন লিভারপুলের

**লিনজ, ২২ সেপ্টেম্বর :** অঘটন প্রায় ঘটেই গিয়েছিল। ১৫ মিনিটে ফ্লোরিয়ান ফ্লেকারের গোলে পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল। একেই সাত বছর পর 'লজ্জার' ইউরোপা লিগে খেলছে জুরগেন ক্লপের দল। সেখানেও প্রথমার্ধ শেষে এলএএসকে লিনজের বিপক্ষে পিছিয়ে থাকায় আরও বড় লজ্জার আশঙ্কা করছিলেন অনেকেই। তবে এমনটা হতে দেননি ডারউইন নুনেজরা। শেষপর্যন্ত অস্ট্রিয়ান দলটিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তারা। ৫৬ মিনিটে নুনেজ পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। এরপর আর ঘুরে তাকাতে হয়নি লাল বাহিনীকে। লুইজ দিয়াজের গোলে ৬৩ মিনিটে এগিয়ে যায় তারা ও ৮৮ মিনিটে দলের জয় নিশ্চিত করেন মহম্মদ সালাহ। ম্যাচ জিতলেও মাঝারি মানের দলগত পারফরমেন্স হয়তো ভাবাচ্ছে এখন ক্লপকে। যদিও ম্যাচ শেষে তিনি দলে নতুন আসা তরুণ মিডফিল্ডার রায়ান গ্রাভেনবার্চকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেছেন, 'আজ কঠিন পরিস্থিতিতে রায়ান যেভাবে খেলেছে ও দল জিতেছে তার অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে। এই নিয়ে আমি বেশ খুশি।'

এছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ৩-১ গোলে হারিয়েছে বাকা টোপোলাকে। জাভি আলোন্সোর দল বেয়ার লেভারকুসেন ৪-০ গোলে জিতেছে হাকেনের বিরুদ্ধে। গত সপ্তাহে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে দেওয়া ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন ২-৩ গোলে হেরে গিয়েছে এইকে এথেন্সের কাছে।

# পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেতাব রক্ষার লড়াই শুরু বাগানের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** কাগজে-কলমে এবার আরও শক্তিশালী সবুজ-মেরুন বাহিনী। বিশেষ করে আক্রমণভাগ তো যে কোনও প্রতিপক্ষকে ভয় ধরাতে পারে। পাঞ্জাব এফসি-র মতো নতুন দলের পক্ষে খেতাবরক্ষার অভিযানে নামা এমন একটা দলের বিরুদ্ধে শুরুতেই তাদের ঘরের মাঠে খেলতে নামা চিন্তার কারণ হতে পারে। তবে গতবারের আই লিগ চ্যাম্পিয়নরাও মোটামুটি একই দল ধরে রেখে প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে। মাঝমাঠে ফ্রান্সের মাডিতালা নামের এক নতুন ফুটবলারকে নিয়ে এলেও তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু প্রকাশ্যে আসুক চাইছে না পাঞ্জাব টিম ম্যানেজমেন্ট। অথচ তিনি নাকি গত কয়েকটা ক্লোজ ডোর প্রস্তুতি ম্যাচে আইএসএলেরই কিছু প্রতিপক্ষকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করেছেন। সদ্য দলে যোগ দেওয়া দিমিত্রিয়োস চ্যাটজিসাইয়াসের ছাড়পত্র এখনও আসেনি বলে জানালেন কোচ স্টাইকোস ভারগেটিস। এর আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে ডুরান্ড কাপে খেলায় প্রতিপক্ষ চেনা। সম্ভবত তাই তাঁর দল তৈরি বলে জানালেন স্টাইকোস, 'প্রায় মাসখানেকের উপর হল আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছি। তখনকার থেকে এখন দুটো দলই অনেক বেশি তৈরি। তখন প্রস্তুতি শুরু করেই মাঠে নামতে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা যথেষ্ট অনুশীলন করেই নামছি। আইএসএলের জন্য আমরা প্রস্তুত।' দলের অধিনায়ক লুকা মাজচেন কিন্তু সতর্ক, 'বাকি সব দলই অনেকদিন ধরে আইএসএলে খেলছে। আমরা প্রথমবার মাঠে নামব। খানিকটা স্নায়ুর চাপ তো থাকবেই। তবে আমার বিশ্বাস, একবার শুরু করে দিলে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

পাঞ্জাব এফসি-র মোকাবিলায় তৈরি হচ্ছেন জেসন কামিংস, হুগো বৌমৌস, শুভাশিস বসুরা। -ডি মণ্ডল

হুয়ান ফেরান্দোর দল সেই সময়ের থেকে সত্যিই যে তৈরি, সেটা বোঝা গিয়েছে গত ১৯ তারিখ তাদের এএফসি কাপের ম্যাচে। বিরতির পর ওড়িশাকে তছনছ করে ৪-০ ম্যাচ জেতেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস-সাহাল আব্দুল সামাদরা। প্রতিপক্ষকে তছনছ করতে ভূমিকা নেন হুগো বৌমৌস, মনবীর সিং, জেসন কামিংসরা। একটাই সমস্যা, এই ম্যাচে নেই অনিরুদ্ধ থাপা। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে লাল কার্ড দেখা মিডিয়োর জন্য ফেরান্দোকে অনেক অঙ্ক নতুন করে কষতে হবে। যদিও বাগান কোচ জানালেন, 'আমি আমার পরিকল্পনায় কোনও বদল করছি না। আমাদের একটাই লক্ষ্য, সেটা তিন পয়েন্ট পাওয়া। তার জন্য আমার দল যেভাবে খেলে, সেটাই করব।' একইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দেন, 'আমার দলের মূলমন্ত্র জয়। কিন্তু একাধিক অ্যাটাকার হাতে আছে মানে এই নয় যে দলের খেলায় কোনও ভারসাম্য না রেখে বাড়তি আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখাব। বরং খেলায় ভারসাম্য খুব জরুরি।' চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন আশিক কুরুনিয়ান ও এশিয়াডে ব্যস্ত সুমিত রাঠি। এতে বাঁদিকে পরিবর্তের সংখ্যা যে কমে গেল তা তিনি স্বীকার না করলেও সত্যি। তবু আশিকের জায়গায় লিস্টন খেলবেন। যিনি নিজেই জানালেন, 'ডুরান্ডে এবং এএফসি কাপ ম্যাচে গোল পেয়ে আমার আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। আসলে অ্যাটাকাররা যদি গোল পায় তাহলেই আত্মবিশ্বাস বাড়ে। যা পরবর্তী ম্যাচে সাহায্য করে। আশা করছি গতবারের মতো নয়, এবারের আইএসএল আমার ভালো যাবে। দলের প্রয়োজনে গোল পাব।' অনিরুদ্ধের জায়গায় সম্ভবত গ্লেন মার্টিন্সকে খেলাবেন সাহালের সঙ্গে। দুই প্রান্তে মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসো। আক্রমণে হুগো, দিমিত্রি ও আর্মান্দো সাদিকুর শুরু করার সম্ভাবনা। ডিফেন্সে দুই ভারতীয় শুভাশিস বসু ও আনোয়ার আলির সঙ্গে হেক্টর ইউসতেকেই পছন্দ ফেরান্দোর।

# অতীত ভুলে ভারতের নজর মায়ানমার ম্যাচে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতে যাওয়ায় এবার মায়ানমার ম্যাচে নজর ভারতীয় দলের। কারণ ওই ম্যাচের জয় তাদের পৌঁছে দেবে সরাসরি নকআউটের দরজায়।

চিনের হ্যাংঝৌতে পৌঁছানোর পর থেকে কোনও বিশ্রাম পাননি ফুটবলাররা। ওখানে পা দেওয়ার চারদিনের মধ্যে দুটো ম্যাচ খেলতে হওয়ায় প্রত্যেকে ক্লান্ত। মায়ানমার ম্যাচের আগে প্রথমবার মাঝে দুটো দিনের বিরতি পাচ্ছে গোটা দল। এদিন ইগর স্টিমাক তাঁর দলের মানসিকতা পরিষ্কার করে দিয়ে বলেন, 'আমরা এখন আর অতীত নয়, মায়ানমার ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। জিতে বা ড্র করে, যেভাবেই হোক আমাদের এখন নকআউটে যেতেই হবে। তবে আমরা যখন মাঠে নামি তখন জয়ের লক্ষ্য নিয়েই নামি।' গ্রুপ 'এ'তে ভারত এখন দু'নম্বরে আছে কারণ পয়েন্ট সমান হলেও মায়ানমারের থেকে সুনীল ছেত্রীরা বেশি গোল করেছেন বলে। স্টিমাক নিজে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ের বিষয়ে। তিনি বলেন, 'আমি কোনওদিনই সমস্যা নিয়ে ভাবি না। বরং আমরা পজিটিভ মনোভাব নিয়েই খেলতে গিয়েছিলাম। আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে ম্যাচটা জিতেই ফিরব। ফুটবলাররা ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে মাঠে ঠিকঠাক নির্দেশ পালন করেছে। অ্যাটাকিং থার্ডে কত দ্রুত পৌঁছে প্রতিপক্ষের উপর চাপ বাড়ানো যায়, সেই পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই আগের ম্যাচে দল নেমেছিল। আমরা তিন সেন্টার ব্যাক নিয়ে ৩-৪-২-১ ছকে খেলি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।' ওই ম্যাচের জয় সম্পর্কে স্টিমাকের বিশ্লেষণ, 'কোনও ম্যাজিক ছিল না সেদিনের জয়ে। আমরা টেকনিকালি এগিয়ে থেকেই জিতেছি। ছেলেদের একটা পরিকল্পনা বলে দিয়েছিলাম। ওরা সেটাই অনুসরণ করে সেদিন।'

তাঁর মতো অধিনায়ক ও বাংলাদেশ ম্যাচের গোলদাতা সুনীল ছেত্রীও বলেন, 'এই জয় আমাদের একটা সুযোগ এনে দিয়েছে মায়ানমারকে হারিয়ে নকআউটে পৌঁছানোর।' তবে পরিস্থিতি যে কঠিন ছিল, সেকথা তিনি স্বীকার করে নেন। তাঁর বক্তব্য, 'বাংলাদেশের জন্য সঠিক শব্দ হল অসম্ভব সহনশীল বা ঠান্ডা মাথার দল ওরা। যা খেলাটাকে কঠিন করে তুলতে পারে।' তবু এই ৩৯ বছর বয়সে এসেও তিনিই পারেন, দলের জন্য সেরাটা বার করে আনতে। যাতে তাঁকে দেখেই উদ্বুদ্ধ হয় বাকিরা। তিনি বলেও দেন, 'আমি মাঠে ও মাঠের বাইরে ওদের জন্য ভালো উদাহরণ হতে চাই।' সামনে থেকে তাঁর এই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাই এবার এশিয়ান গেমসে ফের একবার ভারতের সামনে সুযোগ এনে দিয়েছে নকআউট পর্বে পৌঁছানোর। যা হাতছাড়া করতে নারাজ গোটা দল।

19th Asian Games Hangzhou 2022

বাংলাদেশের জন্য সঠিক শব্দ হল অসম্ভব সহনশীল বা ঠান্ডা মাথার দল ওরা। যা খেলাটাকে কঠিন করে তুলতে পারে। -সুনীল ছেত্রী

# বাস-ট্রেনের আবেদন মোহনবাগানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** এবার আইএসএলের প্রায় সব ম্যাচ রাত আটটায় শুরু। স্বাভাবিকভাবেই সমর্থকরা চিন্তায় রাতেরবেলা বাড়ি ফেরা নিয়ে। একটু রাত বাড়লে সল্ট লেক ও বাইপাস অঞ্চল থেকে বাস-ট্যাক্সি সবই উধাও হয়ে যায়। তাই মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের তরফে রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর ও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি বাস ও ট্রেনের আবেদন জানানো হল। খেলা শেষ হওয়ার পর উল্টোডাঙ্গা পর্যন্ত চারটি, ধর্মতলা, শিয়ালদহ ও সায়েন্স সিটি পর্যন্ত দুটো করে বাস এবং যুবভারতীর থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত তিনটি মেট্রো ট্রেন চালানোর আবেদন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়, এখনও এই চিঠির কোনও উত্তর না এলেও তাঁরা আশাবাদী শনিবার না হলেও পরবর্তী ম্যাচ থেকে তাঁদের আবেদনে সাড়া দেবে কর্তৃপক্ষ।

MOHUN BAGAN SUPER GIANT

# ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রস্তুতি সারল মহমেডান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** সুপার সিক্সের তৃতীয় ম্যাচে নামার আগের দিন দল কোথায় প্রস্তুতি সারবে, সেই নিয়ে চিন্তিত ছিলেন মহমেডান কর্তারা। কারণ, গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে মাঠের বেহাল অবস্থা। ম্যাচের আগের দিন মাঠে প্রস্তুতিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অবশেষে পড়শি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও মাঠ নিয়ে দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না সাদা-কালো শিবিরের।

এই নিয়ে ক্লাবের ফুটবলসচিব দীপেন্দু বিশ্বাস বলেছেন, 'ম্যাচের আগে যাতে মাঠকে খেলার উপযোগী করে তোলা যায় সেজন্যই অন্য মাঠে প্রস্তুতির ভাবনা। কিন্তু আজকেও যা আবহাওয়া, তাতে মাঠটাকে কতদূর তৈরি করা যাবে সেই নিয়ে সন্দেহ আছে।' একসময় ম্যাচটি অন্য মাঠে খেলারও ভাবনা চলছে ক্লাবের অন্দরে।

শুক্রবার সকালে মাত্র ৪০ মিনিট প্রস্তুতি সেরেই শনিবার ভবানীপুরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে সাদা-কালো ব্রিগেড। মহমেডান জনতার জন্য সুখবর, অভিষেক হালদার ও সামাদ আলি মল্লিক এদিন পুরোদমে প্রস্তুতি করলেন। গত মরশুমে গোকুলাম কেরালায় খেলা ডিফেন্ডার মহম্মদ জাসিমের অন্তর্ভুক্তি দলের গভীরতা বাড়াবে। ম্যাচের আগে লিগের ঠাসা সূচিই চিন্তায় রাখছে রাশিয়ান কোচ আন্দ্রেস চেরনিশভকে। তিনি বলছেন, 'দু'দিন অন্তর ম্যাচ খেলতে হওয়ায় এখন থেকে প্রতিটা ম্যাচই আমাদের জন্য আরও কঠিন। ভবানীপুরে প্রচুর অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছে যারা ম্যাচের রং পালটে দিতে পারে।'

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ কোচ রঞ্জন চৌধুরীর নজরে চ্যাম্পিয়নশিপ গ্রুপের সমীকরণ। তিনি বলছেন, 'আমরা ১২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্টে আছি। মহমেডান ১৪ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট পেয়েছে। সুতরাং চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে ওদের বিরুদ্ধে জিততেই হবে।' লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে আটকাতে যে ছক কষেছেন সেকথাও জানালেন রঞ্জন, 'ডেভিড অসাধারণ ফুটবল খেলছে। ওকে ম্যান মার্কিং করে আটকানো যাবে না। ওর পাশাপাশি গোটা দলটাকে নিয়েই আমি পরিকল্পনা সাজিয়েছি।' জবি জাস্টিন, কিম কিমার মতো ফুটবলার আই লিগের দলে যোগ দিয়েছেন। তাদের পাশাপাশি কিংশুক দেবনাথ ও শুভ ঘোষের চোট রঞ্জনের চিন্তার কারণ।

## অঙ্ক কষে এগোতে চায় ভবানীপুর

**কলকাতা লিগে আজ**

**সুপার সিক্সের ম্যাচ**

**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**
বনাম **ভবানীপুর এফসি**

**স্থান :** মহমেডান মাঠ
**ম্যাচ শুরু :** দুপুর ৩টা

খেলা
Fourteen Uttarbanga Sambad 23 September 2023 Siliguri

# ‘ফাইনাল’ মহড়ার শুরুতে রঙিন গিল-সামি

অস্ট্রেলিয়া–২৭৬
ভারত–২৮১/৫ (৪৮.৪ ওভারে)

**মোহালি, ২২ সেপ্টেম্বর :** জয় দিয়ে শুরু বিশ্বকাপের চূড়ান্ত মহড়া। মোহালি দ্বৈরথে প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে অজি–বধ ভারতের। ব্যাটে–বলে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে আধিপত্য দেখিয়ে ৫ উইকেটের বড় জয়। আর এই জয়ের সুবাদে পাকিস্তানকে (১১৫ পয়েন্ট) পেছনে ফেলে ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে উঠে এল টিম ইন্ডিয়া (১১৬ পয়েন্ট)। সেই সঙ্গে তিন ফরম্যাটেই শীর্ষস্থান দখল করে ক্রিকেট বিশ্বে অনন্য কীর্তি গড়ল। ২০১২ সালের অগাস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া যা কেউ করে দেখাতে পারেনি।

ক্যাঙারুদের ভাঙেন মহম্মদ সামি (৫১/৫)। নতুন ও পুরোনো, দুই বলেই অধিনায়কের ব্রেক–থ্রুর দাবি মেটালেন। ইনিংস ব্রেকে সামি বলেছেন, ‘ঠিক জায়গায় বল রাখতে চেষ্টা করেছি। সঙ্গে গতির হেরফের। যার সুফল পেয়ে ভালো লাগছে, যা আত্মবিশ্বাস দেবে।’ সামির তৈরি মঞ্চে শুভমান গিল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, লোকেশ রাহুলদের দাপট।

*পাঁচ উইকেট শিকারের পর মহম্মদ সামিকে অভিনন্দন অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের।*

অস্ট্রেলিয়া ২৭৬ রানের ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জে শুরুটা শুভমান ও রুতুরাজের হাত ধরে। দুই তরুণের ১৪২ রানের সংগত লক্ষ্যটাকে সহজ করে দেয়। তবে মাঝে ১৪২/০ থেকে ১৮৫/৪, পরপর চার উইকেট খুইয়ে আশঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অ্যাডাম জাম্পার নেতৃত্বে অজি বোলারদের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা স্থায়ী হয়নি লোকেশ রাহুল–সূর্যকুমার যাদবের সামনে। পঞ্চম উইকেটে দুইজনের ৮০ রানের জুটি চাপ সরিয়ে বৈতরণি পার করে দেয় দলকে। সূর্য (৫০) আউট হলেও এদিনের অধিনায়ক লোকেশ অপরাজিত থাকেন ৫৮ রানে। সিন অ্যাবটকে শেষ দুই বলে চার ও ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন।

৫ উইকেটে অজি–বধ সেরে রবিবার ইন্দোরে ভারত নামবে সিরিজ জেতার লক্ষ্যে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়া, কুলদীপ যাদবকে বাইরে রেখে যে সাফল্য বাড়তি স্বস্তি দেবে দ্রাবিড়দের।

শুভমানদের সঙ্গে জয়ের কারিগর বিশ্বকাপে না থাকা রুতুরাজও। বিশ্বকাপ দলে থাকা ঈশান কিষানকে ওপেন না করিয়ে রুতুরাজ কেন শুরুতে, প্রশ্ন উঠল। যদিও ৭১ রানের ইনিংসে সাফল্যের খুশি নিয়ে ফিরলেন এশিয়ান গেমসে ভারতের অধিনায়ক রুতুরাজ।

পাওয়ার প্লে–তে ৬৬/০। ১৫.২ ওভারে সেঞ্চুরিতে পা ভারতের। এর মধ্যে ৩৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি শুভমানের। কিছুক্ষণ পর পঞ্চাশে রুতুরাজেরও। দুজনের দাপটের মুখে পড়ে অসহায় লাগছিল অজি বোলারদের। জাম্পা অবশ্য চিত্রনাট্য বদলের একটা মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন। রুতুরাজকে (৭১) ফিরিয়ে জুটি ভাঙার পর জাম্পা সাজঘরে ফেরান শুভমানকেও (৭৪)। এর মাঝে গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট শ্রেয়স আইয়ার (৩)। ফলস্বরূপ শ্রেয়সের ম্যাচ ফিটনেস পরখের সুযোগ হাতছাড়া। চাপ বাড়িয়ে কিছুক্ষণ পর ফেরেন ঈশান (১৯)। ১৪২/০ থেকে ১৮৫/৪। এখান থেকে বাকি কাজটা সেরে নেন লোকেশ–সূর্য। টসে জিতে এর আগে ফিল্ডিং নেন লোকেশ। ম্যাচের চতুর্থ বলেই কাজ শুরু সামির। স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মিচেল মার্শ (৪)। অভিজ্ঞ ডেভিড ওয়ার্নার–স্টিভেন স্মিথ অবশ্য ভালোই সামাল দিচ্ছিলেন। বিগহিটের সঙ্গে ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর কাজে লাগাচ্ছিলেন। ৯৪ রানের জুটি ভাঙেন রবীন্দ্র জাদেজা। ছক্কার খোঁজে বাউন্ডারি লাইনে ধরা পড়েন ওয়ার্নার (৫২)। অজি ইনিংসে সেরা বলে ফেরেন স্মিথ (৪১)।

## তিন ফরম্যাটে এক নম্বরে ভারতীয় দল

অফস্টাম্পের বাইরে পড়ে দ্রুত ঢুকে আসা সামির ব্রহ্মাস্ত্র ব্যাটের কানা ছুঁয়ে উইকেট ভেঙে দেয়। চোটের জন্য ট্রাভিস হেড নেই। বিশ্বকাপে যদি না থাকেন, শূন্যস্থান পূরণে মার্নাস লাবুশেনই অন্যতম বিকল্প। দাবিটা জোরালো করার সুযোগ হাতছাড়া করলেন লাবুশেন। উইকেটকিপার লোকেশের ভুলে সহজ রানআউটের হাত থেকে একবার বেঁচে গেলেও লাভ তুলতে পারেনি।

প্রত্যাবর্তন ম্যাচে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের একমাত্র শিকার হয়ে ফেরেন লাবুশেন (৩৯)। এবারও ভুল লোকেশের। বল ধরতে পারেননি। কিন্তু সৌভাগ্য সেই বলই উইকেটে গিয়ে লাগে, তখনও ক্রিজে বাইরে লাবুশেন।

এদিন লোকেশের কিপিং কপালের ভাঁজ বাড়াবে। একাধিক রানআউট সুযোগে মিস করলেন। বল ঠিকমতো ধরতে পারছিলেন না। শুধু লোকেশই নয়, দলের সামগ্রিক ফিল্ডিংও খারাপ। শ্রেয়স সহজ ক্যাচ ফেললেন। আউটফিল্ডে একের পর এক বল পায়ের ফাঁক দিয়ে গলেছে।

বিশ্বকাপের আগে ফিল্ডিং নিয়ে খাটতে হবে। একইভাবে বিশ্বযুদ্ধে প্রয়োজন পড়লে অশ্বীন কতটা কার্যকর হবে, উত্তর এদিন মেলেনি। বাকি দুই ম্যাচে পরিস্থিতি কতটা বদলায় চোখ থাকবে। তবে দেড় বছর পর প্রত্যাবর্তনের নিরিখে অশ্বীনের প্রয়াসকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ক্যামেরন গ্রিন (৩১), জোশ ইনগ্লিস (৪৫), মার্কাস স্টোয়িনিস (২৯), প্যাট কামিন্সরা (অপরাজিত ২১) রানের গতি বাড়ানোর চেষ্টা চালালেও নিয়মিত ব্যবধানে সামির উইকেট শিকারে তা সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত ২৭৬ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ৫১ রানে ৫ উইকেট সামির। বুমরাহ (৪৩/১), অশ্বীন (৪৭/১), জাদেজাদের (৫১/১) পাশে বেমানান শার্দূল ঠাকুরের (৭৬/০) পারফরমেন্স।

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্নেহাশীষের** জন্মদিনে আমাদের আশীর্বাদ। সত্যিকারের মানুষ হোক– এটাই প্রার্থনা তাঁর চরণে। **মা–বাবা (সুনন্দিতা–অমিত রায়), ঠাকুমা (কল্যাণী রায়), দিদা–দাদু (দীপ্তি–সজল কুমার গুহ) শিবমন্দির।**

## বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ রায়ানের বিরুদ্ধে

**কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** বেঙ্গালুরু এফসি–র বিদেশি রায়ান উইলিয়ামসের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ আনল কেরালা ব্লাস্টার্স। ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইএসএলের ম্যাচ চলাকালীন কেরালার ফুটবলার আইবানভা ডোহলিংয়ের সঙ্গে বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ করেন রায়ান। কেরালার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, বর্ণবিদ্বেষমূলক কোনও আচরণ ক্লাব সমর্থন করে না। একইসঙ্গে লিগ সংগঠকদের কাছেও তারা অভিযোগ করেছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

## জয়ে অবদান রাখতে পেরে খুশি সূর্যকুমার

**মোহালি, ২২ সেপ্টেম্বর :** মোহালি নাকি অস্ট্রেলিয়ার দুর্গ!

ওডিআই ফরম্যাটে ভারত–অস্ট্রেলিয়া মোহালি যুদ্ধের অতীত সেই দাবিটাই প্রতিষ্ঠিত করে। গত ৫ ম্যাচে অজিরা জয়ী চারটিতে! ভারত মাত্র একবার হারিয়েছে। সেটাও ২৭ বছর আগে ১৯৯৬–এর মোহালিতে হওয়া প্রথম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে।

বছর চারেক আগে শেষ সাক্ষাৎকারে ৩৫৯ রান করেও হেরেছিল ভারত। এদিন সেই মোহালির মঞ্চেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আধিপত্য দেখিয়ে দাপুটে জয়। তাও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়াদের ছাড়া! মহম্মদ সামির দুরন্ত বোলিং। ব্যাটিংয়ে দলগত দাপট। তাতেই কেল্লাফতে।

**হেরেও ইতিবাচক কামিন্স**

শুভমান গিল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, লোকেশ রাহুলদের সঙ্গে যে জয়ে অবদান রাখলেন সূর্যকুমার যাদবও। ওডিআই ক্রিকেটে ‘অচল’ তকমাটা ঘোচানোর তাগিদে চাপের মধ্যে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে কেরিয়ারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসটা (৪৯ বলে ৫০) খেললেন আজ।

স্বস্তিটা নিয়ে ম্যাচ শেষে সূর্য বলেন, ‘ওডিআই ক্রিকেটে পা রাখার পর এরকম ইনিংসের স্বপ্ন দেখে এসেছি বরাবর। শেষপর্যন্ত টিকে থেকে ম্যাচ শেষ করব। আজ শেষ পর্যন্ত ক্রিজে না থাকলেও নিজের ভূমিকায় আমি খুশি। ওডিআই আর টি২০, বলের রং এক। দলও এক। তাহলে কেন রান আসছিল না? ভাবাচ্ছিল। আজ তাই তাড়াহুড়ো করিনি। নিজেকে সময় দিয়েছি। সুফল পেয়ে ভালো লাগছে।’

হারলেও হতাশ নন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। বলেছেন, ‘দীর্ঘদিন পর ওডিআইয়ে ফিরলাম। ব্যক্তিগতভাবে ভালো অনুভূতি রয়েছে। দলের জন্য খারাপ লাগাও থাকছে। ফিনিশিং লাইনটা অতিক্রম করতে পারিনি আমরা। ব্যর্থতার মাঝেও অবশ্য কয়েকজন ভালো বোলিং করেছে, ব্যাটিং করেছে। দলের জন্য যা ইতিবাচক।’

## বিশ্বরূপের চিঠি নিয়ে হইচই সিএবি-তে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :** আচমকা একটি চিঠি। সেই চিঠি নিয়ে তোলপাড় বাংলা ক্রিকেট সংস্থায়। প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে আজ সিএবি–তে চিঠি দিয়েছেন। যেখানে তিনি দাবি তুলেছেন, ওডিআই বিশ্বকাপে পাঁচটি ম্যাচ আয়োজন করে যা আয় হবে তার একটি অংশ বিভিন্ন অনুমোদিত সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্যাচ আয়োজন করে প্রায় ৫০ কোটি টাকা আয় করতে চলেছে সিএবি। সেই অর্থ থেকেই ক্রিকেটের উন্নয়নে অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। বিশ্বকাপের সময় টিকিট বণ্টনের পরিমাণ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে সদস্যদের মধ্যে। এখনও পরিষ্কার নয়, শেষপর্যন্ত সিএবি সদস্য ও অনুমোদিত সংস্থাগুলি ঠিক কত করে টিকিট পাবে। প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষের চিঠি নিয়ে রাতের দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ‘এখনও চিঠি হাতে পাইনি। তাই কি লেখা রয়েছে বলতে পারব না।’

## গৌরচন্দ্র ট্রফি ব্যাডমিন্টন শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃকলেজ গৌরচন্দ্র কুণ্ডু ট্রফি ব্যাডমিন্টন শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ১৬ দলীয় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিনে সেমিফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ি কলেজ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, দার্জিলিংয়ের সেন্ট জোসেফ কলেজ ও দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ। পুরুষদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে উঠেছেন শুভম রঙ্গপালি, রোহিত রায়, সৌরভ বিশ্বকর্মা ও ঋষভ থাপা। মহিলাদের শেষ চারে প্রযুক্তা চক্রবর্তী, স্বর্ণদীপা অধিকারী, সায়ন্তরী ভাওয়াল ও তসনিম ফারহাত জায়গা করেছেন।

**উত্তরের খেলা**

## ইউনাইটেডে সই কলকাতার তিনজনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশনের ক্রিকেট লিগের দলবদল শুক্রবার শুরু হল। প্রথমদিনেই নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবে সই করেছেন কলকাতার তিন ক্রিকেটার ওয়াইএমসিএ–র কৌশিক দেব, ভবানীপুরের পরাগ সরকার ও অ্যালবার্ট স্পোর্টিং ক্লাবের জি শ্যামল রাও। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, এদিন ১৪টি ক্লাবে ২৭৫ জন সই করেছেন। শনিবার প্রথম ডিভিশনের দলবদলের শেষদিনে দুপুর ৩টা সই শুরু হবে।

## ফাইনালে বিএসকে

**জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর :** টাউন ক্লাবের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এসপি রায় এবং এসকে ব্যানার্জি ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি বিএসকে বলরাম ফুটবল দল। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৫–২ গোলে দার্জিলিং পুলিশকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শনিবার আয়োজকরা খেলবে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

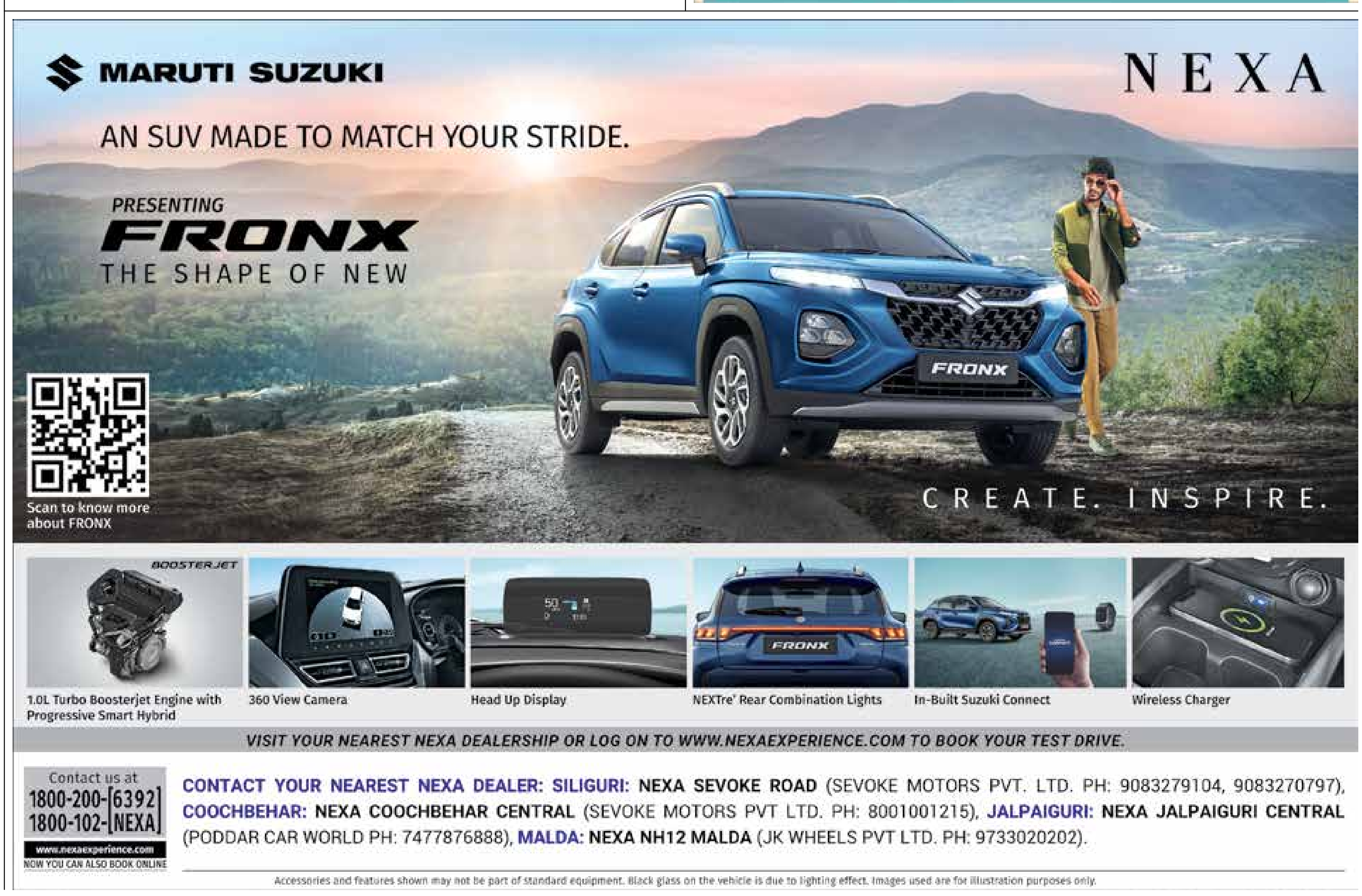


**সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার।** স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in